NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ শ্রদ্ধার্ঘ প্রকল্পেও দুর্নীতির অভিযোগ অভিষেকের বিরুদ্ধে

রাস্তার নাম বদলে কমিটি শুভেন্দুর ৩

কলকাতা ২৪ জুন ২০২৬ ১০ আষাঢ় ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.06.2026, Vol.19, Issue No. 371, 8 Pages, Price 3.00

# দুর্নীতি রোধে কড়া আইনের বার্তা শুভেন্দুর

## সম্পত্তি বাজেয়াপ্তে বিল আনার ঘোষণা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের জবাবি বক্তৃতায় দুর্নীতি ইস্যুতে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য বিশেষ আইন আনার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, বেআইনি উপায়ে অর্জিত সম্পদ সরকার অধিগ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে।

বক্তৃতায় নাম না করেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতির টাকায় যাঁরা রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন, তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আমরা বিল আনব। দরকার হলে সেই সম্পত্তিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান বা জনসেবামূলক কাজ হবে।'

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই অধিবেশনের শেষ দিনেই দুর্নীতি রোধে আরও কড়া আইন আনা হচ্ছে। সেই আইন কার্যকর হলে দোষীদের শুধু জেল হবে না, দুর্নীতির টাকা, দুর্নীতিকারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করা হবে। নাম না করে এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। পূর্বতন তৃণমূল সরকার তাঁর সঙ্গে কী কী করেছিল, তা-ও মনে করিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। কটাক্ষ করতে

> দুর্নীতির টাকায় যাঁরা রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন, তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আমরা বিল আনব। দরকার হলে সেই সম্পত্তিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান বা জনসেবামূলক কাজ হবে। হরিশ চ্যাটার্জি, হরিশ মুখার্জি রোড-সহ আমতলার প্রাসাদগুলিতে কলকাতায় উড়ালপুলের নীচে থাকা মানুষদের থাকার ব্যবস্থা করব।
>
> – শুভেন্দু অধিকারী

ছাড়েননি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। সেই সঙ্গে নিজের ভাষণে বার বার তিনি বলতে ছাড়েননি যে, তৃণমূল আর ফিরবে না।

শুভেন্দু আবার জানিয়ে দেন, তাঁর সরকার দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না। তিনি বলেন, 'অনেকেই ভাবছেন দু'মাস জেলে থাকলাম, তার পর আইনি লড়াই করে জেল থেকে বেরিয়ে এলাম! তাঁদের মনে রাখতে হবে, এ বার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব। সম্পত্তি নিলাম করব।' এখানেই থামেননি তিনি। সুর চড়িয়ে আরও বলেন, 'হরিশ চ্যাটার্জি, হরিশ মুখার্জি রোড-সহ আমতলার প্রাসাদগুলিতে কলকাতায় উড়ালপুলের নীচে থাকা মানুষদের থাকার ব্যবস্থা করব।'

এর আগে একই বক্তৃতায় বীরভূমের পাথর খাদান দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, বেআইনিভাবে পাথর পাচার করে বছরে প্রায় ১১০০ থেকে ১২০০ কোটি টাকা লুঠ হয়েছে এবং সেই অর্থ 'ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে দুবাই' পৌঁছেছে। এই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি দুর্নীতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, দুর্নীতি ইস্যুকেই আগামী দিনে সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি সরকার। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য পৃথক আইন আনার ইঙ্গিতও সেই কৌশলেরই অংশ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তবে বক্তৃতায় তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি। ফলে 'হরিশ চ্যাটার্জি রোডের রাজপ্রাসাদ' মন্তব্যটি কাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিরোধী শিবিরের দাবি, এটি সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেই করা হয়েছে।

তার পরেই শুভেন্দু স্পষ্ট করেছেন, এ বার থেকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও ভাবেই পক্ষপাতদুষ্টতা থাকবে না, স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ করা হবে। কোনও রাজনীতিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। ইউপিএসসি-র মতো নিয়োগ হবে। বাজেটেও সে কথা জানিয়েছে সরকার।

## 'শিল্প সম্মেলনে বিরাট দুর্নীতি'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের জবাব দিতে গিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় তিনি দাবি করেন, বিভিন্ন প্রকল্প ও সরকারি কর্মসূচির আড়ালে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় করা হলেও তার কোনো জমা খরচের হিসাব ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (বিজিবিএস)। তাঁর দাবি, শিল্প সম্মেলনের আয়োজনের জন্য শিল্প সংস্থা ফিকিকে সরাসরি ৩২৪.৭৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, 'এ তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র।' এই প্রসঙ্গ তুলে পূর্বতন সরকারের আর্থিক সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

শুধু বিজিবিএস নয়, একাধিক পরিকাঠামো প্রকল্পের ঘোষণার পরেও বাস্তবে কাজ এগোয়নি বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাগর সেতু প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সরকার প্রকল্পের ঘোষণা করলেও প্রয়োজনীয় মাটি পরীক্ষা, জাতীয় জলপথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র কিংবা জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ করেনি। একইভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে শুধুমাত্র ঘোষণা করা হলেও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি বলেও তাঁর দাবি।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের আমলে আইপ্যাকের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢোকানো হয়েছিল। যদিও বর্তমান সরকার কাউকে ছাঁটাই করবে না বলে তিনি স্পষ্ট করেন, তবে যোগ্যতার ভিত্তিতে পর্যালোচনা বা 'ঝাড়াই-বাছাই' করা হবে বলে জানান।

বক্তৃতায় শুভেন্দু অধিকারী আরও দাবি করেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্যাপক অনিয়ম ছিল, যার ফলে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার হয়নি। বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে বলেও তিনি দাবি করেন।

বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাঁরা আজ দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলছেন, তাঁদের আমলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর ঘটনা ঘটেছে। সেই কারণেই বর্তমান সরকার অতীতের সমস্ত সিদ্ধান্ত ও প্রকল্প পর্যালোচনা করছে এবং প্রয়োজনে তথ্য জনসমক্ষে আনা হবে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।

## পিএসির চেয়ারম্যান, কে, লড়াই দুই তৃণমূলে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিধানসভার বাইরে রাজনৈতিক সংঘাত অনেকদিনের। এবার সেই লড়াই পৌঁছে যেতে পারে বিধানসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নজরদারি কমিটি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র অন্দরে। নতুন পিএসি গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এ বার লড়াই বিজেপি বনাম তৃণমূলের নয়, বরং তৃণমূলের দুই শিবিরের মধ্যে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'আসল তৃণমূল' এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালীঘাট তৃণমূল'-এর।

রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূলের ভিতরে যে দ্বিমুখী ক্ষমতাকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, পিএসি নির্বাচন সেই সংঘাতকে প্রকাশ্যে এনে দিতে পারে। কারণ, বিধানসভার কমিটিগুলির মধ্যে পিএসি শুধু মর্যাদাপূর্ণই নয়, সরকারি খরচ, আর্থিক অনিয়ম এবং প্রশাসনিক জবাবদিহি খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, যে পিএসি পদ নিয়ে একসময় বিজেপি আন্দোলন করেছে, আজ সেই পিএসি-ই হয়ে উঠতে চলেছে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ শক্তি পরীক্ষার রণক্ষেত্র। অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বারবার সংসদীয় প্রথা ভেঙে বিরোধী দলের পরিবর্তে নিজেদের ঘনিষ্ঠ বিধায়কদের পিএসি-র শীর্ষপদে বসিয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। সেই সময় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি দীর্ঘদিন পিএসি বৈঠক বয়কটও করেছিল। এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। ক্ষমতায় বিজেপি, আর বিরোধী শিবির বিভক্ত। ফলে পিএসি-র সদস্যপদ নিয়ে কারা মনোনয়ন জমা দেয় এবং কারা নির্বাচিত হয়, তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে বিধানসভার ভিতরে প্রকৃত বিরোধী শক্তি হিসেবে কোন শিবির নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। বিধানসভা সূত্রের খবর, পিএসি-সহ চারটি গুরুত্বপূর্ণ হাউস কমিটিতে মনোনয়ন নিয়ে দুই শিবিরই সক্রিয়। সদস্য পদের জন্য মনোনয়নের সংখ্যা নির্ধারিত আসনের চেয়ে বেশি হলে ভোটাভুটি অনিবার্য। সেক্ষেত্রে ৫ জুলাইয়ের নির্বাচন কার্যত হয়ে উঠবে কালীঘাট বনাম ঋতব্রত শিবিরের প্রথম আনুষ্ঠানিক শক্তিপরীক্ষা।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ভোট শুধুমাত্র একটি কমিটির সদস্য নির্বাচন নয়। এটি হবে তৃণমূলের ভাঙনের পর প্রথম সাংগঠনিক গণনা। কে কতজন বিধায়ককে নিজের পক্ষে ধরে রাখতে পেরেছে, তার একটি স্পষ্ট বার্তা বেরিয়ে আসতে পারে এই নির্বাচনের ফল থেকে। অর্থাৎ, বিধানসভার অন্দরে পিএসি নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে; বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এটি কেবল একটি কমিটির ভোট নয়, বরং তৃণমূলের নেতৃত্বের প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক গণভোট।

## বিশ্বকাপ

**আজকের খেলা**

ক্রোয়েশিয়া বনাম পানামা
(ভারতীয় সময় ভোর ৪:৩০ )

কলম্বিয়া বনাম কঙ্গো ডিআর
(ভারতীয় সময় সকাল ৭:৩০ )

**গতকালের ফলাফল**

নরওয়ে-৩ সেনেগাল - ২

জর্ডন -১ আলজেরিয়া- ২

## সব্যসাচী ঘনিষ্ঠের বাড়িতে তিন কেজি সোনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তৃণমূল জামানার নেতারা কেউ তোলাবাজির জন্য গ্রেপ্তার, কেউ বা আবার শ্লীলতাহানির মামলায়। সব মিলিয়ে তৃণমূলের অন্দরে বিড়ম্বনার শেষ নেই। তার মধ্যেই সামনে এল কেজি কেজি সোনার ছবি। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে তৃণমূল নেত্রীর বাড়ি থেকে তিন কেজি সোনা উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারপার্সন সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে গিয়েই উদ্ধার হয়েছে সেই সোনা। প্রসঙ্গত, গত ৮ জুন তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন সব্যসাচী দত্ত। মঙ্গলবার সব্যসাচীকে সঙ্গে নিয়ে নদিয়ার তেহট্ট ও করিমপুরে তল্লাশি চালায় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। তল্লাশি চলে তৃণমূল নেত্রী তথা সব্যসাচী ঘনিষ্ঠ টিনা ভৌমিক সাহার বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়িতেও।

পুলিশ সূত্রে খবর, দিনকয়েক আগেই ধৃত সব্যসাচীর বাড়ি থেকে ৫০ কেজি সোনা কেনার রশিদ মিলেছে। তারপরই শুরু হয় তল্লাশি। এরপর তদন্তে উঠে আসে সব্যসাচীর টাকাতেই ওই সোনা কিনে রাখা ছিল টিনার বাড়িতে। জিজ্ঞাসাবাদে এই তথ্য জানতে পেরেই সব্যসাচীকে নিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। টিনার দুই বাড়ি থেকে তিন কেজি অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি টাকার থেকে বেশি মূল্যের সোনা উদ্ধার করা হয়। বিধাননগর উত্তর থানার তরফে যে ছবি দেখানো হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, শাঁখা বাঁধানো, পলা বাঁধানো, চওড়া হার, চুড়ি, লকেট, চূড় সবই রয়েছে। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু জমির কাগজপত্র। এরপরই বৃহস্পতিবার টিনাকে বিধাননগর থানায় সশরীরে হাজিরার নোটিস দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, নদিয়া জেলা পরিষদের সদস্য এই টিনা সাহা ভৌমিক। এছাড়া নদিয়া জেলায় তৃণমূলের বঙ্গজননীর সভানেত্রী ছিলেন তিনি। সব্যসাচীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। বিধায়ক তাপস সাহার সঙ্গে টিনার দ্বন্দ্ব ছিল বলেও চর্চা রয়েছে। বিধায়কের অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বেশ কয়েকজনকে চাকরি দিয়েছিলেন এই টিনা। তবে এই ঘটনায় তৃণমূল নেত্রীর দাবি, রাজনৈতিক কারণে এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া সব্যসাচী দত্তর সঙ্গে তাঁদের আর কোনও সম্পর্ক নেই।

## কালীঘাট তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত ফিরহাদ-অরূপ

### 'কীসের শো, কীসের কজ?', কটাক্ষ ঋতব্রতর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** 'কীসের শো, কীসের কজ? একটা সংগঠন আছে বলে দাবি করেন। আমরা বলি সং আছে, গঠন নেই।' কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের বহিষ্কার সিদ্ধান্তকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ খান, অরূপ রায়-সহ একাধিক নেতাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ফের প্রকাশ্যে এল দুই তৃণমূল শিবিরের অভ্যন্তরীণ সংঘাত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট-তৃণমূল মঙ্গলবার জানায়, দলবিরোধী কাজের অভিযোগে আগেই শোকজ করা হয়েছিল ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ খান, অরূপ রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিপ্লব মিত্র, সাবিনা ইয়াসমিন এবং রথীন ঘোষ-সহ একাধিক নেতাকে। এদেরকে শোকজ করার পর তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তবে এই পদক্ষেপকে গুরুত্ব দিতেই রাজি নন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা-কালীঘাট তৃণমূলের বহিষ্কারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ধরুন কমিটি ঘোষণা হচ্ছে দুপুরবেলা। যাঁদের নাম ঘোষণা হচ্ছে, বিকালবেলা তাঁরা বলছেন, তাঁরা নেই। ধরুন কমিটি ঘোষণা হচ্ছে সকালবেলা, যাঁদের নাম ঘোষণা হচ্ছে তাঁরা তার আগের দিনই দিল্লি চলে গিয়েছেন। কমিটি ঘোষণা হচ্ছে, যখন যাঁর নাম ঘোষণা হচ্ছে, তখন তিনি হয়তো আমাদের ঘরে বসে রয়েছেন, পদত্যাগ করছেন।' ঋতব্রতের আরও দাবি, কালীঘাট শিবিরের সাংগঠনিক ভিত্তি কার্যত ভেঙে গিয়েছে এবং তাদের ঘোষিত কমিটি বা শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের কোনও বাস্তব গুরুত্ব নেই।

## সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফল চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তে ন্র এজলাস মঙ্গলবার নির্দেশ দেয়, ভবানীপুরের গণনা কেন্দ্রের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও তথ্য বা ফুটেজ মুছে ফেলা যাবে না। আগামী দু'মাস পরে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। শুনানিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, প্রথম ১২ রাউন্ড পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ৭,৮০০ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। এরপর তৃণমূলের এজেন্টদের গণনাকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিপুল ভোটে এগিয়ে যান।

পাশাপাশি মঙ্গলবার ভবানীপুরের ফলাফল সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে কল্যাণ আর্জি জানান, যাতে দ্রুত এই মামলায় নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট, দ্রুত হয় নিষ্পত্তি। এদিনের এই মামলার শুনানি শেষে ভবানীপুরের গণনার কেন্দ্রের যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজের সংরক্ষণের নির্দেশ দেন বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত। সঙ্গে এও জানান, সংরক্ষণ করে রাখতে হবে সমস্ত ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট। আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোনও

### ভবানীপুর গণনা

তথ্য মুছে ফেলা যাবে না বলেও নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচাপতি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে মমতাকে হারান শুভেন্দু। সেই বারও নির্বাচনী ফলকে চ্যালেঞ্জ করে ইলেকশন পিটিশন দাখিল করেছিলেন মমতা। সেই মামলা এখনও বিচারধীন। এরই মধ্যে এবার ভবানীপুরের ভোটের ফলকে চ্যালেঞ্জ করে একই পথে হেঁটেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে সবপক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে এমনটাই নির্দেশ দেন বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত। আগামী দু'মাস পর ফের এই মামলার শুনানি হবে বলেও জানান হাইকোর্টের বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত। শুনানি শেষে মমতার আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন, 'মানুষের ধারণা বদলে দিন। অনেকেই মনে করেন এই ধরনের মামলার নিষ্পত্তি হয় না। সেই ধারণা বদলে দিন। দ্রুত নির্দেশ দিন।'

এর পাশাপাশি এদিন আদালতে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কল্যাণ বলেন, 'বিধানসভা ভোটে কমিশন তাঁকে বিশেষ পর্যবেক্ষক করেছিল। শুধু তা-ই নয়, এসআইআর পর্বেও পর্যবেক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁর পর্যবেক্ষণে ভবানীপুর বিধানসভায় ৪৪ হাজারের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। আমার মক্কেল ১৩ হাজার ভোটে হেরেছে।'

এদিকে মঙ্গলবারের শুনানির শুরুর আগে বিচারপতি কান্ত মামলাকারীর উদ্দেশে বলেন, 'মামলার মেরিট বা শুনানিতে যাওয়ার আগে আমি একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। আমার দাদা বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র। এ নিয়ে পরে যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, তাই জানিয়ে রাখলাম। এতে কোনও সমস্যা আছে কী?' বিচারপতি এই প্রসঙ্গে এও বলেন, 'এই বিষয়টি জানানো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমি নিজের কর্তব্যবোধ থেকেই বলছি।' বিচারপতির কথা শুনে কল্যাণ জানান, বিচারপতির প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কল্যাণের কথায়, 'বিচারব্যবস্থার উপর আমার আস্থা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে। আমরা আপনার কোর্টে মামলা করেছি। কখনও হেরেওছি। আপনি অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। এই পেশায় থেকে এক জন বিচারপতির প্রতি অবিশ্বাস করা আমার জন্য বিপদের।'

## ঝড়ের রুদ্ররূপে লন্ডভন্ড তিলোত্তমা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মঙ্গলবার দুপুরেই নামে আঁধার। আষাঢ় মাসে কালবৈশাখীর রুদ্ররূপ দেখল তিলোত্তমা। সেইসঙ্গে কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল। সেই পূর্বাভাস মিলিয়েই এদিন দুপুরে বৃষ্টি নামে শহরজুড়ে। বৃষ্টির সঙ্গে ছিল প্রবল ঝড়। ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার বেগে কালবৈশাখীর দাপট।

এদিকে সোমবার খুব বেশি বৃষ্টি হয়নি কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতেও বৃষ্টির পরিমাণ কমই ছিল। রাতে হালকা কোথাও কোথাও হলেও মঙ্গলবার সকাল হতেই ফের গরম ও অস্বস্তি বাড়তে শুরু করে। তবে কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা ছিল। এদিকে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে সঙ্গে ছিল ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। আকাশ কালো করে মঙ্গলবার দুপুর থেকে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রায় সব জেলায়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে বাজ পড়তে শুরু করে। বজ্রপাতের কারণে রাজ্য জুড়ে হতাহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন। কোচবিহারে বাজ পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন। ঝড়ের দাপটে ধর্মতলা, মৌলালি-সহ কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় ভেঙে পড়েছে গাছ। তার জেরে ব্যাহত হয় যান চলাচল। বিপাকে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও ঝেঁপে নামে বৃষ্টি। ঝড়-বৃষ্টির জেরে বেশ কিছু রাস্তায় জল জমে। রাস্তায় রাস্তায় ভেঙে পড়ে গাছ। হাইকোর্ট চত্বর, পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা থেকে কলেজ স্ট্রিট সর্বত্র একই ছবি। সূত্রে খবর, গাছ ভেঙে পড়ে প্রচুর গাড়িও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের খবর, নিম্নচাপ অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরে উত্তরবঙ্গের দিকে। রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত মৌসুমী অক্ষরেখা অবস্থান করছে। আর এটি উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে। এর জেরে বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। তবে দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির কারণে গরম কমলেও অস্বস্তি বাড়বে। বিক্ষিপ্ত বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি চলবে। বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। বৃষ্টি না হলে গরম ও অস্বস্তি হবে। তবে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা আবার বাড়বে। এরপর সপ্তাহ শেষে বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে। বৃহস্পতি শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে। আপাতত বজ্র বিদ্যুৎ -সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ উইকেন্ডে ফের বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## বিজ্ঞপ্তি

**In the Court of District Delegate (Civil Judge Sri Divn) at Krishnagar Succession Case No. 14/2025**

...Petitioner.

1. Sohagi Bibi@Sohagi Bewa @Sohagi Sekh w/o Late Rasul Shaikh
2. Jan Mahemmad sekh@ Janmahammed sk s/o Late Rasul shaikh Both of vill. Jompukur, Station Para. Po. Debagram, P.s. Kalijang, Dist Nadia. West Bengal, PIN-741137.

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মৃত Rasul Shaikh S/o Late Dhanman Shaikh, Vill- Jompukur, P.o. Debagram, P.S. Kalijang. Dist. Nadia এর অধিবাসী উপরোক্ত ওয়ারিসদ্বয়কে রাখিয়া গত ইংরাজী ১০.১২.২০১৭ তারিখে মারা যান। তিনি Eastern Railway এর ex-employee ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত sehedule-এ-কিছু অর্থের Succession Certificate an পাইবার জন্য উপরোক্ত ওয়ারিশরা এই মোকর্দ্দমা করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

**Sehedule**

SL NO. 1, Debtors:. Particulars of Debtors and Securities.: Leave Salary RS-2,37,584, GIS money Rs. 32,884, DERG Money RS. 3,04,920-, Total RS-5,75,388

আদেশানুশারে
রাজনারায়ণ ব্যানার্জ্জী
সেরেস্তাদার
কৃষ্ণনগরের ডিস্ট্রিক ডেলিগেট
সিভিল জজ (সিনি ডিভি) ১ম
আদালত, নদীয়া।

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

কার্তিক দাস ওরফে কার্তিক চন্দ্র দাস, S/o- অমর দাস, সাং- ক্ষিদিরপুর, পোঃ- বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশীপাড়া, নদীয়া, Pin- 741126, বিগত ইং 2025 সালে I নং বহির ৫০২৮ নং আমমোক্তার-নামা দলিল মূলে তপন দত্ত, S/o- তিনকড়ি দত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করে। উক্ত আমমোক্তারনামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা- নদীয়া, থানা- নাকাশীপাড়া, মৌজা- ৪৮ নং ক্ষিদিরপুর, দাগ নং - ৪৪/১৪৫৫, পরিমাণ- ২৫ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনঅনুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার জন্য ৩০ দিনের মধ্যে বেথুয়াডহরী A.D.S.R ও B.L. & L.R.O অফিসে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন। ইতি- (i) তপন দত্ত, S/o- তিনকড়ি দত্ত, সাং- আদোমপোতা, পোঃ - তেঁতুলবেড়িয়া, Pin- 741126, (ii) সবিতা ঘোষ w/o- ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সাং- কাঁঠালবেড়িয়া, পোঃ- বেথুয়াডহরী, নাকাশীপাড়া, নদীয়া, Pin- 741126 (iii) প্রদীপ ঘোষ, S/o- লক্ষণ ঘোষ, সাং- মহিষালপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, Pin- 741101

## ब-अदालत, मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, राँची मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या-536/2024

**तजुमन निशा वगेरह .....आवेदकगण**
**बनाम**
**निशा कुमारी वगैरह .....विपक्षीगण**
**नोटिस बनाम**

नेहा कुमारी, पति- चंद्र बाली रॉय, निवासी- 95, जोधपुर गार्डन, जिला-कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700045.

बजरिये इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 19/04/2024 को आपके मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार जिसका निबंधन संख्या WB06K 9659, से वारिक मंसुरी, पिता शराफ़त मंसुरी, निवासी ग्राम-छोटकोलमा, अदलहाटू, थाना-बुंडू, जिला-रांची, झारखण्ड-835204 की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जिसका एफ.आई.आर.नं. बुंडू थाना काण्ड संख्या 49/2024 है। आवेदक ने आपके विरुद्ध 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रतिकर हेतु उपरोक्त वाद दाखिल किया है जो आपकी उपस्थिति हेतु लम्बित है। नजारत एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपके विरुद्ध नोटिस तामिल नहीं कराया जा सका।

अतः इस सूचना के माध्यम से आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 10/08/26 को पूर्वाहन 10:00 बजे आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे अन्यथा वाद की सुनवाई आपके विरुद्ध एकपक्षीय की जाएगी। इसे सख्त ताकिद जाने।

आज दिनांक 19/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मोहर से जारी किया गया।

**पीठासीन पदाधिकारी**
**मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण, राँची**

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৪শে জুন, ৯ ই আষাঢ়, বুধবার। দশহরা। দশমী তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

**বৃষ রাশি :** যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

**সিংহ রাশি :** মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** G/M নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত আজ। সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

**তুলা রাশি :** A/ K নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত আজ। সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

**ধনু রাশি :** K/ M নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত আজ। বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**মকর রাশি :** P/ L নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত আজ। ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** শিক্ষা ও কর্ম র প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

**মীন রাশি :** সচেতন হতে হবে। প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**(দশহরা তিথি। মা মনসাদেবীর পুজো। দশবিধ পাপক্ষয়। শ্রী শ্রী গঙ্গা পুজো। শ্রী শ্রী বটুক ভৈরব দেব আবির্ভাব তিথি ।)**


ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।


## AFFIDAVIT

I, REHANA BADGUJAR W/O Shakil Ahmed Badgujar and D/O Haroon Bhati permanent resident of 16, Armenian Street, P.O. - Burrabazar, P.S. - Burrabazar, Kolkata - 700001 do hereby declare vide affidavit no. 1399 dated 17.06.2026 before the Learned Judicial Magistrate at Kolkata that my actual name is REHANA BADGUJAR and it is recorded in my Aadhaar, PAN Card and Certificate of Marriage but in my Voter Card bearing no. YMQ1568799 and in my bank passbook of Kotak Mahindra Bank at Amratala Branch, my name has been recorded as REHANA BEGUM. REHANA BADGUJAR and REHANA BEGUM is the same and one identical person.

## CHANGE OF NAME

I, Sharmistha Mallik, W/o. Tapas Kumar Pan, R/o. Vill Natungram, P.O. & P.S. Mogra, Dist. Hooghly, W.B. Pin 712148, do hereby declare that I have changed my name from Sharmistha Mallik to Sharmistha Pan Mallik and henceforth I shall be known as Sharmistha Pan Mallik in all purpose, vide an affidavit no. 5139 sworn before the S.D.E.M., Serampore, Hooghly Court on 04/04/2023. I, Sharmistha Pan Mallik & Sharmistha Mallik, both are the same & one identical person.

## নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 23/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 15135 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhendu Mallick ও Suvendu Mallick S/o. Biswanath Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10409 নং এফিডেভিট বলে আমি Ratan Nandy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jatindranath Nandy ও G. N. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 17/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 14664 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajendra Singh & Rajender Singh S/o. Nathe Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 15131 নং এফিডেভিট বলে আমি Obedar Rahaman Mondal S/o. Late Abedar Rahaman Mondal ও Sk Obedar Rahman S/o. Late Sk Abedar Rahman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9860 নং এফিডেভিট বলে আমি Kakali Biswas D/o. Lt. Maheswar Biswas W/o. Arnab Kumar Nandi ও Kakali Biswasnandi W/o. A. Kr. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10032 নং এফিডেভিট বলে আমি Hindol Bandyopadhyay S/o. Tapan Kumar Bandyopadhyay ও Hindal Bandyopadhyay S/o. T. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি, Dipa Vadgama, D/o. Nileshbhai Vadgama, গত ইংরাজীর 18/06/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া নাম পরিবর্তন করিয়া Ayesha Sheik নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 19/06/2026 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 18296 নং এফিডেভিট বলে Ayesha Sheik ও Dipa Vadgama, হাল সাকিম বক্কেশ্বর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০২, পঃবঃ, স্থায়ী সাকিম জয় সোসাইটি, স্ট্রীট নং ৮, অপজিট সত্যম কলোনী, জামনগর, গুজরাট-৩৬১০০৬, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/02/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 4571 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk Niyamat Ali S/o. Sk Surat Ali, সাকিম পাইকাড়া, ছোটসরসা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sekh Kousar Ali) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. B-2017; 19-02951-000254) আমার সঠিক নাম Sk Niyamat Ali-এর পরিবর্তে Sekh Niyamat Ali লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sk Niyamat Ali ও Sekh Niyamat Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Sumana Das D/o. Sudeb Das গত ইং 20/06/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sumana Khatun D/o. Sudeb Das নামে পরিচিত হইয়াছি। 23.06.2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 2506 নং এফিডেভিট বলে Sumana Khatun ও Sumana Das D/o. Sudeb Das, R/o. Mahisha, Machhlandapur, Kumra Kashipur, Habra, North 24 Parganas-743271, W.B., presently R/o. Dwarpara, Panchpara, Balagarh, Hooghly-712501, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 15080 নং এফিডেভিট বলে আমি Kuruni Das W/o. Dilip Das, সাকিম বিশপাড়া, নয়াসরাই, মগরা, হুগলী-৭১২৫১৩, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kuruni Das W/o. Dilip Das, Kuruni Bibi W/o. Dilip Das & Kuruni Bibi D/o. Saburali Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং বর্তমানে আমার সঠিক নাম Kuruni Das W/o. Dilip Das, যাহা এই এফিডেভিট বলে আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

## সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল শ্রী অরবিন্দ ধর, প্রান্ত ধর এবং পাপড়ি ধর সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৮ ডেসিমেল, আরএস/এলআর দাগ নং ১৩৭১, আরএস খতিয়ান নং ১২০৭ এবং এলআর খতিয়ান নং ২৭৫৮, জেএল নং ৯, মৌজা- বামনপুকুর, থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, মায়াপুর বামনপুকুর -১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এর এক মূল প্রাক দলিল এডিএসআর নবদ্বীপ এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬, পৃষ্ঠা ৯৭ থেকে ১০২, দলিল নং ১১৫৫-২০০১ সালের, হারিয়ে/ স্থানান্তরিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্থানান্তরিত/হারিয়ে উক্ত দলিল সম্পর্কে কোতোয়ালি কেপিডি নদিয়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ২০৮০ তারিখ ৩০.০৫.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।

যেকোনও ব্যক্তি বা কোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং /বা স্বার্থ থাকলে উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে ৭দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করুন ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

## Marriage Certificate

My Client Animesh Biswas, date of birth 5th Sep, 1997 & pass port no-w5200814, of permanent address: Gabarkuli Dhubulia TB Hospital, Dhubulia, Nadia, pin- 741140, West Bengal, india, got married to shiuli mondal date of birth 1st Jan 2002,of permanent address: village -kakuibunia P.O- pat-gati-8121,p.s- tungipara dist-gopalganj bangladesh. And their marriage was solem-nized on 7th may 2026 at shree shree dhakeshwari national temple (melangon) dhaka,bangladesh, mobile no. 8116958197.

**Advocate**
**(Swapna Mondal)**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) শ্রীমতি বিমলা সাউ, মৌজা- গৌরহাটি-চাঁপদানী, হাল দাগ ৪৪০৩ ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী হরি শঙ্কর পাঠক ও জ্ঞান নায়ক পাঠক এর নিকট হইতে বিক্রয় কোবালা দলিল নং ১৩৭৮/ ২০২৬ প্রাপ্ত হয়েন এবং ২) আরতী দেবী চৌধুরী, মৌজা- গৌরহাটি-চাঁপদানী, হাল দাগ ৪৪০৩ ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী হরি শঙ্কর পাঠক ও জ্ঞান নায়ক পাঠক এর নিকট হইতে বিক্রয় কোবালা দলিল নং ২৩৫/ ২০২৬ এ প্রাপ্ত হয়েন যাহা ঐ দুটি দলিলের বিক্রেতাগণ শ্রী হরি শঙ্কর পাঠক ও জ্ঞান নায়ক পাঠক ২৪/ ১১/ ২০২৫ তারিখে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির ০৬০৪-২০২৫ ভ্যলুমে ৭১২৭২-৭১২৮৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ০৩৩৫৬/ ২০২৫ নং দলিল মূলে আমমোক্তার নামা হিসাবে শ্রী শিউলাল চৌধুরী মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপণের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে।

**সৌমদীপ সরকার (অ্যাডভোকেট)**
**Hooghly District Judges' court**

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমরা ১) শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য, পিতা- দিলীপ ভট্টাচার্য, সাং - মহিষাল পাড়া লেন, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০১, ২) শ্রী সুদীপ রায়, পিতা- মৃত প্রদীপ কুমার রায়, সাং - আর. এন. ঠাকুর রোড, আনন্দময়ীতলা, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০১-জেলা - নদীয়া, থানা- কোতোয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার বর্তমান মালিক পঃ বঃ সরকার পক্ষে নদীয়া জেলা কালেক্টর সাহেবের সেরেস্তার অধীন লিখিত সাবেক ৫৫২৬নং এল. আর. ২৮১৩৫ নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস. ৮৮৪৮ নং এল. আর. ১১৭৪৫ নং দাগে ০.০৩৩ একর বা ০৩.৩০ শতক সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তফেল দর্জি লেনস্থিত ২০ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী- ১১.১১.২০১১ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩২৩/২০১১ নং রেজিষ্ট্রিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী সুব্রত কুমার সাহা, পিতা- মৃত সুকুমার সাহা, সাং - দর্জি পাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০১- মহাশয়-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমরা শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য ও শ্রী সুদীপ রায় গত ইং- ১৮.০১.২০১২ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬০৫/১২ নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে শ্রী দিব্যেন্দু কর, পিতা- শ্রী সুনীল কর, সাং - ময়ূরহাট, পোঃ - নতুনগঞ্জ, থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান- মহাশয়-কে উপরিউক্ত দাগে ০.০৩৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। তৎপর দিব্যেন্দু কর মহাশয় গত ইং- ০১.০৩.২০১৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৩১০/১৩ নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে ১) শ্রী গোবিন্দ বালো, পিতা- ধীরেন্দ্রনাথ বালো, ২) শ্রীমতি পম্পা বালো, স্বামী- শ্রী গোবিন্দ বালো, সাং - তারকগঞ্জ, পোঃ - তারকগঞ্জ, থানা- মুরুটিয়া, জেলা- নদীয়া- কে উপরিউক্ত দাগে ০.০৩৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করেন। এক্ষণে গোবিন্দ বালো ও পম্পা বালো স্থানীয় কৃষ্ণনগর -১ বি. এল. এণ্ড এল. আর. ও অফিসে নামপত্তন করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি. এল. এণ্ড এল. আর. ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমাদের বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিতে মহাশয়ের নিকট আজ্ঞা হয়।

ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত- Prasenjit Das, Advocate, Krishnanagar Judges' Court, Nadia En. No. WB-2486/1999

## NOTICE

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, রাজারহাট থানার অধীনস্থ হুদরাইত মৌজায় অবস্থিত পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে এলআর খতিয়ান ১১৩০-এর অধীনে আরএস দাগ ৯০ (১৯ ডেসিমেল) এবং আরএস দাগ ১২৩ (১৭ ডেসিমেল)-এর অন্তর্ভুক্ত ৩৬ ডেসিমেল জমির পরিমাপযুক্ত ২০১৬ সালের ১৫০২০০৮৮৯ নং, বই নং ১, খণ্ড নং ১৫০২, পৃষ্ঠা ২১২৩৬ থেকে ২১২৫২ পর্যন্ত ৭. ৮. ২০১৬ তারিখের নিবন্ধিত স্বত্ব দলিলের মূল কপি এবং ২০০৬ সালের ১৫০২০৫৮৯৩ নং, বই নং ১, খণ্ড নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ২১ পর্যন্ত ১২.৪.২০০৬ তারিখের আরেকটি দলিল, যার পরিমাপযুক্ত ৪৯.৪২ ডেসিমেল জমির পরিমাপযুক্ত আরএস দাগ ১০২ (৩. ৫ ডেসিমেল) এবং আরএস দাগ ১০৪ (১২.৬৭ ডেসিমেল)-এর অন্তর্ভুক্ত, এই দলিলের মূল কপি উপলব্ধ আছে। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা (উত্তর) জেলার রাজারহাট থানার অন্তর্গত হুদারাইত মৌজায় অবস্থিত আরএস খতিয়ান ৩৬৯, ২৮১, ৭৫, ৫৫২, ৯৭, ৫০২, ৬২, ৬৪-এর অধীনে আরএস দাগ ৯১ (৩ দশমিক), আরএস দাগ ৯২ (৩. ২৫ দশমিক) এবং আরএস দাগ ১১৮ (২৭দশমিক) নম্বরের নথিগুলো পাওয়া গেছে। উক্ত নথিটি না পাওয়ার কারণে সকলকে কোনো নথি বহন না করার জন্য জানানো হচ্ছে। রাজারহাট থানায় জিডিই নং ১৫৮৭, তারিখ ২৭. ৫. ২০২৬ হিসেবে একটি জেনারেল ডায়েরি (জিডিই) দাখিল করা হয়েছিল। সম্পত্তির মালিক মেসার্স স্বদেশ এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড আমার মক্কেল। যদি কারও কাছে উল্লিখিত সম্পত্তির উল্লিখিত মালিকানা দলিল বা উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো লেনদেন সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে গণবিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে অধঃস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় কোনো লেনদেন হয়ে থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধীমান ব্যানার্জী
উকিল
হাইকোর্ট, কলকাতা।
(এম) ৮৬২১৯৮৭৩৭২

## বিজ্ঞপ্তি

**ইন দি কোর্ট অফ লারনেড সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন (২য় কোর্ট) সদর হুগলী।**
**রেফা: টি, এস, নং - ১৬১/২০১৮**

**দরখাস্তকারী: রুনা খাতুন দীং**, পিতা মৃত আনোয়ার আলি, সাকিম- রাজহাট, উত্তরপাড়া, পোঃ রাজহাট, থানা - পোলবা, জেলা - হুগলী।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এইমর্মে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং পার্টিশান মোকর্দ্দমা আমার মক্কেল **রুনা খাতুন** ও অপরাপর বাদীরা যৌথভাবে বিবাদীদের বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন। পরবর্তী সময়ে আমার মক্কেল **রুনা খাতুন** সহ অপরাপর বাদীরা ২ হইতে ৬ নং মোকাবিলা বিবাদী গণকে পক্ষভুক্ত করেন। উক্ত ২ হইতে ৬ নং মোকাবিলা বিবাদীরা হইলেন যথা **২ সেখ হানিফ**, পিতা সেখ ফকির, **৩ রাবেয়া বিবি**, পিতা সেখ ফকির, **৪ রিজু বিবি**, পিতা সেখ ফকির, **৫ রাজীব আলি**, পিতা বেকার আলি ও **৬ সেখ সঞ্জয়**, পিতা বাকের আলি, সর্বসাং ও পোঃ - রাজহাট, থানা - পোলবা, জেলা- হুগলী হইতেছে। উক্ত মুকাবিলা বিবাদীগণকে এইমর্মে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **রুনা খাতুন** সহ অপরাপর বাদীরা নিম্ন তপশীল লইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে একটি পার্টিশান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে আপনাদের যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় মক্কেলের বরাবর একতরফা শুনানী হইবে।

**তপশীল** : - জেলা হুগলী, থানা - পোলবা, মৌজা-রাজহাট, জে, এল, নং - ৬৫, হাল এল, আর, খতিয়ান নং, ২১২৬, ২১৫৮, ২১৫৭, হাল এল, আর, দাগ ১৮৮, ২১৭, ২১৯, ৩১৫, ৪০০, জমির প্রকৃতি ভিটি, বাস্তু, কলাবাগান, ডাঙ্গা। এবং ঐ মৌজায় এল, আর, দাগ নং ১৮১ ও ১৮৪, যাহা রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত।

**দরখাস্তকারীর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু- সুমিত কুমার অধিকারী**

আদালতের অনুমত্যানুসারে
**পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)**
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন
(২য় কোর্ট) হুগলী

## আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী দিলীপ সাউ, ২)শ্রী অশোক কুমার সাউ, ৩)শ্রী হীরা লাল সাউ**, সকলের পিতা ৺দেবা সাউ, সকলের সাকিম ৪১ নং গোরাচাঁদ রোড, এ্যান্টালী, বেনিয়াপুকুর, কোলকাতা-৭০০০১৪, মহাশয়গণ বিগত ইং ২১/১২/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00184/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী অরুন সরকার**, পিতা ৺দুলাল সরকার, সাকিম ১৩৩/৩ বি.এম. রোড, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী অরুন সরকার** মহাশয় দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ বিগত ইং ১২/০৮/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-05603/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ববিতা দাস সিং**, স্বামী শ্রী প্রশান্ত কুমার দাস, পিতা ৺কেদার নাথ সিং, সাকিম ৫৯১/২৭৭/৫ জি.টি.রোড, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়াকে ০৮ ছটাক ১৮ বর্গফুট সম্পত্তি এবং ২)I-05604/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী গৌরী দেবী সিং**, স্বামী ৺কেদার নাথ সিং, সাকিম স্বামীজী ক্লাব, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, মহাশয়াকে ০৮ ছটাক ১৮ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **১)শ্রীমতী ববিতা দাস সিং ও ২)শ্রীমতী গৌরী দেবী সিং**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই যৌথ ভাবে, বিগত ইং ৩০/০১/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00368/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী রমাকান্ত পানিগ্রাহী**, পিতা রবি নারায়ণ পানিগ্রাহী, সাকিম ৪/১৫, ডালহাউসি কুলি লাইন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে উক্ত ০১ কাঠা ৩৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা শ্রীরামপুর, মৌজা দীর্ঘাঙ্গ, ৪ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ২২৬ নং তথা হাল এল.আর. ২৭৮০ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ১৩৬৬ নং তথা হাল এল.আর. ১৪৪৪ নং দাগে শালি জমি ১ কাঠা ৩৬ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী রমাকান্ত পানিগ্রাহী**, পিতা রবি নারায়ণ পানিগ্রাহী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও শ্রীরামপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

**Deo Kumar Prasad (Advocate), Chandernagore Court, Hooghly**

## ब-अदालत, मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, राँची मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या-103/2025

**शिवलाल मुंडा वगैरह .....आवेदकगण**
**बनाम**
**राज कुमार रस्तोगी वगैरह .....विपक्षीगण**
**नोटिस बनाम**

राज कुमार रस्तोगी, पिता-राम निवास रस्तोगी, निवासी-HIG-7A, ग्रीनफील्ड एंबिशन, VTC: एक्शन एरिया 2, पो न्यू टाउन एक्शन एरिया 2, जिला उत्तर 24 परगनास, पश्चिम बंगाल-700161, वर्तमान में-H/J-3, हार्दिक मेंशन, राजरहाट रोड, देशबंधु नगर, बागियाती, उत्तर 24 परगनास, पश्चिम बंगाल-700059.

बजरिये इस नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/12/2024 को आपके मिक्सर जिसका निबंधन संख्या WB25N 2896, से अजय कुमार मुंडा, पिता शिवलाल मुंडा, निवासी ग्राम मक्का पिपरा टोला, पो.-मक्का, थाना-बुरमू, जिला-रांची, झारखण्ड-835214 की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जिसका एफ.आई.आर. नं. नामकुम थाना काण्ड संख्या 07/2025 है। आवेदक ने आपके विरुद्ध 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रतिकर हेतु उपरोक्त वाद दाखिल किया है जो आपकी उपस्थिति हेतु लम्बित है। नजारत एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपके विरुद्ध नोटिस तामिल नहीं कराया जा सका।

अतः इस सूचना के माध्यम से आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 12/08/26 को पूर्वाहन 10:00 बजे आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे अन्यथा वाद की सुनवाई आपके विरुद्ध एकपक्षीय की जाएगी। इसे सख्त ताकिद जाने।

आज दिनांक 08/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मोहर से जारी किया गया।

**पीठासीन पदाधिकारी**
**मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण**

## PUBLIC NOTICE

That my client Md. Sahid lost the Original Sale Deed vide No. 846/2007 registered at DSR Burdhaman dated 26/06/2007 which was in his custody. GDE lodged at BudBud PS Vide GDE No.599, Dated 18/05/26. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 07 days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra
Advocate
Insta Legal Services
Mobile : 8777407081

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন**, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি**, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত**, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল**, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস**, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন**, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,**
**ডি. বালা**, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার**, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
**সুরজিৎ মাইতি**, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

**শ্যাম কমিউনিকেশন,**
**দেবব্রত পাঁজা**, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি,**
**শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক**, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি**
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

**শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,**
**রেখা দাস**, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস সলিউশন,**
**অমিত কুমার দাস**, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

**বীরভূম**

**সংবাদ সারাদিন,**
**মৃণালজিৎ গোস্বামী**, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

**মিডিয়া হাউস,**
**প্রঃ- পরিতোষ দাস**, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

**লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,**
**প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল**, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

**A2Advantage Ad Agency.**
**শেফালী আচার্য্য**, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

**মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,**
**অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট**, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪**, maatara.adagency@gmail.com

**পুরুলিয়া**

**অরিজিৎ সেন**, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

**হাওড়া**

**ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ**, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩০০৬৬৯৫১৮**

**বালি ফটোকপি সার্ভিস,**
**সন্দীপ দে**, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

**বর্ধমান**

**স্টুডিও তানিয়া,**
**গোপীকান্ত চক্রবর্তী**, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

**রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী**, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

**দূরভাষিনী**
**গান্ধী মার্কেট**, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০ **ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪**

# টিকিয়াপাড়ায় রেলের জমিতে উচ্ছেদ অভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** টিকিয়াপাড়ায় রেলের জমি অবৈধ দখলমুক্ত করতে মঙ্গলবার সকালে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল কর্তৃপক্ষ। এই অভিযানে স্থানীয় থানার পুলিশ, আরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় রেললাইনের ধার দিয়ে ওঠা অবৈধ ঝুপড়ি ও একাধিক দোকান। পূর্ব রেলের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি দখলের কারণে গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল এবং এর প্রভাব সরাসরি ট্রেন চলাচলেও পড়ছিল।

রেল ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের টিকিয়াপাড়া থেকে হাওড়াগামী লাইনের পাশের বিস্তীর্ণ জমিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ১০০টি পরিবার বসবাস করছিল। রেলের অভিযোগ, একাধিকবার নোটিস দিয়েও ওই জমি খালি করানো সম্ভব হয়নি। আগের সরকারের স্থানীয় নেতারা এর আগের উচ্ছেদ অভিযানে বারবার বাধা দিয়ে এসেছে। এরপরই নতুন সরকার তৈরির পর ফের মঙ্গলবার রেল কর্তৃপক্ষ এই অবৈধ ঝুপড়ি ও দোকান উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়।

মঙ্গলবার সকালে উচ্ছেদ অভিযানে নামার আগে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। রেল ও আরপিএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবৈধভাবে দখল করে রাখা ঝুপড়ি ও কাঠামো স্বেচ্ছায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদেরকে পর্যাপ্ত সময়ও দেওয়া হয়েছিল। যদিও তাতেও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়ায় অগত্যা রেলকে বুলডোজার নামাতে হয়।

জেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অবৈধ ঝুপড়ি, অস্থায়ী দোকান এবং অন্যান্য কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়। এই অভিযানকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তারজন্য গোটা এলাকা জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, রেললাইনের ধারে থাকা বহু নর্দমার উপরেই গড়ে উঠেছিল অধিকাংশ ঝুপড়ি। ফলে বর্ষাকালে নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার করা সম্ভব হত না। আর এর জেরে অল্প বৃষ্টিতেই রেলের লাইনে জল জমে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতো। সেই সমস্যা দূর করতেই মঙ্গলবার এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।

যদিও উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির একাংশের অভিযোগ, বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই তাদের মাথার উপর থেকে ছাদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রেলের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই নোটিস দিয়ে জমি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অবৈধভাবে রেলের জমি দখল করে রাখা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহে দমদম, হাওড়া, কৃষ্ণনগর-সহ একাধিক স্টেশন চত্বরে অবৈধ দোকান ও দখলদারির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে রেল। তবে মঙ্গলবার টিকিয়াপাড়ায় অবৈধ ঝুপড়ি উচ্ছেদের ঘটনা নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

# নবনীতা দেবসেনকে নিয়ে পিএইচডি গবেষণা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রফেসর স্বপনকুমার মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে আরও একটি গবেষণার কাজ সুসম্পন্ন হল। গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'নবনীতা দেব সেনের কথাসাহিত্যে নারীবিশ্ব বহুমাত্রিক পরিচয়'। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও নারীরা আজও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারে শাসিত ও শোষিতের শিকার হয়ে থাকে। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যে নবনীতা দেব সেনের বলিষ্ঠ নারীকণ্ঠ নারীবাদী চেতনাকে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক করে তুলেছে। সেদিক থেকে রিবা দত্তের গবেষণাকর্মটি একেবারে

সময়োপযোগী এবং তীব্র আবেদনক্ষম। মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত নবনীতা দেব সেনের সাহিত্যে নারী ভাবনার বহুমুখী পরিচয়ের বিষয়টি গবেষক সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

# বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরে সাড়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরতির পর ফের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অস্ত্রোপচার শিবিরের আয়োজন করল শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সোসাইটি। গত রবিবার শরৎ বসু রোডে আয়োজিত এই শিবিরে ১০৫ জনেরও বেশি মানুষ চোখ পরীক্ষা করান বলে সোসাইটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এছাড়াও সংস্থার প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে জানান হয়েছে, এমপি বিড়লা চক্ষু চিকিৎসালয়ের সহযোগিতায় আয়োজিত এইবারের শিবিরে মোট ২৫ জনকে ছানি অস্ত্রোপচারের জন্য নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৬০ জন ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চশমাও দেওয়া হবে। শুধু তাই নয় অস্ত্রোপচার-পরবর্তী প্রয়োজনীয় কৃত্রিম লেন্স, ওষুধ, কালো চশমা এবং রুগ্নদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থাও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসালয়ের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হবে বলেই সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

# একদিনের প্রদর্শনী নয়, সারা বছরের অভ্যাস হোক যোগ: আচার্য জয়ন্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যোগের গুণাগুণ নিয়ে ইতিমধ্যেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। আর এই যোগচর্চাকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলার আহ্বান জানালেন সচ্চিদানন্দ যোগাশ্রমের আচার্য জয়ন্ত ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, বছরে একটি নির্দিষ্ট দিনে যোগাসনের প্রদর্শনীর চেয়ে প্রতিদিনের নিয়মিত অনুশীলনই মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রকৃত চাবিকাঠি।

যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে রাজ্যবাসীর মধ্যেই যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে, তাকে ইতিবাচক প্রভাব বলেই মনে করছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টাচার্য বলেন, যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল আনুষ্ঠানিকতা পালন নয়, বরং জীবনযাপনের সঙ্গে একে স্থায়ীভাবে যুক্ত করা। তাঁর মতে, নিয়মিত যোগাভ্যাস মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলে এবং শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এদিন তিনি যোগের একটি বিশেষ শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি 'নেতি ক্রিয়া' নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। আচার্যের দাবি, সঠিক নিয়মে এই ক্রিয়ার অনুশীলন সাইনাস-সহ নাক, কান ও গলার বিভিন্ন সমস্যায় উপকারী হতে পারে। একই সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উন্নত করতেও এটি সহায়ক বলে তিনি উল্লেখ করেন। আচার্য ভট্টাচার্য জানান, দীর্ঘ বিরতির পর এ বছর ফের তাঁদের উদ্যোগে যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুদের মনোসংযোগ বৃদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তির উন্নতিতেও ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে।

# পাথর খাদান থেকে দুবাইয়ে টাকা পাচারের অভিযোগ

## বিধানসভায় অভিষেককে নিশানা শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বীরভূমের পাথর খাদানকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও বিদেশে অর্থ পাচারের বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের জবাবি বক্তৃতায় তিনি সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বীরভূমের পাথর খাদান থেকে বেআইনি ভাবে পাথর উত্তোলন ও পাচারের মাধ্যমে বছরে প্রায় ১১০০ থেকে ১২০০ কোটি টাকা লুঠ হয়েছে। সেই অর্থ কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে সরাসরি দুবাইয়ে পাঠানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিধানসভায় শুভেন্দু বলেন, বীরভূমের পাথর খাদানকে কেন্দ্র করে যে আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য সরকারের হাতে রয়েছে। তাঁর দাবি, এই চক্রের মাধ্যমে বছরের পর বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ রাজ্যের বাইরে এবং বিদেশে পাচার করা হয়েছে। বক্তৃতায় তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় তৃণমূলের 'যুবরাজে'র নাম উল্লেখ করে বলেন, এই দুর্নীতির প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা, তা রাজ্যের মানুষ জানেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, পাথর খাদান থেকে অবৈধভাবে উত্তোলিত খনিজ সম্পদের উপর সরকারি রাজস্ব আদায় হয়নি। বরং সেই অর্থ একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক চক্রের হাতে গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'বছরে ১১০০ থেকে ১২০০ কোটি টাকা ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে দুবাই পৌঁছেছে।' যদিও এই অভিযোগের সমর্থনে তিনি বিধানসভায় কোনও নথি প্রকাশ করেননি। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের অন্যতম আলোচিত পাথর খাদান দুর্নীতিকে ফের সামনে এনে তৃণমূল নেতৃত্বকে চাপে ফেলতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী।

# পুরনো বোতলে নতুন মদ

## নয়া তৃণমূলকে কটাক্ষ শমীকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুরনো বোতলে নতুন মদ। মুখ বদলালেই চরিত্র বদলায় না।ক্ষ্ম নিউটাউনে ঘোষিত ঋতব্রতপন্থী নতুন তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে মঙ্গলবার এভাবেই কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ তৃণমূলের রাজনীতিকে ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নতুন মোড়কে সেই রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা সফল হবে না।

নতুন তৃণমূল গঠনের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, মানুষ তাঁদের গ্রহণ করেছে, পরীক্ষা করেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই পুরনো জিনিসকে নতুন বোতলে ভরে সামনে আনা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন কায়েম হয়েছিল। শমীকের কথায়, গত ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গ কার্যত একজনের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়েছে। গণতন্ত্রের জায়গা নিয়েছিল ব্যক্তিপূজা।

তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গেও কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, 'তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূলের সরকার চলে গেছে।'

বাংলার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, 'যেখানে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, সেখানে একজন নেতার হেলিকপ্টার সফরে কোটি কোটি টাকা খরচ হওয়ার বিষয়েও মানুষের জবাব চাইবার অধিকার রয়েছে।'

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করে শমীক বলেন, বাংলায় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিজেপিই মানুষের আশা-ভরসার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের বিভাজন ও সাংগঠনিক টানাপোড়েনকে সামনে এনে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের রাজনীতিতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন তৃণমূলের আত্মপ্রকাশ এবং শাসকদলের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের আবহে বিজেপির এই আক্রমণ রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

# মেসি-কাণ্ডে শতদ্রুর দায়ের করা মামলার শুনানি ২ জুলাই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অরূপ বিশ্বাসের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ বাতিল করার আবেদন নিয়ে শতদ্রু দত্তের দায়ের করা মামলার শুনানি আগামী ২ জুলাই শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলায় যুক্ত সব পক্ষ তাদের বক্তব্যের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের যে সমস্ত রায়কে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছে তা আগামী শুনানিতে কোর্টকে জানাতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত ১০ জুন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের আদালতে সেই মামলার শুনানি হয়। এদিকে এফআইআর-এর উপরে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেয় আদালত। তবে আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, পুলিশ তলব করলে নির্ধারিত দিনে হাজিরা দিতেই হবে অরূপ বিশ্বাসকে। তদন্তে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না। অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে যান শতদ্রু, যিনি ভারতে মেসির 'জিওএটি'র আয়োজক ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার জন্য ৩৮ দিন জেলে থাকতে হয়েছিল শতদ্রুকে। রাজ্যে পালাবদলের পরে অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন তিনি। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ জানান শতদ্রু। ইতিমধ্যেই পাঁচ বার চিঠি দিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় ডাকা হয়েছে অরূপকে। তিন বার হাজিরা এড়ালেও দু'বার হাজিরা দেন। গতকাল, সোমবারও হাজিরা দেন তিনি। জানান, আদালতের নির্দেশ মেনে তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করবেন।

# রাস্তার নাম বদলে কমিটি শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন শহরের রাস্তা, মোড়, পার্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনার নাম পরিবর্তনের পথে এগোতে চলেছে রাজ্য সরকার। বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের জবাবি বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, নামকরণ ও পুনর্নামকরণের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বহু ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সেই কারণেই বিভিন্ন রাস্তা, প্রতিষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম পর্যালোচনা করে নতুন নামকরণের সুপারিশ করবে এই কমিটি। সূত্রের খবর, কমিটির কাজ হবে বর্তমান নামগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনে নতুন নাম প্রস্তাব করা। বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী, জাতীয়তাবাদী নেতা, সমাজ সংস্কারক ও বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নামে বিভিন্ন রাস্তা ও সরকারি স্থাপনার নামকরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হতে পারে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘোষণা শুধুমাত্র প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, এর মধ্যে রাজনৈতিক বার্তাও রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক আমলের নাম পরিবর্তনের যে প্রবণতা দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও তার প্রতিফলন দেখা যেতে পারে। যদিও কোন কোন রাস্তা বা স্থাপনার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনায় রয়েছে, সে বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই কলকাতার একাধিক পরিচিত রাস্তা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে।

কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সরকার। ফলে আগামী দিনে কলকাতার মানচিত্রে একাধিক পরিচিত নাম বদলে যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য নীতিন প্যাটেলের

জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন বিজেপি নেতা ও ক্রীড়া সংগঠক নীতিন প্যাটেল। সামাজিক মাধ্যমে তিনি ড. মুখার্জির আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই সঙ্গে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করার আহ্বানও জানান।

# অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে জমি প্রতারণার মামলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এবার কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে জমি প্রতারণার মামলা। জানা গিয়েছে, প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় এই জমিটি রয়েছে। পরবর্তী সময়ে এক ব্যক্তি তিনি প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ করেন। সেই ঘটনায় বিধাননগর উত্তর থানায় ফরওয়ার্ড করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

এদিকে সূত্রে খবর, শুধু অতীন ঘোষের নামেই নয়, এমনকি, অতীন ঘোষের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী ঘোষ তার নামেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগকারী হোটেল 'দি শোভরাণীর' মালিক। অভিযোগকারীর দাবি, তাঁর কাছ থেকে জোর করে বাড়িসহ জমি কম টাকায় হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যদিও অতীন ঘোষ ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছিল সেটা তাকেই আবার রিটার্ন করে দিয়েছিল বলে জানান তিনি। তবে, সেখানেই শেষ হয়নি ঘটনা। তারপরে আবারও ৫০ লক্ষ টাকা তাঁকে জোর করে পাঠান অতীনরা। এরপরে অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেওয়া হয়। সেই সময় প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছিল বলে অভিযোগ।

এদিকে ছাব্বিশের নির্বাচনে পরাজয়ের পরে অন্য অনেক তৃণমূল নেতার মতোই মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন অতীন ঘোষ। কাশীপুর-বেলগাছিয়ার পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অতীন ঘোষ বলেছিলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকালকার আধুনিক নেতা। তিনি তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসেননি।' এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতার কাশীপুর-বেলগাছিয়া আসন থেকে এবার বিজেপির রীতেশ তিওয়ারির কাছে ১ হাজার ৬৫১ ভোটে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থী অতীন ঘোষ।

অতীন ঘোষ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ নেতাদের অন্যতম। তৃণমূলের দীর্ঘদিনের সৈনিক শুধু নন, তিনি কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রো। তাঁর কাধেই ছিল কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদের দায়িত্ব। অতীতে একাধিক জেলায় পর্যবেক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন অতীন ঘোষ। এই বিশাল হারের কারণ নিয়ে সমালোচনার সুর শোনা গিয়েছিল অতীন ঘোষের গলায়।

# চোখের চিকিৎসায় বিদেশে যেতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিদেশ যেতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত সূত্রে খবর, কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের তরফে মঙ্গলবার আইনজীবী সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চান অভিষেক। এই বিষয়ে সাত দিনের অনুমতি চেয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ।পাশাপাশি উস্কানিমূলক বক্তব্য মামলায় হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা শিথিল চেয়ে আবেদন।

একই সঙ্গে এ-ও জানা গিয়েছে যে, অভিষেকের বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে এমনিতে কোনও বাধা নেই। তবে একাধিক বিচারাধীন মামলায় তাঁর নাম রয়েছে। সেগুলির ক্ষেত্রে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেছে আদালত। এই পরিস্থিতিতে চোখের চিকিৎসার কারণে বিদেশ যেতে চেয়ে আদালতের অনুমতি চাইলেন অভিষেক।

# আমি আসছি জেনেও বাজার পরিষ্কার হয়নি: অগ্নিমিত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** 'আমি আসছি জেনেও বাজারের ভিতর পরিষ্কার করেনি। কতটা বেপরোয়া মনোভাব হলে এমনটা করা যায়!' কাঁকুরগাছি ভিআইপি পুর বাজার পরিদর্শনে গিয়ে মঙ্গলবার এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বাজারের ভিতরে আবর্জনার স্তূপ, অবৈধ ভাবে দখল হয়ে যাওয়া চলাচলের রাস্তা, বেহাল শৌচালয় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের একাধিক কড়া নির্দেশ দেন তিনি।

এদিন সকালে বাজারে পৌঁছেই কাদা, জল জমা এবং গর্তে ভরা রাস্তা নজরে আসে মন্ত্রীর। এরপর বাজারের ভিতরে প্রবেশ করে তিনি দেখেন, সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য নির্ধারিত পথের বড় অংশ দখল করে রাখা হয়েছে। কোথাও ফল, সবজি ও মাছ রাখার বাক্স, কোথাও আবার বাজারের মাঝেই ফেলে রাখা হয়েছে বিভিন্ন সামগ্রী। বাজারের বিভিন্ন অংশে ইঁদুরের উপদ্রব এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশও নজরে আসে তাঁর। এরপরই আধিকারিকদের এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন অগ্নিমিত্রা। বাজারের লোকেদের যাতায়াতের রাস্তা দখলমুক্ত করতে প্রয়োজন হলে পুলিশের সাহায্য নিতেও নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি বাজারের পিছনের অংশে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়ার কথাও এদিন মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, বাজারের একটি অংশে সাইকেল স্ট্যান্ড এবং অন্য অংশে কোল্ড স্টোরেজ তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে দ্রুত ডিপিআর তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, জল জমার কারণ চিহ্নিত করতে হবে এবং বাজার নতুন করে সংস্কার করার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা অধিকারিকদের তৈরি করার নির্দেশও দেন তিনি।

এদিনের পরিদর্শনের সময় বাজারের শৌচালয়ের বেহাল দশা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। উপস্থিত আধিকারিকরা জানান, এখানে সাফাইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীরা নিয়মিত কাজ করেন না। জবাবে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কাজ না-করে, তা হলে তাদের টেন্ডার বাতিল করে নতুন সংস্থাকে দায়িত্ব দিন।' বাজারে অনুমতি ছাড়া লাগানো হোর্ডিং ও বিজ্ঞাপন নিয়েও কড়া অবস্থান নেন তিনি। কর্পোরেশনের রাজস্ব না-দিয়ে কোনও বিজ্ঞাপন রাখা যাবে না বলে জানিয়ে এদিন সব অবৈধ হোর্ডিং সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

মঙ্গলবার পরিদর্শনের পর মন্ত্রী বলেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে বলতে, কিন্তু গত ৫০ বছরে এখানে কার্যত কোনও উন্নয়ন হয়নি। বাজারের ফ্লোর পরিষ্কার হয়নি, নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার হয়নি, ইঁদুরের উপদ্রব কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রায় প্রতিটি দোকান কমন প্যাসেজ দখল করে রেখেছে।' দোকানদারদেরও সতর্ক করে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'নিজের দোকান সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবেন আর সামনে আবর্জনা ফেলে রাখবেন, তা হবে না। দোকানের সামনে ময়লা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের কাছ থেকেই জরিমানা আদায় করা হবে।'

# শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্পেও দুর্নীতির অভিযোগ অভিষেকের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রদ্ধার্ঘ' প্রকল্পেও দুর্নীতির অভিযোগ। বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববির অভিযোগ, 'ডায়মন্ড হারবারের ৭৬ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বার্ধক্য ভাতার নামে প্রতি মাসে হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভিষেক। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কয়েকজনকে কুমিরছানার মতো দেখিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পুরোটাই ভুয়ো, অভিযোগ বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস প্রশ্ন তোলেন, যদি বার্ধক্য ভাতার নামে অভিষেক বছরে ৯১ কোটি টাকা দেন, তা হলে সেই টাকার উৎস কী তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, বার্ধক্য ভাতার তথ্য কোথা থেকে পেলেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ সে ব্যাপারেও। আর এখানেই প্রশ্ন বিজেপি নেতা অভিজিতের যে শ্রদ্ধার্ঘ প্রকল্পে নিয়ে কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে না? এদিকে অভিষেক এও বলেছিলেন ৬৩০০ জন ভলান্টিয়ার প্রতি মাসে টাকা দেবেন প্রায় সাড়ে ৪ হাজার টাক করে। এঁদের তালিকা কোথায় প্রশ্ন তোলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস।

সম্প্রতি ৩ মামলায় জেরার হ্যাটট্রিক হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারেই। জোড়া মামলায় জড়িয়ে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বুধবার সকালে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার মাটি চুরির অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে কালীতলা-আশুতি থানা। অন্যদিকে, রাতেই প্রায় ২৫০ কোটি টাকার আমফান ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগে অপর এফআইআরটি দায়ের হয় বিষ্ণুপুর থানায়। দুটি মামলার ক্ষেত্রেই অভিযোগকারী ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি।

তাঁর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে সরকারি অর্থাৎ খাস জমি থেকে বেআইনিভাবে মাটি কেটে তা

বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তৈরি হয়েছে বিশাল জলাশয়। অভিযোগ, এর জেরে ৫৩ দশমিক ৯৮ একর ভূমি এবং সংলগ্ন জলাশয়ের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অভিযোগ, ২০১৭-র পর থেকে মাটি চুরি শুরু হয়। এর ফলে একটা বিশাল এলাকায় ভূমিরূপ বদলে গেছে। উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে সেই ছবি তুলে ধরেছেন অভিযোগকারী।এই অবস্থায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে বিএনএসের ৭টি ধারায় মামলা রুজু করেছে কালীতলা-আশুতি থানা। খনি ও খনিজ পদার্থ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ভূমি সংস্কার আইন, পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ আইন, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস প্রতিরোধ আইন, এবং জল সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনেও রুজু হয়েছে মামলা।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, সংগঠিত ক্রিমিনাল সিন্ডিকেটের সাহায্যে বিশাল এলাকা জুড়ে অবৈধ ভাবে খনন কাজ চালানো হয়েছে। সাখারিপোতা মেন রোডের পাশে অবস্থিত 'এমএলএ লেক' ও তার লাগোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি এলাকায় ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাটি কেটে বড় মাপের বেআইনি খনন কাজ হয়েছে। অন্যদিকে, আমফানের ত্রাণ দুর্নীতি মামলাতেও পৃথক এফআইআর করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ২০২০ সালের ২০ মে রাজ্যের বুকে আছড়ে পড়ে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমফান। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও সুন্দরবন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভেঙে পড়ে অগণিত বাড়ি। যাদের বাড়ি সমপূর্ণ ভেঙে যায়, তাদের ২০ হাজার টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করে সরকার। ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটির মাধ্যমে ত্রাণের অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, এক্ষেত্রেও প্রায় আড়াইশো কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। পুলিশের দাবি, উপভোক্তাদের তথ্য খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার তালিকাভুক্ত হয়েছে। অনেক সন্দেহজনক উপভোক্তা রয়েছে তালিকায়। একই ফোন নম্বর এবং একই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিকবার ত্রাণের টাকা ঢুকেছে। আবার একটি সমপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি দেখিয়েও একাধিকবার টাকা তোলা হয়েছে। পুলিশের দাবি, সরকারি পোর্টালে দেখা যাচ্ছে, হাজার হাজার অনুমোদিত আবেদনের ক্ষেত্রে সুপারিশকারী হিসেবে নাম রয়েছে নাম জড়িয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিক এবং স্থানীয় বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি-সহ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

## সম্পাদকীয়

# শুল্ক নীতি থেকে ইরানের যুদ্ধ, নিজের ফাঁদে জড়িয়ে নিজের বিপদই বাড়াচ্ছেন ট্রাম্প

যে কোনও বিষয়ে আলটপকা মন্তব্য, সেখান থেকে শুল্কনীতি হয়ে ইরানের যুদ্ধ। নিজের তৈরি করা ফাঁদে ক্রমশ আরও জড়িয়ে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যা অবস্থা তাতে নিজের দেশে তার জনপ্রিয়তা প্রবল বেগে নিচের দিকে নামছে। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হয়ে মাত্র দেড় বছরে বড় বিপদের মুখে ডোনাল্ড ট্রাম্প। কয়েকদিন আগের কথা। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ফ্রান্স সফরে গিয়ে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে নিয়ে রোমান গণমাধ্যমে একটি আলটপকা মন্তব্য করে বসেন। মার্কিন প্রেসি্ডেন্টের দাবি, তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য নাকি বায়না করেছিলেন মেলোনি। মেলোনির পীড়াপীড়িতেই ইচ্ছা না থাকলেও ছবি তোলেন তিনি। এরপরই রোম থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া আসে। ফুঁসে ওঠেন মেলোনও। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, আমার জনপ্রিয়তা নিয়ে না ভাবলেও চলবে। আপনি বরং নিজের জনপ্রিয়তার দিকে নজর দিন। সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরও স্থগিত করে দেন মেলোনি। যা দু'দেশের।পারস্পরিক সম্পর্কে বড় ধাক্কা। এরজন্য নিজের দেশে তুমুল।সমালোচিত হচ্ছেন ট্রাম্প। মার্কিন কূটনীতিকদের মতে এর কোনও দরকার ছিল না। তবে মেলোনির ওই প্রতিক্রিয়ার পরই আসরে নেমে পড়েছে মার্কিন গণমাধ্যমগুলি। তাদের দাবি, খুব একটা ভুল বলেননি মেলোনি। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে গত দেড় বছরে হু-হু করে আমেরিকায় কমেছে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা। চলতি বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে মিড টার্ম ভোট রয়েছে। প্রেসিডেন্টের জন্য সেখানে বড় ধাক্কা খেতে পারে তাদের রিপাবলিকান পার্টি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা ছড়িয়েছে রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যে। একই সঙ্গে গত বছর এপ্রিলে চালু করা তার পারস্পরিক শুল্ক নীতির জেরে ওই সময় থেকে নিম্নমুখী হতে থাকে তাঁর জনপ্রিয়তার সূচক। কারণ, এই সিদ্ধান্তের জেরে আচমকাই বিপুল লোকসানের মুখে পড়েন মার্কিন শিল্পপতিরা। আর সবশেষে ইরান। সেই যুদ্ধে জিতে তিনি দেশবাসীর কাছে হিরো হতে গিয়ে এখন কার্যত মুখ বাঁচাতে সমাধানের রাস্তা হাতড়াচ্ছেন।

## শব্দছক ১৯৮

রবি দাস

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | | ■ | ৩ | ■ | ৪ | ■ |
| ■ | | ■ | ৫ | | ৬ | | ৭ |
| ৮ | | | | ■ | | ■ | |
| ■ | | ■ | ৯ | | ■ | ১০ | ■ |
| ১১ | ■ | ১২ | | ■ | ১৩ | | ১৪ |
| ১৫ | | | ■ | ১৬ | | ■ | |
| | ■ | ১৭ | | | ■ | ১৮ | |
| ■ | ১৯ | | ■ | ২০ | | | ■ |

**পাশাপাশি:** ১. নিদ্রাহীন ৫. পা-চাটা ৮. কাতর নয় যা ৯. অথবা ১২. শরীর ১৩. মত নেই যখন ১৫. পালকি বাহক ১৬. দেবোদ্দেশে পশু হত্যা ১৭. বায়ু ১৮. শঙ্কা ১৯. গন্ধ ২০. দৃষ্টি

**ওপর-নিচ:** ২. রাত্রিবেলা ৩. গুরু-গম্ভীর ধ্বনি ৪. গৃহ ৫. অপরের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ৬. পুচ্ছ ৭. রাত্রি ১০. কামনা বা ছয় রিপুর এক ১১. ছোট মিষ্টি ফল ১২. জেলবন্দী ১৩. ভ্রমর ১৪. ভাবে বিভোর ১৬. অঙ্গের পোষাক ১৮. ওজন

**সমাধান ১৯৭ — পাশাপাশি:** ১. দীপ্যমান ৫. কানন ৭. সম ৮. ধার ৯. গলকম্বল ১১. সরু ১২. মল ১৩. কাকা ১৪. ভাল ১৬. কাজলকালো ১৮. সব ১৯. মারি ২০. ভাঙন ২১. অনাহূত

**ওপর-নিচ:** ১. পাকাধান ২. দীন ৩. মাতাল ৪. অমল ৬. নর ৭. সম্বল ৯. গরু ১০. কমল ১১. সকাল ১৩. কাজরি ১৪. ভালো ১৫. অবনত ১৬. কামার ১৭. কামনা ১৮. সঙ্ ২০. ভাত

## আজকের দিন

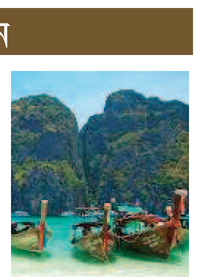

- ১৯৩৯ — দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্র সিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে থাইল্যান্ড হয়।
- ১৯৭৪ — ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ক্রিকেট দল মাত্র সর্বনিম্ন রেকর্ড ৪২ রানে আউট হয়।
- ২০১০ — পেশাদার টেনিসের ইতিহাসের দীর্ঘতম ম্যাচটি উইম্বলডনে দুই দিন ধরে ১১ ঘন্টা ৫ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল।

## জন্মদিন

জগন্নাথ মিশ্র

১৮৯৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*

১৯৩৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জগন্নাথ মিশ্রর জন্মদিন।*

১৯৭০ *চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও রাজনীতিক জুন মালিয়ার জন্মদিন।*

# দ্য হোয়াইট মাসাই

# অসম স্বর্গ-বন্য প্রেমের বিশ্ব চিরকুট

সুবীর পাল

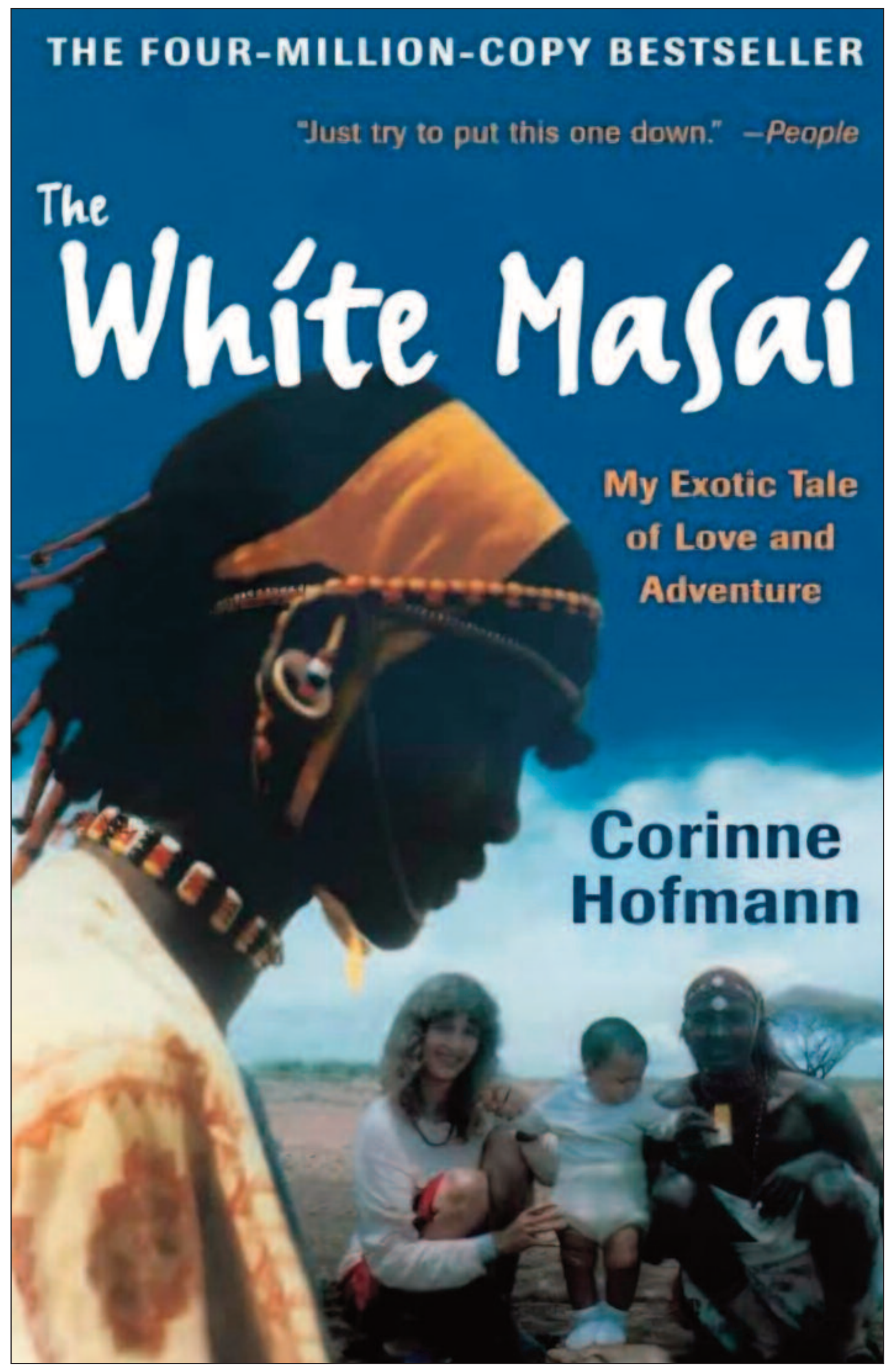


হয়তো সেটি মন্দাক্রান্তা ছন্দের অমর প্রেমের মহাকাব্য মেঘদূতম্ সম ফরম্যাট। নয়তো সেটি ব্যর্থ প্রেমের এক আরব্য রজনীর অনিচ্ছুক উপসংহারের করুণতম নস্টালজিয়া। হয়তো বা ওটি উভয় মেরুর পুষ্প-ভ্রমর চুম্বন সিক্ত সরবতের এক আধুনিক অথচ চিরন্তনী হৃদয় হরণের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আবেগ গাঁথা। তা যে পর্যায়েই পর্যবসিত হোক না কেন সেতো আসলে 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' দোঁহে ভরসার 'দ্য হোয়াইট মাসাই'।

স্বর্গীয় ভালোবাসা বা অনিঃশেষ প্রেম যে কখনও কখনও কি সুগভীর ট্র্যাজেডির চড়াই উৎরাইয়ের মেলবন্ধন হয়ে ওঠে মন যমুনার চক্রবাকে তাতো কবিসম্রাট বহু আগেই লিখে গেছেন। 'তোমরা যে বলো দিবস রজনী 'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা', সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়? সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই দুখের শ্বাস?' একি সুইস প্রণয়ী কোরিন হফম্যানও তো তাঁর কলম কর্ষণে রবীন্দ্রনাথের লেখনীকেই অজান্তে কার্বন ফিচারে ফলিত করেছেন। আপন জীবন মহিমা মন্ত্রে 'তোমার ধূলায় রয়েছে আমার অসীম প্রেম' যজ্ঞে। 'দ্য হোয়াইট মাসাই' তন্ত্রে চলচঞ্চল হংসগ্রীবার অনুরূপ ছন্দময় প্রত্যাশিত স্বর্গীয় অথচ জঙ্গলি প্রেম।

দ্য হোয়াইট মাসাইয়ের প্রণয় উপাখ্যানের প্রসঙ্গ স্মরণে এলেই মনে ভিড় করে কয়েকটি আপ্তকথা। যেমনটি, তুঁহু মম সত্য তুঁহু মম ব্রহ্ম। তুঁহু মম ভক্তি তুঁহু মম দেবী। তুঁহু মম শান্তি তুঁহু মম স্বর্গ। তুঁহু মম প্রেম তুঁহু মম প্রাণ। তুঁহু মম স্মরণ তুঁহু মম চিন্তন। তুঁহু মম জীবন তুঁহু মম মরণ।

এমনতর অফুরাণ প্রণয় অভিব্যক্তির আন্তনাক্ষত্রিক প্রতিধ্বনি শোনা যায় প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত কালজয়ী উপন্যাস 'দেবযান'এর পরিভাষাতেও। 'মানুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ, এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। সে কক্ষ সেই অতিথির হাসিকান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনও যে কক্ষ সে একবার অধিকার করেছে সে তারই এবং তারই চিরকাল। আর কেউ সে কক্ষে কোনো দিন কোনো কালে ঢুকতে পারে না। সে যদি আর ফিরেও না আসে কখনো, চিরদিনের জন্যই চলে যায় এবং জানিয়ে দিয়েও যায় যে সে ইহজীবনের মতই চলে যাচ্ছে,তখন তার সকল স্মৃতির সৌরভ সুদ্ধ সে ঘরের কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়,তারই নাম লেখা থাকে সে দোরের বাইরে। তার নামেই উৎসর্গীকৃত সে ঘর আর-কারো অধিকার থাকে না দখল করবার।'

ন হন্যতে একটি সংস্কৃত শব্দগুচ্ছ। আক্ষরিক অর্থে এর বাংলা তর্জমা হলো, এই আত্মা জন্মরহিত শাশ্বত ও পুরাতন, শরীরকে হনন করিলেও ইনি নিহত হোন না। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতা'র শ্লোকে যে বর্ণিত আছে, 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' প্রেমও তাই। এমন অবিনশ্বর অনুভব তো মনুষ্য আত্মারই অনন্ত অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরম অনুরাগী মৈত্রেয়ী দেবী তাইতো রচনা করতে পেরেছিলেন অবিস্মরণীয় বিয়োগান্তের পুনর্জাগরণ প্রণয় পুস্তক 'ন হন্যতে'। এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটি তিনি লিখেছিলেন প্রাক্তন প্রেমিক মির্চা ইউক্লিডের বই 'বেঙ্গলি নাইটস' বা 'লা নুই বেঙ্গলি'এর প্রত্যুত্তরে। মৈত্রেয়ী দেবীর এমন প্রেমজ কলমে পাতায় পাতায় পরতে পরতে সার্থক হয়ে উঠেছে অসীমতম ভালোবাসার অমৃত আত্ম স্মৃতিমন্থন। 'কি করে তোমাকে দেখব আমি? দান্তে কি কখনো ভেবেছিল তার বিয়াত্রিচেকে এই শরীরের চোখে আর দেখবে?' আমিও কাঁপছি, ওর পাগলামি দেখে আমার রাগ হচ্ছে। এ লোকটি ঠিকই এক অবাস্তব জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে বাস করছে। কোথা থেকে দান্তে বিয়াত্রিচে নিয়ে এল, 'স্থান কালের অতীত আবার কি? আমি কি ভূত হয়ে গেছি নাকি? কোন স্বপ্নজগতে কল্পনার ধোয়াটে স্বর্গে বাস কর তুমি মির্চা? আমি এই বাস্তব জগতের রক্তমাংসের অমৃতা, তোমার পড়ার ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। এটা সত্য। এ সত্য তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তোমার পলায়নী মনোবৃত্তি ছাড়ো তো।'... 'মির্চা, তুমি এত পড়লে তোমার প্রজ্ঞা হল না? প্রেম কি একটা বস্তু যে তুমি একজনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যকে দেবে? একি বিষয় সম্পত্তি? সোনার গয়না? এ তো একটা আলো মির্চা, একটা আলো। যেমন বুদ্ধির আলো, জ্ঞানের আলো, তেমনি প্রেমের আলো। বুদ্ধির আলোরও সীমা আছে, তার একটাই ক্ষেত্র, কিন্তু প্রেমের আলো সবচেয়ে জ্যোতির্ময়, তা সব কিছুর সত্যরূপ দেখায়, এ আলো জ্বললে ত্রিভুবন প্রেমময় হবে, অপ্রিয় প্রিয় হবে, তুমি বিশ্বাস কর মির্চা তোমাকে মনে পড়বার পর আমার স্বামী আমায় কাছে প্রিয়তর হয়েছেন, এতো ভালো তাকে আগে কখনো বাসিনি। বিশ্বাস করবে তুমি?... আমি করেছি সমর্পণ। তাই তো আমি সত্যকে স্বীকৃতি দিতে এসেছি। কাজটা সোজা হয়নি মির্চা, সংসার, সমাজ, আত্মীয়স্বজন, পুত্রকন্যা সকলের সামনে সম্মানের উচ্চাসন থেকে মাটিতে নেমে আসা। কেউ কেউ হয়ত ভাবছে আমার ভীমরতি হয়েছে। আরো বেশি লোক যখন জানবে কি ভাববে তারা আমাদের দেশ তো জানো? আমার গায়ে ধুলো দেবে। বেয়াল্লিশ বছর পর তোমায় দেখতে আসা কি সোজা কথা!'... 'আর আমি তো তুমি আছ বলেই এলাম। আমি এত সাহস কোথা থেকে পেলাম বলত?'... 'তুমিও কি জান না তুমি কে, আমরা কি? আমি তো সেই তোমাকেই দেখতে এসেছি যাকে ন্দ্রত্রখদ্মদ্র: cannot pierce– fire cannot burn-শস্ত্র ছেঁড়ে অগ্নি দহে না যারে।'

ন হন্যতে'র অআকখ আরশির প্রতিবিম্বে প্রায় একই ধরনের বিচ্ছেদ উপকথা প্রতিফলিত হয়েছে দ্য হোয়াইট মাসাই'এর সাদা কালো যুগল কালি-আঁচরে। সে এক

বাস্তব স্মৃতিকথা সম্বলিত আফ্রিকার কেনিয়ার বিস্তীর্ণ সাভানা ও প্রত্যন্ত মাসাই সামবুরু উপজাতির কৃষ্ণাঙ্গ প্রেমিক এবং সুইজারল্যান্ডের শেতাঙ্গ নায়িকার সর্বত্যাগী বাউল প্রেমের অসম প্রেম কাহিনী। যা সারা বিশ্বের সিঙ্গেল টু মিঙ্গেল দুনিয়ায় আজও অন্যতম হট কেক ট্রু লাভ নাম্বার ওয়ান র‌্যাঙ্কের। দ্য হোয়াইট মাসাই, একটি আত্মজীবনীমূলক প্রেমের গল্পগাঁথা, যা সুইস লেখিকা কোরিন হফম্যানের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত। ১৯৯৮ সালে বইটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল জার্মান ভাষায় 'Die weiße Massai' নামে। প্রকাশনার স্থান ছিল সুইজারল্যান্ড। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩০৭। আইএসবিএন নম্বর ছিল ৯৭৮০০৬১১৩১৫২৩। ২০০৫ সালে ইংরেজিতে অনুদিত হয় 'The White Masai' শীর্ষকে। অনুবাদক ছিলেন পিটার মিলার। ২০১৩ সালে বইটি চৈনিক ভাষাতেও প্রকাশ পায়। আবার ২০০৫ সালে দ্য হোয়াইট মাসাই নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় এই সুইস প্রেমিকার লেখ্য বইয়ের উপর ভিত্তি করে। জার্মান পরিচালক হার্মাইন হান্টজেবার্থ চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। এতে কোরিন হফম্যানের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নিনা হোস এবং সামবুরু মাসাই যুবক লকেটিঙ্গার জীবনীতে অভিনয় করেন জ্যাকি ইডো।

গল্পের শুরু সুইজারল্যান্ডের এক তরুণী কোরিন হফম্যানকে নিয়ে। যিনি ১৯৮৬ সালে তাঁর বাগদত্তা মার্কোকে সঙ্গে নিয়ে কেনিয়া ভ্রমণে যান পর্যটক হিসেবে। সেখানকার মোম্বাসার কাছে ফেরিঘাট সন্নিহিত গভীর জঙ্গলে তিনি মাসাই সামবুরু জনগোষ্ঠীর এক তরুণ কৃষ্ণকায় যোদ্ধা লকেটিঙ্গা'কে প্রথম দেখতে পান। আর প্রথম দর্শনেই ওই ইউরোপীয়ান ফর্সা তরুণী সুন্দরী ছিপছিপে চলচঞ্চল জঙ্গল যুবকের প্রেমে পড়ে যান। আর সেকি যে সে প্রেম নাকি। চলতি কথায় ভালোবাসার ঘোরে একেবারে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। অন্তরে অন্তরে তাৎক্ষণিক তাঁর উৎসারিত হয়েছিল হয়তো, 'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর! পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর। আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি।'

সেই নব্য প্রণয় জোয়ারর প্রেমে বেপরোয়া ভাবে ব্রেকআপ ঘটলো বয়ফ্রেন্ড মার্কোর সঙ্গে। কোরিনের মনে তখন, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা, মম শূন্যগগনবিহারী, আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, তোমারে করেছি রচনা, তুমি আমারি, তুমি আমারি' ইনবক্সে মার্কো আউট লকেটিঙ্গা ইন একমাত্র ফিচারই যে অন্ধ সত্য। ভালোবাসার এই অঘোম মোহের আকর্ষণ এতটাই প্রবল ছিল যে সুইজারল্যান্ডে ফিরে গিয়ে তিনি নিজের পোশাকের ব্যবসা বিক্রি করে দেন। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে স্থির হওয়া বাগদান পর্বও ভেঙ্গে ফেলেন। একইসঙ্গে চটজলদি আবার কেনিয়ায় ফিরে যাবারও সিদ্ধান্ত নেন।

কেনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে কোরিন সন্ধান নিতে শুরু করেন লকেটিঙ্গার। অবশেষে বহু কষ্টে লকেটিঙ্গাকে খুঁজে পান। তারপর তিনি স্থানীয় রীতি মেনে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। অবাধ্য প্রেম পরিশেষে রূপ পায় সাত জনমের জীবন গ্রন্থিতে। নয়া স্বামীর সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ইউরোপের আধুনিক জীবন যাপন স্বেচ্ছায় ছেড়ে তাঁকে তখন থাকতে হতো কুঁড়েঘরে। যেখানে বিদ্যুৎ, চলমান জল সরবরাহ বা অন্যান্য মৌলিক নিত্য ব্যবহার্য সুবিধা বলতে কিছুই পাওয়া সম্ভব ছিল না। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতি, সবই ছিল কোরিনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আসলে আবেগ ও বাস্তবতা যে একই বিশ্বের দুটি ভিন্ন মেরু প্রদেশ। যা কোরিন অচিরেই অনুভব করতে পারছিলেন। ফলে ক্রমে ক্রমে তরুণীর দৈনন্দিনের জীবন ঘিরে রচিত হতে থাকলো ইউরোপীয় ও আফ্রিকান সংস্কৃতির সংঘাত, আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রেম ও বিবাহের জটিলতা। সঙ্গে জঙ্গল বেষ্টিত গ্রামীণ কেনিয়ার জীবনযাত্রা, নারীময় আত্ম সংগ্রাম ও চরম আত্মত্যাগ, রীতি-নীতি ও জীবনদর্শনের পার্থক্য ধীরে ধীরে তাঁকে অসহ্য কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। পাশাপাশি তাঁর প্রেম অটুট থাকা সত্ত্বেও রোগব্যাধি, দারিদ্র্য, সামাজিক প্রথা এবং দাম্পত্য দ্বন্দ্ব তাদের সম্পর্ককে ক্রমশ আরও অসহনীয় করে তোলে। এখান থেকেই আরম্ভ হয় এই গল্পের নতুন ট্যুইস্ট।

প্রেমের টানে কোরিন বন্য সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি স্থানীয় ভাষা শেখেন। এ সময় তিনি ম্যালেরিয়া সহ নানা রোগে আক্রান্ত হোন এবং গর্ভাবস্থাতেও তাঁর গুরুতর শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। যদিও পরে তাঁদের মধ্যে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। মেয়ের নাম রাখে নাপিরাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোরিন ও লকেটিঙ্গার সম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়। লকেটিঙ্গার তীব্র ঈর্ষাপরায়ণ আচরণ দাম্পত্যকে ক্রমাগত বিষিয়ে তোলে। স্বামীর ক্রমবর্ধমান সন্দেহবাতিক প্রবণতা, সঙ্গে খাট বা মিরা নামক মাদকের প্রতি আসক্তি যুগলের সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে।

এরই মধ্যে দাম্পত্য টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ও আর্থিক সংস্থান মজবুত করতে কোরিন বারসালোইতে একটি দোকান খোলেন। কিন্তু ঠিক মতো না চলায় সেই ব্যবসায় লোকসান হয়। এরপর সে উকুন্ডাতে একটি পর্যটন দোকান খোলেন। যা অল্পদিনের মধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করে। সেখানে পর্যটক ক্রেতাদের ভিড় জমতে শুরু করায় স্বামীর সন্দেহ বাতিক রোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে চূড়ান্ত মাত্রায়। যা কোরিনের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে। এরপর কোরিন অনুভব করেন যে, শুধুমাত্র ভালোবাসা দিয়ে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মনুষ্য চরিত্রের ব্যবধান সবসময় পূরণ করা যায় না।

অবশেষে ভগ্ন মনে নিজের ও মেয়ের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোরিন নাপিরাইকে সঙ্গে নিয়ে সুইজারল্যান্ডে ফিরে আসেন চার বছর পর। তাঁর আফ্রিকার স্বপ্নভরা প্রেম কাহিনীও এরসঙ্গে সমাপ্তি ঘটে যায় নিরুপায় বিচ্ছেদের পরিণতিতে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাঁকে গভীরভাবে বদলে দেয়। পরে তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে লিখে ফেললেন দ্য হোয়াইট মাসাই। যে বইটির মধ্যে দিয়ে স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। এই বইয়ের মূল আকর্ষণ শুধু দুর্নিবার প্রেমের অপার রসায়ণ নয় বরং দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি, জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ সমৃদ্ধ নিত্য সংঘর্ষের প্রতিফলিত রূঢ় বাস্তব ও মানবিক চিত্র অঙ্কনের এক অপরূপ অক্ষর সমষ্টির পুঁথিগত ক্যানভাস।

আমার গল্পটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো, বলার আগে এই লাভ ক্লাইমেক্সের সর্বশেষ আপডেট একটু না হয় জানিয়ে রাখি। যার লেটেস্ট রসদ কিন্তু বিয়োগান্তক উপন্যাস দ্য হোয়াইট মাসাই'এ 'তোমার দেখা নাই রে তোমার দেখা নাই'। তাহলে আর কি, খুল যা সিম সিম। বর্তমানে কোরিনের বয়স ৬৫। আর কন্যা নাপিরাই ৩৫ বছরের। আজ থেকে ২০ আগে শেষবারের মতো কোরিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য লকেটিঙ্গার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাবাকে দেখতে পেয়ে কন্যা আবেগে ভেসে যান। বাবাও তাঁর মেয়েকে কাছে পেয়ে খুশিতে মেতে ওঠেন। তবে লকেটিঙ্গা তাঁদের আর সুইজারল্যান্ড ফিরে আসতে বাধা দেননি। যদিও মেয়ে ও বাবার সম্পর্ক আজও অটুট রয়েছে। তাই বলে কোরিন ও লকেটিঙ্গার আর কখনই একত্রে ঘর বাধাঁ হয়ে ওঠেনি। আসলে মানুষের মনটা হচ্ছে কাঁচের মতো। একবার ভেঙ্গে গেলে তা আর জোড়া লাগে না সঠিক ভাবে। তখন আর সেই প্রারম্ভিক সীমাহীন ভালোবাসার অবশিষ্ট যে কিছুই থাকে না। রয়ে যায় একরত্তি ভালোলাগার সুদূর অতীতের লেশমাত্র। তাই তাঁরা আজ পরস্পরের ভালো বন্ধু শুধু। স্রেফ সীমাবদ্ধতার বন্ধুটুকু মাত্র। হায়রে যুগলের একদা স্বর্গ-বন্য প্রেম। এই গানটি স্মরণ করা ছাড়া কিইবা আর অবশিষ্ট রয়েছে যুগলের তরে, 'তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।'

## কোট-আনকোট

যা করেছি। বেশ করেছি। কোনও নাম নিশানা থাকবে না। আরও যা আছে, সেগুলো করব। স্বামী বিবেকানন্দের নামে হবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে রাস্তা হবে।

*শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ*

## লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

# দেশ ও ধর্ম রক্ষার্থে শিখ ধর্মগুরুদের আত্মজীবনী স্কুলের পাঠ্যসূচিতে রাখার পরামর্শ রাজ্যপালের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুলে দেশ এবং ধর্ম রক্ষার জন্যে গুরু গোবিন্দ সিং, গুরু তেগবাহাদুর সিং-সহ শিখ ধর্ম গুরুদের আত্মজীবনী ও আত্মবলীদানের কথা পাঠ্যসূচিতে রাখা উচিত বলে মঙ্গলবার মালদা সফরে এসে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি। পাশাপাশি দেশের বর্তমান অর্থ ব্যবস্থার বিশ্বের চতুর্থ স্থানে জায়গা পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসাও করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। মঙ্গলবার পুরাতন মালদা পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের একটি গুরুদুয়ারায় গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের নবম ধর্ম গুরু তেগ বাহাদুর সিং-এর ৩৫০ বছর শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে প্রণাম জানান রাজ্যপাল আরএন রবি। এরপরই গুরদুয়ারা সংলগ্ন কালাচাঁদ হাইস্কুলেই শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়েই একটি আলোচনা সভাও আয়োজন করা হয়। সেখানেও বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল। এদিন সকাল দশটা নাগাদ কলকাতা থেকে বন্দেভারত ট্রেনে মালদায় আসেন রাজ্যপাল আরএন রবি। এরপর এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থিত একটি গুরুদ্বারায় গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের নবম ধর্মগুরু তেগ বাহাদুর সিং-এর ৩৫০ বছর উপলক্ষে শহীদ দিবসের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। পুরাতন মালদার কর্মসূচি শেষ করার পর এদিন দুপুরে ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর এলাকার রামকেলি ধামে যান রাজ্যপাল। এদিন রাজ্যপাল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ২০১৪ সালে ভারতের অর্থনীতির ব্যবস্থা দশম স্থানে চলে গিয়েছিল। এরপর কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার গঠন হতেই ধীরে ধীরে দেশের অর্থ ব্যবস্থা শক্তিশালী হতে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারতের অর্থ ব্যবস্থা। যেটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য। এদিনের শিখ ধর্মের কর্মসূচিতে এসে রাজ্যপাল আরএন রবি বলেন, ‘গোটা একটা দেশ পাকিস্তান আমাদের কাশ্মীরের একটা অংশ দিনের পর দিন দখল করে বসে আছে। আমরা ইউনাইটেড নেশনের বাহানা দিয়ে বসে আছি। ২৬/১১ তে কয়েকজন আমাদের দেশকে অপমান করলো। লম্বা সময় ধরে পাকিস্তান আমাদের ওপর হামলা করেছে। কিন্তু ওরা যখন পুলওয়ামা করেছে, তখন আমরা বালাকোট করেছি। আমরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছি। আমরা শান্ততেও আগে থাকবো, আবার সশস্ত্রও থাকবো। শিখ গুরুরা, এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে। আমরা যেখানে আছি, তার আশপাশের পরিবেশ যা রয়েছে খুব চিন্তার বিষয়। ধর্মের নামে ভারতকে বিভাজন করা হয়েছে।’ রাজ্যপাল আরএন রবি আরও বলেন, ‘ভারতের সংস্কৃতি সবাইকে আমরা বন্ধু ভাবি। এই সংস্কৃতিকে কাউকে কাফের ভাবা হয় না। যারা ভাবে তারা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে হিন্দুদের যখন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের হত্যা করা হচ্ছিল তখন গুরু তেগবাহাদুর রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব গুরু তেগবাহাদুরকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বলেন। কিন্তু তিনি তা শোনেন নি, ফল স্বরূপ ঔরঙ্গজেব তাঁকে গলা কেটে হত্যা করে। এই ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে ক্রমাগত। কিন্তু আমাদের তা ভুলে গেলে চলবে না।’ এদিন শিখ গুরু তেগ বাহাদুর সিংয়ের ৩৫০ তম শহীদ দিবস উপলক্ষে ভারত সরকারের ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগেই এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। রাজ্যপাল বিকেলে বন্দে ভারত ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

## নয়ানজুলিতে উলটে গেল বাস

# তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক মৃত্যু ২ পুণ্যার্থীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই মহিলা পুণ্যার্থী। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ থেকে ১২ জন। মঙ্গলবার সকালে আরামবাগের আদমবাঁধ এলাকায় বর্ধমান-তারকেশ্বর রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে উল্টে গেলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গিয়েছে, বর্ধমান থেকে তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল বাসটি। বাসে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। আদমবাঁধ এলাকায় পৌঁছতেই আচমকা বাসটির পাতি (সাসপেনশন বা যান্ত্রিক অংশ) ভেঙে যায়। ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাসটি রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে উল্টে পড়ে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে বাসের জানালা ও দরজা ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করতে শুরু করেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় বহু যাত্রীর প্রাণ বাঁচে। তবে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই মহিলার। মৃতদের নাম লক্ষ্মী মুর্মু (৬৫) ও শর্মিলা সরেন (৩৫)। তাঁদের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার ধাড়ান এলাকায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁরা তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। আহতদের

দ্রুত উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হলেও অধিকাংশই চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্থিতিশীল রয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিধানসভার অধিবেশন ছেড়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ছুটে আসেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ এবং আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। তাঁরা আহতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন। পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদায়ক। তারকেশ্বরে পূণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দু’জন মহিলার প্রাণ হারানো অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিহত দুই মহিলার পরিবারের জন্য চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন। এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে। একইসঙ্গে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’ আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, ‘মানুষের জীবন সবচেয়ে মূল্যবান। আহতদের দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও রকম আপস করা চলবে না। আমরা নিহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’

# পঞ্চায়েত পরিষেবা অব্যাহত রাখতে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** রাজ্যে সরকার বদল হতেই জল যন্ত্রণা থেকে সাধারণ মানুষদের মুক্তি দিতে উদ্যোগ নিল বিজেপি। ড্রেনের সংস্কার, জল নিকাশি ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েত থেকে সাধারণ মানুষের সঠিক পরিষেবা অব্যাহত রাখতে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দিলেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। বিজেপির বারাসাত ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি স্বরূপ সাহার নেতৃত্বে বিজেপির কর্মীরা বারাসাত ১ নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। বিডিও অভিজিৎ দাস আশ্বাস দিয়েছেন সমস্যার সমাধানের। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে জলযন্ত্রণায় ভুগছে বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। তৃণমূল জামানায় বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে সদস্যরা বিষয়টিতে কোন আমলই দিতেন না বলে অভিযোগ। ফলে জল জমে থাকার কারনে কয়েকশো বিঘা জমির চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ তৎকালীন সরকারের কোন হেলদোল ছিল না। ফলে দিন দিন মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে। এবার সরকার পরিবর্তন হতেই জল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলেন মণ্ডল সভাপতি স্বরূপ সাহা। তিনি অভিযোগ করেন, ‘মুখে উন্নয়নের কথা বললেও বাস্তবে কোনও কাজ করেনি তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। বামনগাছি স্টেশন রোডের পাশে মূল ড্রেনটি দীর্ঘ ৫-৬ বছর ধরে পরিস্কার না করায় মাটি জমে ড্রেনটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ড্রেনের নব্যতা নেই বললেই

চলে। সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যাওয়া ও দীর্ঘদিন জল জমে থাকায় পোকামাকড়, মশা, সাপ এর উপদ্রব বাড়ছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ নানান রোগে ভুগছে। এছাড়াও বিধানসভা নির্বাচনে ফল ঘোষণার পর থেকে পঞ্চায়েত প্রধান অমল দাস পঞ্চায়েত অফিসে যাচ্ছেন না। বর্তমানে তার কোন খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ নিত্যদিন নানান পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রধান না থাকায় তারা পঞ্চায়েত গিয়ে পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। বর্ষার আগে ড্রেনার সংস্কার ও পঞ্চায়েত পরিষেবা এই দুয়ের সমাধানের জন্য বিডিও এর কাছে ডেপুটেশন দিলাম।’ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিৎ দাস প্রতিশ্রুতি দেন জল সমস্যার সমাধানের সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে খুব শীঘ্রই। এবং প্রধানের অনুপস্থিত বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে, তাদের নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

# চুঁচুড়ায় বিধায়কের হস্তক্ষেপে তৃণমূলের কার্যালয় ফেরত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কার্যালয় দখল করে নেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। রাজ্যে পালা বদলের পরে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের কার্যালয় দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। অনেক জায়গায় আবার বিধায়কদের হস্তক্ষেপে সেই কার্যালয় ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও প্রকাশ্যে এসেছে। কার্যালয়টি দখল করে নেওয়ার পরে তা গেরুয়া রং করে দেওয়ারও অভিযোগ করেছেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি সাহা। তবে, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই হস্তক্ষেপ করেছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। বিধায়কের হস্তক্ষেপে ওই কার্যালয়টি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে চুঁচুড়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি সাহা জানান, দিন কয়েক আগে কয়েকজন যুবক তাঁর বাড়িতে গিয়ে ওই কার্যালয়ের চাবি চান। কিন্তু, তখনই চাবি দিতে অস্বীকার করেন মৌসুমি। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে আগে তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেবেন। কাউন্সিলারের অভিযোগ, চাবি না পেয়ে তালা ভেঙে কার্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছেন ওই বিজেপি কর্মীরা। এমনকী ঘরের মধ্যে থাকা দলের বিভিন্ন কাগজপত্র এলোমেলো করা হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ছাড়াও, কার্যালয়ের নীল-সাদা রঙের উপরে গেরুয়া রং করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন কাউন্সিলর। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই ওই কার্যালয় দখলমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ। তিনি বলেন, ‘কয়েকজন অতি উৎসাহী যুবক দলের অনুমতি ছাড়াই এই কাজ করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ সমর্থন করি না। বিষয়টি জানার পরে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে কার্যালয়টি তৃণমূল নেতৃত্বকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

# ভোটার তালিকায় দ্রুত শুনানির দাবি, কুমারগঞ্জে বামেদের ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া এবং ট্রাইবুনালে আবেদনকারীদের শুনানির দ্রুত নিস্পত্তির দাবিতে কুমারগঞ্জে স্মারকলিপি প্রদান করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। মঙ্গলবার কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির আহ্বানে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এসআইআর পরবর্তী সময়ে বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়া এবং ট্রাইবুনালে আবেদনকারীদের শুনানির প্রক্রিয়া থমকে থাকার প্রতিবাদে এদিন সরব হয় বাম নেতৃত্ব। এদিন ব্লক প্রশাসন ভবনের উদ্দেশ্যে একটি বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। দলীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ এই গণ-আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামিল হন। এরপর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের সাথে মূল আলোচনা পর্বে প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন মোফাজ্জল হোসেন। তিনি প্রশাসনের কাছে সাধারণ ভোটারদের হয়রানি বন্ধ করে দ্রুত শুনানির ব্যবস্থা করার দাবি জানান। স্মারকলিপি প্রদান চলাকালীন আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রণজিৎ কুমার তালুকদার। বর্তমান ভোটার তালিকার অসঙ্গতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করার পাশাপাশি তিনি প্রশাসনের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া সম্পাদক সুনীল কিস্কু, দিনেশ দাস, দিপালী সরেন, তসলিম মণ্ডল এবং অজিত সূত্রধর। এছাড়াও সাধারণ মানুষের এই অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে উপস্থিত ছিলেন যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব অতনু ভট্টাচার্য ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃত্ব অমৃত মন্ডল প্রমুখ। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আগামীদিনে কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটি আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

# স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ‘খেত বাঁচাও অভিযান’

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** কৃষক ও জমিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে মঙ্গলবার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ২ টি ব্লকে অর্থাৎ

মন্তেশ্বর ও ভাতার ব্লকে এই কর্মশালা করা হবে বলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানায়। ‘কেসিসি স্যাচুরেশন ড্রাইভ’ নামক প্রোগ্রামে স্বল্পসুদে ঋণ অর্থাৎ ৪ শতাংশের হারে কেসিসি লোন অন্নদাতা কৃষকদের আর্থিক মানন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে উল্লেখ করেন। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল কৃষকদের কাছে কৃষি ঋণের সুবিধা আরও সহজলভ্য করা এবং প্রত্যেক যোগ্য কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড-এর আওতায় নিয়ে আসা। এদিন ১০ জন উপভোক্তার হাতে কেসিসি লোনের চিঠি তুলে দেওয়া হয়। শস্যবীমা, জন সুরক্ষা প্রকল্পের বীমা করার বিষয় সহ জৈব সার ব্যবহারের বিষয়ে এদিন সকলকে সচেতন করা হয়। উচ্চ ফলনের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহারে মাটির স্বাস্থ্য ক্ষতির কারণ হচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অফিসের চিফ ম্যানেজার অর্ণব মণ্ডল, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান ২ জেলার ডিস্ট্রিক্ট ডেভলপমেন্ট ম্যানেজার (নাবার্ড) শিবজন সোরেন, ডেপুটি ডিরেক্টর এগ্রিকালচার অমর কুমার মণ্ডল, মন্তেশ্বর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সোমনাথ ঘোষ-সহ অন্যান্যরা।

# ডানকুনি পুরসভার কাউন্সিলরের বাড়ি ঘেরাও, বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** জল নিকাশি সমস্যায় এলাকায় আবর্জনা সাফাই-সহ একাধিক দাবিতে ডানকুনি পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশিস ব্যানার্জীর বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। বাইরে বেরোতেই মাথায় ফাটলো ডিম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে ডানকুনি থানার পুলিশ। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জল নিকাশি বেহাল, বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করতে আসছে না সাফাই কর্মীরা। বাধ্য হয়ে এদিন দক্ষিণ সুভাষ পল্লীতে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি ঘেরাও করে এলাকাবাসী। দীর্ঘক্ষণ বচসা চলতে থাকে, স্থানীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করেন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবাশিস ব্যানার্জি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

# বরাগাদাতে শ্যামাপ্রসাদের আত্মবলিদান দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** মঙ্গলবার শালবনি ব্লকের ৯ নম্বর কাশি জোড়া অঞ্চলের সীতানাথপুর ও পালইবনি বুথের বিজেপি কর্মীদের উদ্যোগে বরাগাদা এলাকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মেদিনীপুর মন্ডলের চার কমিটির সম্পাদক বাপন ঘোষ, বিজেপি নেতৃত্ব বিভূতি মাহাতো, অভিজিৎ রায়, মোহিত চালক সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দলের নেতা ও কর্মীরা শপথ নেন। সেই সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।


**ফর্ম নং আইএনসি -২৬**

(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী

কেন্দ্রীয় সরকার, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬) (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

সমীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : ৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন,একতলা, রুম নং ১, হাওড়া, কলকাতা-৭১১১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) ...আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শনিবার ৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘উত্তর প্রদেশ রাজ্যে’ স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রী সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে আপত্তির কারণ এবং স্বার্থের ধরন হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মথে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ ঠিকানায় স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে নোটিশ পাঠাতে পারেন একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে:

সমীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : ৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন, একতলা, রুম নং ১, হাওড়া,কলকাতা-৭১১১০২ (পশ্চিমবঙ্গ)। ই-মেল : agrarwalnits@gmail.com, সিন : U45200WB2007PTC114442

সমীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

মনীশ কুমার আগরওয়াল

তারিখ : ২৩.০৬.২০২৬ ডিন : ০১১০৬০১৩

স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর



**অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড**

(CIN : U65921MH1995PLC212675)

অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বাই-৪০০ ০২৫

**পরিশিষ্ট ৪**

**[রুল ৮(১) দেখুন]**

**প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি**

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) সহ পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে]

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী, **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড (এএফএল)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **১৩ই মার্চ, ২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) **(১) চাঁদমুন্না সেখ (২) মেহবুব আলম সেখ (৩) আরিফা খাতুন এবং (৪) আইয়ুব আলম সেখ,** সকলের ঠিকানা- তাজ হাউস, গোলপুকুর মণ্ডল পাড়া, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪, যাঁরা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন যা বিশেষভাবে নীচে বর্ণিত হয়েছে, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ **আইএনআর ৫৭,৯৩,৬৭৯/- টাকা (সাতান্ন লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শো উনআশি টাকা), যা ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী বকেয়া, এবং তার ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ সহ, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ গ্যারান্টার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ গ্যারান্টার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **২০২৬** সালের ২২শে জুন তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ গ্যারান্টার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যে কোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর চার্জের অধীনস্থ হবে, যার পরিমাণ **৫৭,৯৩,৬৭৯/- টাকা (সাতান্ন লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শ উনআশি টাকা), যা ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী বকেয়া, এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ এবং অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর খরচ, চার্জ ইত্যাদিসহ।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮) এবং সাব-সেকশন (১৩)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ গ্যারান্টার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

**স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা**

**সম্পত্তির বিশদ**

**৩ কাঠা পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. (দাগ নং ৩৮৮ এর অধীনে ১ কাঠা, ৪ ছটাক এবং ৪ বর্গফুট এবং দাগ নং ৩৮৭ এর অধীনে ১ কাঠা, ১১ ছটাক এবং ৪১ বর্গফুট) এবং তার উপর অবস্থিত একতলা ভবন সহ যার পরিমাপ ১৩৩৩ বর্গ ফুট, যার আচ্ছাদিত এলাকা ১০১৬ বর্গফুট। অবস্থান- মৌজা- বারুইপুর, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৭১, তৌজি নং ২৫০, আর.এস. দাগ নং ৩৮৮, ৩৮৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৯৩৬, ২৯৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৮, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৫, হোল্ডিং নং ৫১২, গোল পুকুর রোড, কলকাতা-৭০০১৪৫, থানা- বারুইপুর, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির পরিধির মধ্যে।**

**এবং বাড়ি/প্লট-এর সীমানা- পূর্ব - দাগ নং ৩৮৮-এ অবস্থিত সম্পত্তি; পশ্চিম - ৮ চওড়া সাধারণ পথ; উত্তর - দাগ নং ৩৮৭ এবং ৩৮৮-এ অবস্থিত সম্পত্তি; দক্ষিণ - ৮ চওড়া সাধারণ পথ।**

তারিখ: ২২.০৬.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক,

স্থান: কলকাতা অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিঃ



**কেনারা ব্যাঙ্ক Canara Bank**

**পরিশিষ্ট - ২ দাবি বিজ্ঞপ্তি সেকশন ১৩(২)**

**অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ**

**২১, বেলস হাউস, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০১৬**

**ই-মেইল : cb2364@canarabank.com**

**ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার প্রতি**

**Ref.: ARMKOL/13S2V/PIJUSH/2026-27/RV** তারিখ :২০.০৬.২০২৬

প্রতি,

**সুচন্দ্রা মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা), স্বামী- মৃত পীযূষ কান্তি ঘোষ (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম - পলসন্ডা মোড়, পোঃ - পলসন্ডা, নবগ্রাম এমএসডি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ২৩৮।

শ্রদ্ধেয় মহাশয় / মহাশয়া,

**বিষয় : সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা নোটিশ।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী, **কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম শাখা, কলকাতা (যাকে এরপর থেকে ‘সুরক্ষিত পাওনাদার’ বলা হবে) -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (যাকে এরপর থেকে ‘আইন’ বলা হবে)-এর অধীনে নিযুক্ত হয়ে, এতদ্বারা আপনাকে নিম্নলিখিত নোটিশটি জারি করছেন**

**শ্রী পীযূষকান্তি ঘোষ (যাকে এরপর থেকে ‘ঋণগ্রহীতা’ বলা হবে, বর্তমানে মৃত) এবং শ্রীমতী সুচন্দ্রা মণ্ডল (যাকে এরপর থেকে ‘সহ-ঋণগ্রহীতা’ বলা হবে)** ঋণ সুবিধা/সুবিধাগুলি গ্রহণ করেছেন এবং দায়বদ্ধতাগুলি নীচের **তফসিল এ এবং সি** -তে বিবৃত করা হয়েছে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুকূলে সিকিউরিটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

উক্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করার সময়, আপনি উপরোক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করার স্পষ্ট অঙ্গীকার করেছেন।

আপনি (**তফসিল বি** -তে উল্লিখিত ব্যক্তি) সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, যা নীচের **তফসিল বি** -তে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

**তফসিল - এ এবং সি**

**[ঋণগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ঋণ সুবিধা(গুলি)-র বিবরণ]**

| ঋণের ধরন (লোন অ্যাকাউন্ট নং) | ঋণের পরিমাণ (টাকায়) | ২৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী সুদ সহ দায় | সুদের হার |
|---|---|---|---|
| হাউজিং লোন (৯৫৭৩৯৩৩০০০০০১০) | ৫৬,০০,০০০.০০ টাকা | ৫৪,৬৮,৯৩৯.১০ টাকা এবং ২৮.০২.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য সুদের হার এবং অন্যান্য চার্জ। | ৮.০৫% |

উপরোক্ত ঋণ/ক্রেডিট সুবিধাগুলি আপনার দ্বারা আমাদের অনুকূলে সম্পাদিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের বলে নীচে **তফসিল বি** -তে আরও নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত সম্পদের বন্ধকের মাধ্যমে যথাযথভাবে সুরক্ষিত। যেহেতু আপনি নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী আপনার দায়বদ্ধতাগুলি মেটাতে ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যাঙ্ক ঋণটিকে **২৮.০২.২০২৬ তারিখে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে।

অতএব, আমরা এতদ্বারা আপনাকে বিষয়ভিত্তিক আইনের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এই নোটিশ জারি করছি এবং আপনাকে **২৮.০২.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **৫৪,৬৮,৯৩৯.১০ টাকা** (চুয়ান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শো উনচল্লিশ টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র)-এর সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা, সাথে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং খরচ সহ এই নোটিশের তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানাচ্ছি, অন্যথায় আমরা বিষয়ভিত্তিক আইনের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে সমস্ত বা যে কোনো অধিকার প্রয়োগ করব।

এছাড়া, এতদ্বারা আপনাকে আমাদের পূর্ব সম্মতি ছাড়া কোনোভাবেই **তফসিল বি** -তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের কোনোটির সাথে লেনদেন করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

এটি বিষয়ভিত্তিক আইন এবং/অথবা বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীনে আমাদের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করে করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে, সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শাখা রেকর্ডে উপলব্ধ আপনার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় স্বীকৃতি রসিদ সহ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমেও আপনাকে তলবি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল।

**তফসিল - বি**

**-: সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ :-**

জমি এবং ভবন (জি+২)-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, জে.এল. নং ৯৫, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, হোল্ডিং নং ১৩৫, অমর চক্রবর্তী রোড (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং ১৭, খাতা নং ৩১৮১, প্লট নং আরএস ৯৬/২৭২, এলআর ৩০৭ তে অবস্থিত, পরিমাপ ০৩ শতক, ধরন- বাড়ি। **টাইটেল হোল্ডারের নাম : পীযূষকান্তি ঘোষ। সীমানা:** উত্তর - রাস্তা, দক্ষিণ - সুজয় রায়ের বাড়ি, পূর্ব - নৃপেন্দ্র নাথ সাহার বাড়ি, পশ্চিম - নিতাই পদ সাহার বাড়ি।

**দ্রষ্টব্য : এর আগে জারি করা সমস্ত দাবি বিজ্ঞপ্তি এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হল।**

**তারিখ: ২০.০৬.২০২৬** অনুমোদিত আধিকারিক

**স্থান: কলকাতা** কানাড়া ব্যাঙ্ক



**আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড**

**(CIN : L70109WB1986PLC040864)**

নিবন্ধিত কার্যালয় ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

কর্পোরেট কার্যালয় ইউনিট ৩০৪-৩০৫, সাউদার্নপার্ক বিল্ডিং, সাকেত ডিস্ট্রিক্টসেন্টার, সাকেত, নয়া দিল্লি- ১১০ ০১৭

ফোন নং ০১১ ৪২৬৫৪২৬৫, ফ্যাক্স নং ০১১ ৪২৬৫৪২০০

ই-মেইল : investorrelations@ashianahousing.com

কোম্পানিরওয়েবসাইট www.ashianahousing.com

**ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-এ ইক্যুইটিশেয়ার হস্তান্তরের জন্য বিজ্ঞপ্তি**

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকদ্বারা বিজ্ঞাপিত এবং সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি(অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড)রুলস, ২০১৬ (নিয়মাবলী)-এর বিধান অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (আইন)-এর ধারা ১২৪(৬)-এর সাথে পঠিত নিয়মাবলীর নিয়ম ৬ অনুসারে, যে সকলশেয়ারেরক্ষেত্রে টানা সাতবছর বা তারবেশি সময় ধরে ডিভিডেন্ড দাবিহীন/অপ্রদত্ত অবস্থায় রয়েছে, সেই সকলশেয়ারকোম্পানি দ্বারা আইইপিএফ (IEPF) কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হবে।

তদনুসারে, ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষ বা তারপরবর্তী সময়ের জন্য কোম্পানির যে সকলশেয়ারের ডিভিডেন্ড উপরোক্তভাবে অপ্রদত্ত/দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে, সেগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হবে

ক) ফিজিক্যাল বা ভৌতআকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে, নতুন শেয়ার শংসাপত্র জারির মাধ্যমে এবং তারপর আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টেশেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে। তদনুসারে, আপনার নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং হস্তান্তর অযোগ্যবলে বিবেচিত হবে।

খ) ডিম্যাট আকান্টে থাকাশেয়ারেরক্ষেত্রে, নিয়ম অনুযায়ী ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের মাধ্যমে সরাসরি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাটঅ্যাকাউন্টে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে।

নিয়মাবলীতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তামেনে, উপযুক্ত ব্যবস্থানেওয়ার জন্য কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত সর্বশেষ ঠিকানা অনুযায়ী, যে সকলশেয়ারহোল্ডারদেরশেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাটঅ্যাকাউন্টে হস্তান্তরেরযোগ্য, তাদের প্রত্যেককে কোম্পানি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছে। দাবিহীন ডিভিডেন্ড এবং হস্তান্তরেরযোগ্যশেয়ার থাকা উক্ত শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com**-এ দেওয়া হয়েছে।

এতদ্বারা উক্ত সকলশেয়ারহোল্ডারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছেযে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথিপত্র সহযোগে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে অপ্রদত্ত ডিভিডেন্ড দাবি করার জন্য কোম্পানির বাকোম্পানিররেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ারট্রান্সফার এজেন্টস (আরটিএ)-এর কাছে (নীচে বিবরণ দেওয়া হয়েছে)আবেদন করার জন্য, যাতেশেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত না হয়। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোম্পানি কোনোযোগাযোগ না পেলে, নিয়মাবলীতে নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে, কোম্পানি কোন পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার হস্তান্তর করবে। নিয়মাবলী মেনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া উক্ত শেয়ারগুলির ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি গ্রাহ্য হবে না।

যেকোনোব্যক্তি, যাঁর শেয়ার এবং দাবিহীন ডিভিডেন্ড আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত হয়েছে, তিনি ফর্ম আইইপিএফ ৫ -এ অনলাইনে আবেদন করার মাধ্যমে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছথেকে শেয়ার/ডিভিডেন্ড দাবি করতে পারবেন, যার বিবরণ **www.iepf.gov.in** এবং কোম্পানিরওয়ে বসাইট **www.ashianahousing.com**-এ উপলব্ধ।

বিষয়বস্তু এবং নিয়মাবলী সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রশ্ন থাকলে, তারাকোম্পানিররেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ারট্রান্সফার এজেন্টস, অর্থাৎ, বিটাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস (প্রা.) লিমিটেড, ৪র্থ তলা, দাদা হরসুখদাস মন্দিরের কাছে, ৯৯ মদনগীর, দিল্লি-১১০০৬২, টেলিফোন নং ০১১-২৯৯৬১২৮১/২৮২, ই-মেইল **beetalrta@gmail.com**-এ যোগাযোগ করতেপারেন।

বোর্ডের আদেশে

স্বাঃ/-

নীতিন শর্মা

স্থান : দিল্লি (কোম্পানিসেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার)

তারিখ : ২৩শে জুন, ২০২৬



**কেনারা ব্যাঙ্ক Canara Bank**

**পরিশিষ্ট - ৩এ দাবি বিজ্ঞপ্তি সেকশন ১৩(২)**

**অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ**

**২১, বেলস হাউস, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০১৬**

**ই-মেইল : cb2364@canarabank.com**

**মৃত ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি**

**Ref.: ARMKOL/13S2V/PIJUSH/2026-27/RVS2V** তারিখ :২০.০৬.২০২৬

প্রতি,

১. **সুচন্দ্রা মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা / মৃত ঋণগ্রহীতা পীযূষকান্তি ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- পীযূষকান্তি ঘোষ, গ্রাম - পলসন্ডা মোড়, পোঃ - পলসন্ডা, নবগ্রাম এমএসডি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২৩৮।

২. **প্রিয়াংশু ঘোষ (মৃত ঋণগ্রহীতা পীযূষকান্তি ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী), শ্রীমতী সুচন্দ্রা মণ্ডল (মাতা / অভিভাবক) দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী,** পিতা- মৃত পীযূষকান্তি ঘোষ, পলসন্ডা মোড়, পলসন্ডা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ২৩৮।

৩. **রেণুকা ঘোষ (মৃত ঋণগ্রহীতা পীযূষকান্তি ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- মানিক রতন ঘোষ, হোল্ডিং নং ১৩৫, অমর চক্রবর্তী রোড (ইন্দ্রপ্রস্থ), পোঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০১।

শ্রদ্ধেয় মহাশয় / মহাশয়া,

**বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা নোটিশ।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী, **কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম শাখা, কলকাতা (যাকে এরপর থেকে ‘সুরক্ষিত পাওনাদার’ বলা হবে)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (যাকে এরপর থেকে ‘আইন’ বলা হবে) -এর অধীনে নিযুক্ত হয়ে, এতদ্বারা আপনাকে নিম্নলিখিত নোটিশটি জারি করছেন

আপনি অবগত আছেন যে **শ্রী পীযূষকান্তি ঘোষ (যাকে এরপর থেকে ‘ঋণগ্রহীতা’ বলা হবে, বর্তমানে মৃত)** ঋণ সুবিধা/সুবিধাগুলি গ্রহণ করেছিলেন এবং দায়বদ্ধতাগুলি নীচের **তফসিল এ এবং বি** -তে বিবৃত করা হয়েছে এবং **তফসিল বি** -তে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলিকে সুরক্ষিত করে সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুকূলে সিকিউরিটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। উক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে তিনি এই স্পষ্ট অঙ্গীকারের সাথে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি উপরোক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে উক্ত অর্থ পরিশোধ করবেন।

**আমরা লক্ষ করেছি যে ঋণগ্রহীতা মারা গেছেন**

আপনারা অবগত আছেন যে ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর পরে, তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী হিসাবে, আপনারা দাবি মাত্র সমস্ত অর্থ পরিশোধ করতে এবং ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ক্রেডিট সুবিধার জন্য আমাদের ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া বা অর্জিত সমস্ত বাধ্যবাধকতা এবং দায়বদ্ধতা, যা **৫৪,৬৮,৯৩৯.১০ টাকা** (চুয়ান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শো উনচল্লিশ টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) পর্যন্ত এবং তার সাথে সুদ সহ পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ।

**তফসিল - এ এবং সি**

**[ঋণগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ঋণ সুবিধা(গুলি)-র বিবরণ]**

| ঋণের ধরন (লোন অ্যাকাউন্ট নং) | ঋণের পরিমাণ (টাকায়) | ২৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী সুদ সহ দায় | সুদের হার |
|---|---|---|---|
| হাউজিং লোন (৯৫৭৩৯৩৩০০০০০১০) | ৫৬,০০,০০০.০০ টাকা | ৫৪,৬৮,৯৩৯.১০ টাকা এবং ২৮.০২.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য সুদের হার এবং অন্যান্য চার্জ। | ৮.০৫% |

উপরোক্ত ঋণ/ক্রেডিট সুবিধাগুলি আপনার দ্বারা আমাদের অনুকূলে সম্পাদিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের বলে নীচে **তফসিল বি** -তে আরও নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত সম্পদের বন্ধকের মাধ্যমে যথাযথভাবে সুরক্ষিত। যেহেতু আপনি নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী আপনার দায়বদ্ধতাগুলি মেটাতে ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যাঙ্ক ঋণটিকে **২৮.০২.২০২৬ তারিখে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে।

অতএব, আমরা এতদ্বারা আপনাকে বিষয়ভিত্তিক আইনের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এই নোটিশ জারি করছি এবং আপনাকে **২৮.০২.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **৫৪,৬৮,৯৩৯.১০ টাকা** (চুয়ান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শো উনচল্লিশ টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র)-এর সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা, সাথে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং খরচ সহ এই নোটিশের তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানাচ্ছি, অন্যথায় আমরা বিষয়ভিত্তিক আইনের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে সমস্ত বা যে কোনো অধিকার প্রয়োগ করব।

এছাড়া, এতদ্বারা আপনাকে আমাদের পূর্ব সম্মতি ছাড়া কোনোভাবেই **তফসিল বি** -তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের কোনোটির সাথে লেনদেন করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

এটি বিষয়ভিত্তিক আইন এবং/অথবা বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীনে আমাদের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করে করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে, সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শাখা রেকর্ডে উপলব্ধ আপনার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় স্বীকৃতি রসিদ সহ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমেও আপনাকে তলবি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল।

**তফসিল - বি**

**-: সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ :-**

জমি এবং ভবন (জি+২)-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, জে.এল. নং ৯৫, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, হোল্ডিং নং ১৩৫, অমর চক্রবর্তী রোড (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং ১৭, খাতা নং ৩১৮১, প্লট নং আরএস ৯৬/২৭২, এলআর ৩০৭, তে অবস্থিত, পরিমাপ ০৩ শতক, ধরন- বাড়ি। **টাইটেল হোল্ডারের নাম : পীযূষকান্তি ঘোষ। সীমানা:** উত্তর - রাস্তা, দক্ষিণ - সুজয় রায়ের বাড়ি, পূর্ব - নৃপেন্দ্র নাথ সাহার বাড়ি, পশ্চিম - নিতাই পদ সাহার বাড়ি।

**দ্রষ্টব্য : এর আগে জারি করা সমস্ত দাবি বিজ্ঞপ্তি এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হল।**

**তারিখ: ২০.০৬.২০২৬** অনুমোদিত আধিকারিক

**স্থান: কলকাতা** কানাড়া ব্যাঙ্ক

# ঘাটালে বন্যা নিয়ন্ত্রণে জেলা পুলিশের প্রস্তুতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** বর্ষার মৌসুম আসন্ন হওয়ায় ঘাটালের বন্যাপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের ফের বাড়তে থাকা উদ্বেগ প্রশাসনের উপর বড় চাপ সৃষ্টি করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় পুলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে, বর্ষা শুরুর আগে বন্যা সংক্রান্ত প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করতে মঙ্গলবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ঘাটাল থানায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। পুলিশ সুপার ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল ও দাসপুর ব্লকের বিডিও, ঘাটালের বিধায়ক, মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। বৈঠকের পর পুলিশ সুপার ঘাটালের মনশুকা এলাকায় ঝুমি নদীর উপর নবনির্মিত ভগবতী সেতু পরিদর্শন করেন। তৃণমূলের আমলে এই কংক্রিটের সেতুটি নির্মিত হলেও সংযোগকারী রাস্তা তৈরি না হওয়ায় তা চালু করা যায়নি। কর্মকর্তাদের সঙ্গে সেতুটি চালু করার বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন। মনশুকা থেকে ঘাটালের আজবনগর-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গারখাই এলাকায় যান। প্রতিবছর এই অঞ্চলটি বন্যার সময় দীর্ঘদিন ধরে জলমগ্ন থাকে। ঘাটালের বন্যাপ্রবণ এলাকা পরিদর্শনের পর পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বন্যাপ্রবণ দাসপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সামাত এলাকায় যান। ৯ জুন কোলাঘাটের প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘাটালে বন্যা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সোমবার রাজ্য বাজেটে 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' প্রকল্পের জন্য সরকার ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার ঠিক পরের দিনই পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বন্যা প্রস্তুতি সংক্রান্ত সভা করেন এবং বন্যা প্রবণ এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের আমলে রাজ্যে এটিই প্রথম বর্ষা মৌসুম। পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশ প্রশাসন বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলির বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বন্যার ঝুঁকি কমাতে সক্রিয় পদক্ষেপ চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

# মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যে ধৃত যুবক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় কু-রুচিকর মন্তব্য করায় গ্রেপ্তার এক যুবক। অভিযুক্ত যুবক মোশারফ তরফদার। বাড়ি মিনাখাঁ থানার বাউখোলা এলাকায়। সেখান থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগ, মোশারফ তরফদার গত দু'দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। সেই সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট নিয়ে মিনাখাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নামে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। গতকাল রাতে মোশারফ তরফদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতে নির্দেশ দেন।

# সালানপুরে হাফ প্যান্ট পরিয়ে তৃণমূল নেতাকে রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ

## উঠল 'চোর চোর' স্লোগান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** ফলতার জাহাঙ্গীর খানের পর একই দৃশ্য দেখা গেলপশ্চিম বর্ধমানের সালানপুরে। অবৈধ পাথর খাদান মামলায় গ্রেফতার হওয়া বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লক তৃণমূলের সহ-সভাপতি বিজয় সিং ওরফে (ভোলা সিংকে) পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন হাফ প্যান্ট পরিয়ে রূপনারায়ণপুরের রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে রূপনারায়ণপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সবজি বাজার পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তায় তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত জনতার একাংশ 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করে, যা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশি হেপাজতে কোনো অভিযুক্তকে এভাবে রাস্তায় হাঁটানো কতটা আইনসম্মত, তা নিয়ে যখন প্রশাসনিক স্তরে প্রশ্ন উঠছে, আর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা বাবন মণ্ডল জানান, 'ভোলা সিংয়ের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ ছিল এবং পুলিশের এই পদক্ষেপের পর এলাকায় নতুন করে কেউ এমন অপরাধ করার সাহস পাবে না। রাজ্যের একাধিক ঘটনার সাথে সালানপুরের এই ঘটনা রাজ্যের পুলিশি ভূমিকা ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।' গত বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার হয়েছিল ভোলা। আদালতের নির্দেশে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজত হয় তার।

# বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত এক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** নিজের বসত বাড়িতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত বারিশালী গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম মতিয়ার রহমান মোল্লা। বয়স আনুমানিক ৪৯ বছর। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি নিজের বসত বাড়িতে ইলেকট্রিকের কাজ করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তার ওই ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ হয়ে যায়। আর তাতেই ঘটে বিপক্ষে। আত্মীয়স্বজনেরা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন পরিবার পরিজন-সহ এলাকাবাসীরা।

# ইসিএলের প্রকল্প ঘিরে খান্দরায় কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, খান্দরা:** বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল অন্ডালের খান্দরা মৌজা এলাকায়। স্থানীয়দের আশঙ্কা, ইসিএলের প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য জমি মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার জমির মালিকরা কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে সামিল হন। অন্ডাল কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক তপন মুখার্জি ও সভাপতি উজ্জ্বল পাল জানান, খান্দরা মৌজায় অবস্থিত ময়রা কোলিয়ারি দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে। অভিযোগ, ওই কোলিয়ারির সংলগ্ন এলাকায় ইসিএল প্রায় ২ বিঘা জমি ক্রয় করেছে এবং তাদের নিজস্ব আরও ৮ বিঘা জমি রয়েছে। এই মোট ১০ বিঘা জমির মধ্যে ইনক্লাইন পদ্ধতিতে খনন করে আশপাশের জমির তলা থেকে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, আশপাশের জমি অধিগ্রহণ না করেই যদি জমির নিচে

কয়লা কাটা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ওই এলাকাগুলি ধসপ্রবণ হয়ে পড়তে পারে। এতে কৃষিজমি, বসতভিটে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই কৃষিজমি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে জমির মালিকরা আন্দোলনে নামেন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, কাজ শুরুর আগে ইসিএল কর্তৃপক্ষকে জমির মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে এবং প্রভাবিত সমস্ত জমি যথাযথভাবে অধিগ্রহণ করতে হবে। জমির মালিকদের সম্মতি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়া কোনওভাবেই প্রকল্পের কাজ চালু করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক তপন মুখার্জি। কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল পাল এবং এলাকার কৃষক দেবাশিস ঘোষাল বলেন, 'আমরা শিল্পায়নের বিরোধী নই। শিল্প চলুক, কিন্তু জমির মালিকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই কাজ করতে হবে। নতুন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, বিষয়টির দিকে দ্রুত নজর দেওয়া হোক যাতে শিল্প ও কৃষি দুইয়েরই স্বার্থ রক্ষা হয়।' আন্দোলনের জেরে মঙ্গলবার মাটি খননের কাজে আসা যন্ত্রপাতির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের দাবি, ইতিমধ্যেই যে সব জায়গায় গর্ত খোঁড়া হয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে ভরাট করতে হবে। অন্যথায় বর্ষাকালে সেখানে জল জমে দুর্ঘটনা ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায় ইসিএল কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। তবে এই অভিযোগ ও দাবির বিষয়ে ইসিএলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।



## এসবিআই, এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক - এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

**দখল বিজ্ঞপ্তি**

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- আরএসিপিসি, রাজারহাট** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং এ্যাকাউন্ট নং | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | ১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. | **শ্রী মনোজ মুখার্জি,** পিতা- পঙ্কজ মুখার্জি, ৫৯বি, কে.জি. বোস সরণি, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৮৫ এবং ফ্ল্যাট নং-জি/বি, একতলা, মাধবী ম্যানশন, ১৮, সরোজিনী পল্লী বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৬ | একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্লোর টাইলস ফিনিশড ফ্ল্যাট যার নম্বর 'জি/বি', গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে এর সকল যার পরিমাপ আনুমানিক ১০০১ বর্গফুট, ২৫% সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ যার মধ্যে ০২টি বেডরুম, ০১টি ব্যালকনি রয়েছে উক্ত বহুতল (জি+৩) ভবনে, যা **মাধবী ম্যানশন** নামে পরিচিত এবং হোল্ডিং নং ১৮, এন.ডি.পি.-১, সরোজিনী পল্লী, ওয়ার্ড নং ৫, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, থানা- বারাসাত, এ.ডি.এস.আর.ও. কদম্বগাছি, কলকাতা - ৭০০১২৬, জেলা- উত্তর | ১) ০৩.০১.২০২৬ ২) ২০.০৬.২০২৬ ৩) **৪২,৮৪,৮৫৬.০০ টাকা** (বিয়াল্লিশ লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র) **০৩.০১.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার সাথে আজ পর্যন্ত অ-প্রযুক্ত সুদ এবং পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ। |

২৪ পরগনা-এ অবস্থিত, সাথে জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ বা অধিকার, এছাড়াও উক্ত ভবনে সাধারণ এলাকা এবং সুবিধা এবং সাধারণ খরচের আনুপাতিক অংশ সহ।

উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট **০৫ কাঠা ৮ ছটাক** জমির মধ্যে আনুমানিক **০৪ কাঠা** মোট বাস্তু জমির উপর অবস্থিত স্কিম প্ল্যান প্লট নং '৭'-এ, **মাধবী ম্যানশন** নামের বহুতল ভবন সহ, যা মৌজা- নোয়াপাড়া, জে.এল নং ৮৩, আর.এস. নং ১৩৭, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা আনোয়ারপুর, সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং ৩৫২, সম্পর্কিত এল.আর. খতিয়ান নং ৫৮১২, অন্তর্গত সি.এস. দাগ নং ১১১৪ আর.এস. এবং এল.আর দাগ নং ১৯৭৯/২৬২৩ এর মধ্যে বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানায় হোল্ডিং নং ১৮, এন.ডি.পি. ১ সরোজিনী পল্লী, ওয়ার্ড নং ৫, অধীনে থানা- বারাসাত, এ.ডি.এস.আর.ও. কদম্বগাছি, কলকাতা ৭০০১২৬, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত।

**টাইটেল ডিডটি বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৯০৩-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৩৭০৫ থেকে ১৩৭৩৭ -এ নিবন্ধিত, যার নম্বর ১৯০৩০০৪৩১ সাল- ২০২৫ ।**

**সম্পত্তিটি** পঙ্কজ মুখার্জির পুত্র **শ্রী মনোজ মুখার্জির নামে রয়েছে।**

**সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে:** আশু মণ্ডল এবং অভীক বসুর সম্পত্তি; **দক্ষিণে:** ১৬ ফুট চওড়া সরোজিনী পল্লী রোড; **পূর্বে:** উমাপদ চ্যাটার্জি এবং সঞ্জয় চ্যাটার্জির সম্পত্তি, **পশ্চিমে:** জমির মালিক পল্লব শঙ্কর রায়ের ভবন সহ বাকি জমি।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং এ্যাকাউন্ট নং | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | ১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 2. | **শ্রী ইন্দ্রনীল রায়,** পিতা- শ্রী নিহার রঞ্জন রায়, ফ্ল্যাট নং সি-৪, তৃতীয় ফ্লোর, হোল্ডিং নং ৪৬৬, শরৎ বসু রোড, ওয়ার্ড নং ৬, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬৫। **অন্যান্য ঠিকানা :** পি-৯০, এ ব্লক, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, যশোর রোড, লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫৫ এবং এম্প. ২৩০৮৯৬৩, গ্রেড সি৩এ টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড, ক্যান্ডোর টেকস্পেস, ব্লক এ, টাওয়ার এআই, এ২, এ৩, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১৬০ **অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৩৯১১৯৬০৯৭ (এইচবিএল) এবং ৪৩৩৯১২৫৯৩৩৪ (এসবিআই সুরক্ষা)** | একটি ২ (দুই) বছরের পুরোনো আবাসিক ফ্ল্যাট যার নম্বর **সি-৪,** তৃতীয় তলায়, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে - এর সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক **৭০০ বর্গফুট,** কার্পেট এরিয়া আনুমানিক **৫৫৬ বর্গফুটের** সমতুল্য, যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেডরুম, একটি রান্নাঘর, একটি ড্রয়িং কাম লিভিং, একটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি, মার্বেল ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সহ উক্ত ভবনে, যা মৌজা - দিঘলা, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, খতিয়ান নং ৫৯০, দাগ নং ৫২৬, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪৬৬, শরৎ বসু রোড, ওয়ার্ড নং ৬, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬৫। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট আনুমানিক **৪ কাঠা ১২ ছটাক ৪৪ বর্গফুট** একীভূত বাস্তু জমির উপর অবস্থিত। **টাইটেল ডিডটি বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৯০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৭১০১৮ থেকে ৩৭১০৪৯-এ নিবন্ধিত, যার নম্বর ১৯০৩১০০৩৫ সাল- ২০২৪। এ.ডি.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদম। সম্পত্তিটি শ্রী নিহার রঞ্জন রায়ের পুত্র শ্রী ইন্দ্রনীল রায়ের নামে রয়েছে।** | ১) ০৭.০৪.২০২৬ ২) ২০.০৬.২০২৬ ৩) **২৪,৭২,০১৬.০০ টাকা** (এসবিআই হোম লোন) এবং **২,০৭,০৩২.০০ টাকা** (এসবিআই সুরক্ষা)। সর্বমোট বকেয়া **২৬,৭৯,০৪৮.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ উনআশি হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র) **০৭.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ ইত্যাদি সহ। |

তারিখ: ২০.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া




## ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**মোরগ্রাম শাখা**
মোরগ্রাম, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]**

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, মোরগ্রাম (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৭.০৭.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, মোরগ্রাম শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর কাছে বকেয়া **১৮,৩৪,৬২৬.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র) (বিবি ১৬,৩৩,৪৫৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ২,০১,১৭১.০০ টাকা) **২৩.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা: কাজী লুৎফুল হক,** পিতা- মৃত ফাইজুল হক, গ্রাম- গোকুলতা, পোঃ- খেরুর, থানা- সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২৩৭ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা: কাজী লুৎফুল হক,** পিতা- মৃত ফাইজুল হক গ্রাম- গোকুলতা, পোঃ- খেরুর, থানা- সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২৩৭ **২. বন্ধকদাতা তথা গ্যারান্টার : কাজী জহুরুল হক,** পিতা- মৃত ফাইজুল হক গ্রাম- গোকুলতা, পোঃ- খেরুর, থানা- সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২৩৭ **খ) মোরগ্রাম শাখা** | **কাজী লুৎফুল হক এবং কাজী জহুরুল হকের নামে** মৌজা - গোকুলতা, জে.এল. নং ০৫৫, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৮৮৫, খতিয়ান নং ১৩৩৯ এবং ১৩৪১, সাগরদিঘি ব্লকের অধীনে, এডিএসআরও - সাগরদিঘি, মোট জমির পরিমাণ ১২.৪০ শতক (দলিল অনুযায়ী) যার টাইটেল সেল ডিড নং আই-১২৬২, সাল ২০১৮, তারিখ ১২.০৩.২০১৮, শ্রী কাজী লুৎফুল হকের নামে, জমির পরিমাণ - ৬.২০ শতক (দলিল অনুযায়ী), জমির ধরন - ভিটি এবং টাইটেল সেল ডিড নং আই-১২৬৩, তারিখ ১২.০৩.২০১৮, **শ্রী জহুরুল হকের নামে,** জমির পরিমাণ - ৬.২০ শতক (দলিল অনুযায়ী), জমির ধরন - ভিটি -তে অবস্থিত জমি এবং তার ওপরের ভবন। **উপরোক্ত দুটি দলিলের অধীনে ১২.৪০ শতক সম্পত্তির সীমানা হল:- উত্তর-** ফজলুল হকের বাড়ি, **পূর্ব-** ৮ ফুট চওড়া মাটির রাস্তা, **দক্ষিণ-** ৮ ফুট চওড়া মাটির রাস্তা, **পশ্চিম-** মধু সেখ-এর বাড়ি এবং কাজী আব্দুল হকের খালি জমি। | ১৮,৩৪,৬২৬.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র) (বিবি ১৬,৩৩,৪৫৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ২,০১,১৭১.০০ টাকা) **২৩.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ | ক) **১১,১৬,০০০.০০ টাকা (*)** (এগারো লক্ষ ষোল হাজার টাকা মাত্র) খ) **১,১১,৬০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ এগারো হাজার ছশো টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB12275911160** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখল** |

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৭.০৭.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা**

**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**

**দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও**

তারিখ: ২৩.০৬.২০২৬
স্থান: মোরগ্রাম

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক




## ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

**জোনাল অফিস: হাওড়া জোন**
৫ বিটিএম সরণি, চতুর্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

**ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য সারফায়েসি এ্যাক্ট, ২০০২ অধীন)

যেহেতু ব্যাঙ্ক, সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েসি) এর সেকশন ১৩(৪) অনুযায়ী তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

| শাখা / অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা | সম্পত্তির বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ | সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি |
|---|---|---|---|---|
| **শাখা: বেড়াবেড়ি অ্যাকাউন্ট- শ্রী সুবীর কোলে (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী অর্চনা কোলে (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা:** গ্রাম- দুর্গারামপুর, ডানসি, পোঃ- মল্লাশিমলা, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২২৩ | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন গ্রাম- দুর্গারামপুর, পোঃ- মল্লাশিমলা, পিন- ৭১২২২৩-এ অবস্থিত মৌজা- ডানসি, জে.এল. নং- ৮৯, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং- ৭৬৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ১০৪১-এ শ্রী সুবীর কোলে-এর নামে থাকা ৪ শতক পরিমাপের "বাস্তু জমি" এবং তদুপরি আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার গিফট ডিড নং- ২৪৩৮, তারিখ ১০-০৫-২০২২। **ভবনের সীমানা:- উত্তরে:** অক্ষয় কুমার কোলে-এর বাড়ি দ্বারা, **দক্ষিণে:** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে:** সনাতন কোলে-এর বাড়ি দ্বারা, **পশ্চিমে:** শিশির কুমার কোলে-এর বাড়ি দ্বারা। | **২৮,৫৪,০৪৬.৭০/- টাকা সহ ইউসিআই এবং তার উপর খরচ** | **দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ-** ৩০/০৪/২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০৪.০৮.২০২৫ | **সংরক্ষিত মূল্য-** ২৬,৯৭,০০০/- টাকা **ইএমডি-** ২,৬৯,৭০০/- টাকা |
| **শাখা : সাঁতরাগাছি অ্যাকাউন্ট- শ্রী সুশান্তমণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী রাখি মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা :** পিতা- সুশীল মণ্ডল, মৌজা- বানিয়ারা, জেএল নং ২৬, এলআর দাগ নং ৪৬৮, ৪৬৯, থানা- ডোমজুড়, বেগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- হাওড়া, পিন ৭১১৪১১, পশ্চিমবঙ্গ | শ্রী সুশান্ত মণ্ডলের নামে বেগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- বানিয়ারা, জেএল নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং ২৪৮৫, আরএস নং ৪৬০ এবং ৪৬১, এলআর দাগ নং ৪৬৮ এবং ৪৬৯, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৪১১ -এ অবস্থিত কমবেশি ৭.২২ শতক পরিমাপের আবাসিক সম্পত্তি। টাইটেল ডিড নং- আই-০৫৪০১৭১৬, সাল ২০২০, তারিখ ০২.০৭.২০২০ অনুযায়ী। **সম্পত্তির সীমানা : উত্তর :** আরএস দাগ নং ৪৬১, পণ্ডিতের অন্তর্গত ডাঙ্গা সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণ :** ৬ ফুট সাধারণ পথ দ্বারা, **পূর্ব :** ৬ ফুট সাধারণ পথ দ্বারা, **পশ্চিম :** আরএস দাগ নং ৪৬২, নিত্যানন্দের অন্তর্গত বাস্তু সম্পত্তি দ্বারা। | **৪৩,৮৪,৩৩৮/- টাকা সহ ইউসিআই এবং তার উপর খরচ** | **দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ-** ১৪/১০/২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ০২-০১-২০২৬ | **সংরক্ষিত মূল্য-** ২৮,১৭,৫০০/- টাকা **ইএমডি-** ২,৮১,৭৫০/- টাকা |

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ০৯.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত।**
**পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করুন**

**নিয়ম ও শর্তাবলী:**

(১) অকশন বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **'অনলাইন ইলেক্ট্রনিক বিডিং'** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে **https://BAANKNET.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) **নিলামের তারিখ ও সময়: ০৯.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত সমস্ত সম্পত্তির জন্য, যার পরে প্রতিটির ১০ মিনিটের জন্য সীমাহীন সম্প্রসারণ থাকবে, অর্থাৎ শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে, নিলামটি আরও ১০ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে।** শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। নিলামটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপরে শুরু হবে। **বিডাররা তাদের প্রস্তাবগুলি ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র)-র গুণিতকে বৃদ্ধি করবেন। আগ্রহী পক্ষগুলি ২৪.০৬.২০২৬ থেকে ০৮.০৭.২০২৬ পর্যন্ত সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।**

(৩) **আগ্রহী বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড নিতে হবে।** সম্ভাব্য বিডাররা নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হয়, নিলামের পদ্ধতি এবং অনুসরণযোগ্য অন্যান্য প্রক্রিয়া উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে দেখতে পারেন। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহী বিডাররা **শ্রী নীহার রঞ্জন কুয়ানর - মোঃ ৭০০৮৩৭৩৪২৬ অথবা শ্রী অভিষেক দলুই - মোঃ ৮২৭৬৮০৩৫১৩ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

(৪) বিডারদেরকে কিছু আনুষ্ঠানিকতা আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবে যেমন:
ক) বিডার/ক্রেতা নিবন্ধন- বিডারকে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম পোর্টালে **https://BAANKNET.com** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
খ) কেওয়াইসি যাচাইকরণ- বিডারকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (২ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে)।
গ) ইএমডি পরিমাণ গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে স্থানান্তর- ই-নিলাম পোর্টালে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/স্থানান্তর এর মাধ্যমে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। সম্ভাব্য বিডাররা বিশদ বিবরণের জন্য **https://BAANKNET.com** দেখতে পারেন।

(৫) অনলাইনে জমা দেওয়া বিড ফর্মের একটি অনুলিপি, সংযুক্ত কাগজপত্র সহ, **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, ৫, বি.টি.এম. সরণি, চতুর্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ -এর কাছে ফরোয়ার্ড করতে হবে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে ARD.Howrah@bankofindia.co.in -এ পাঠাতে হবে যাতে তা ০৯.০৭.২০২৬ -এর আগে পৌঁছায়।**

(৬) উপরের সম্পত্তি/সম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে **ভিত্তিতে', 'যে অবস্থায় যেমন আছে ভিত্তিতে'** এবং **'কোনো দাবি ছাড়াই ভিত্তিতে'** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং বাস্তবিক দখল নিতে জড়িত সময় ও খরচ (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তির জন্য) সম্পর্কে নিজেদের অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত বকেয়া বিধিবদ্ধ চার্জ সফল বিডারকে বহন করতে হবে। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনোভাবেই কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া/দায়বদ্ধতার জন্য এবং বাস্তবিক দখল নিতে জড়িত কোনো বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তির ক্ষেত্রে) দায়ী থাকবেন না।

(৭) উপরে তালিকাভুক্ত বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাংকের সেরা তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে। এই জনবিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার এবং/অথবা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

(৮) উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী বিডারদেরকে অবশ্যই **https://BAANKNET.com** -এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে বর্ণিত ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৯) **আগ্রহী বিডারদেরকে নিলামের তারিখের আগেই, কোনো অবস্থাতেই ০৯.০৭.২০২৬ বিকাল ০৫.০০ টার পরে নয়, উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং ইএমডি-এর পরিমাণ জমা দিতে হবে।**

(১০) **সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিডের পরিমাণের ২৫%, যার মধ্যে ইতিমধ্যে পরিশোধিত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত, অবিলম্বে অর্থাৎ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় গ্রহণের দিনেই বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।** এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা হিসাবে সর্বোচ্চ বিডারকে ঘোষণা করা হবে যদি বিডার আইনত বিড করার যোগ্য হন।

(১১) **বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় বিড গ্রহণ/নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে বা তার আগে (ব্যাঙ্কিং সময়ের মধ্যে) পরিশোধ করতে হবে। সফল বিডার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, বিডার কর্তৃক ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক সম্পত্তির নতুন নিলাম পরিচালনার জন্য স্বাধীন থাকবেন এবং খেলাপি ক্রেতা/বিডারের সম্পত্তি বা পরিশোধিত যেকোনো অর্থের উপর বা পরবর্তীতে যে দামে সম্পত্তি বিক্রি হতে পারে তার কোনো অংশের উপর যেকোনো দাবি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।**

(১২) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তার পরে বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।

(১৩) ব্যর্থ বিডারের ইএমডি কোনো সুদ/খরচ/চার্জ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।

(১৪) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কারণ না দর্শিয়ে যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং কোনো কারণ না দর্শিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় স্থগিত/পেছানো/বাতিল করার বা বিক্রয়ের যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(১৫) সফল বিডার/ক্রেতাকেই কনভেন্স ডিড, কর সহ, প্রযোজ্য হলে পরিষেবা কর/টিডিএস সহ সমস্ত চার্জ/ফি বহন করতে হবে।

(১৬) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুসারে উপরের ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের অগ্রিম ১৫ দিনের নোটিশ হিসাবেও গণ্য হবে।

(১৭) আরও বিস্তারিত বিবরণ, প্রক্রিয়া সম্মতি ও শর্তাবলী ডাউনলোডের জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.bankofindia.co.in / www.bankofindia.bank.in** দেখুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪.০৬.২০২৬

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন




## অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

ACRE — MAKING ASSETS WORK

ইউনিট নং ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস, প্লট নং সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, মুম্বাই: ৪০০ ০৫১

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি**

এসিআরই-এআরসি অ্যাসাইনরের কাছ থেকে সারফেইসি আইনের ৫ ধারার বিধানের অধীনে ঋণগ্রহীতার অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি সহ সম্পূর্ণ আর্থিক সম্পদ অধিগ্রহণ করেছে। উক্ত ঋণ অধিগ্রহণের ফলে, এসিআরই-এআরসি আর্থিক দলিল এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি অনুসারে আর্থিক সম্পদের অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করে ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের সমস্ত অধিকার, মালিকানা এবং স্বার্থ অধিগ্রহণ করেছে, এসিআরই-এআরসি ঋণগ্রহীতার সিকিউরড পাওনাদার হিসেবে অ্যাসাইনরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধার করতে এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি স্বার্থ প্রয়োগ করতে অধিকারী।

| লোন এ/সি নং | এসিআরই ট্রাস্ট | পোর্টফোলিও | অ্যাসাইনমেন্টের তারিখ-এসিআরই | ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম | সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯৯৭৬১৮৭ | ট্রাস্ট ১৫৮ | আইডিএফসি | ১৯-০৬-২০২৫ | রাজেশ কুমার শ' (ঋণগ্রহীতা), বিনোদ কুমার শ' (সহ-ঋণগ্রহীতা), যশোদা দেবী শ' (সহ-ঋণগ্রহীতা) | ১৬-জুন-২০২৬ এবং ১৪-জুন-২০২৬ অনুযায়ী ৩৩১৮৫৩০.১৮ টাকা |

বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ কাঠা ১৫ ছটাক পরিমাপের জমি বা সামান্য কম বা বেশি, এর সাথে ৭৮০ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো বা সামান্য কম বা বেশি, যা এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, মৌজা বরানগর-এ অবস্থিত এবং আর.এস. দাগ নং ২৬৮৭ এবং ২৬৮৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১১২, জে.এল. নং ৫, আর.এস. নং ৬, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩ এর অন্তর্গত এবং যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৯৩ এবং প্রেমিসেস নং ১০৮/২ (পুরানো ১০৮), মহারাজ নন্দ কুমার রোড (উত্তর), বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির ৬ নং (পুরানো ১২) ওয়ার্ডের অধীনে, থানা বরানগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৩৫-এর অন্তর্গত, যা বর্তমানে শ্রী রাজেশ কুমার শ', শ্রীমতি যশোদা দেবী শ' এবং শ্রী বিনোদ কুমার শ' এর মালিকানাধীন। উত্তরে - প্রধান রাস্তা, দক্ষিণে - দোকান, পূর্বে - ভবন, পশ্চিমে - ভবন দ্বারা বেষ্টিত।

| লোন এ/সি নং | এসিআরই ট্রাস্ট | পোর্টফোলিও | অ্যাসাইনমেন্টের তারিখ-এসিআরই | ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম | সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৬৬৪১৩৪ | ট্রাস্ট ১৫৮ | আইডিএফসি | ১৯-০৬-২০২৫ | তপন সরকার (ঋণগ্রহীতা), সুস্মিতা রায় চৌধুরী (সহ-ঋণগ্রহীতা), মিসেস অটো মোবাইল (সহ-ঋণগ্রহীতা) | ১৬-জুন-২০২৬ এবং ১৪-জুন-২০২৬ অনুযায়ী ২৪৩১২৭২.০৩ টাকা |

**বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৯.৫ কাঠা পরিমাপের খালি জমি, আর.এস. প্লট নং ১৯১ এবং ১৯৮ এর সাথে সম্পর্কিত, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৪৬, ৮৪৮/১, ৮৪৭ এবং ৮৪৬/৩ এ রেকর্ডকৃত, মৌজা ডাবগ্রাম, জে.এল. নং ২, শিট নং ২০, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, ফুলবাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে অবস্থিত, এ.ডি.এস.আর. ভক্তিনগর অফিসে নিবন্ধিত, থানা ভক্তিনগর-এর এখতিয়ারের মধ্যে, জেলা জলপাইগুড়ি। জমিটি নিম্নরূপভাবে ঘেরা এবং সীমানাযুক্ত:- উত্তর:- নিরঞ্জন সরকার এবং অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ:- ১০ ফুট চওড়া ড্রেন এবং যোগী সাহানির জমি, পূর্ব:- নিরঞ্জন সরকার এবং অন্যান্যদের জমি, পশ্চিম:- ১৪ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।

| লোন এ/সি নং | এসিআরই ট্রাস্ট | পোর্টফোলিও | অ্যাসাইনমেন্টের তারিখ-এসিআরই | ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম | সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ২২২২৬৮৫৭ | ট্রাস্ট ১৫৮ | আইডিএফসি | ১৯-০৬-২০২৫ | শরদিন্দু ভাণ্ডারী (ঋণগ্রহীতা), মানসী ভাণ্ডারী (সহ-ঋণগ্রহীতা), এস ভাণ্ডারী অ্যান্ড সন্স (সহ-ঋণগ্রহীতা) | ১৬-জুন-২০২৬ এবং ১৪-জুন-২০২৬ অনুযায়ী ২৩৪৮১০৮.৩৬ টাকা |

**বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২০ শতক পরিমাপের জমি, মৌজা মাতলা, পরগনা সুন্দরবন-এ অবস্থিত, জে.এল. নং ৭৫, লট নং ৫৪, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, মালিকি খতিয়ান নং ১, সাবেক খতিয়ান নং ১২১২, আর.এস. খতিয়ান নং ৬২৯, দাগ নং ২৬০২, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন ৭৪৩৩২৯, থানা ক্যানিং এর অন্তর্ভুক্ত, মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন। উত্তরে:- রেললাইন, দক্ষিণে:- খালি জমি, পূর্বে:- হেলিকপ্টার রোড, পশ্চিমে:- খালি জমি।

| লোন এ/সি নং | এসিআরই ট্রাস্ট | পোর্টফোলিও | অ্যাসাইনমেন্টের তারিখ-এসিআরই | ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম | সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬৭২০৩৮৮ | ট্রাস্ট ১৫৮ | আইডিএফসি | ১৯-০৬-২০২৫ | ফসিহুল লেসানি মোল্লা (ঋণগ্রহীতা), আব্দুর রউফ মোল্লা (সহ-ঋণগ্রহীতা), জাহানারা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা), আয়েশা জরি সেন্টার (সহ-ঋণগ্রহীতা) | ১৬-জুন-২০২৬ এবং ১৫-জুন-২০২৬ অনুযায়ী ২৮১৫৭৯৩.২৬ টাকা |

বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১৯ শতক পরিমাপের জমি, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি দোতলা ভবন সহ, মৌজা গাজীপুরে অবস্থিত এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৭, ৫৯, ৬৮, ৪৮, ৫১ এবং ৪৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১১০২, জে.এল. নং ২৪ এর অন্তর্গত, নাহাজারী গ্রাম পঞ্চায়েত, বিষ্ণুপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সীমানার মধ্যে, থানা বিষ্ণুপুর-এর অধীনে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়।

| লোন এ/সি নং | এসিআরই ট্রাস্ট | পোর্টফোলিও | অ্যাসাইনমেন্টের তারিখ-এসিআরই | ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম | সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১২৪২৭৭৪, ১১২৫২৭৭৬, ১১৩৮৩০৯৬, ১১২৫৩৪১৮, ১১৩৯০৩৮৭, ১৩৬৬১৭২৬, ৩২৩০৫৫৫৫, ৩২৫৬৪৩৮৩ | ট্রাস্ট ১৫৮ | আইডিএফসি | ১৯-০৬-২০২৫ | মেসার্স চক্রবর্তী ওয়াল পেপার কোং (প্রোপ্রাইটার সুমন চক্রবর্তীর মাধ্যমে) (ঋণগ্রহীতা), সুমন চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা), শিউলি চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা) | ০২-জুন-২০২৬ এবং ০২-জুন-২০২৬ অনুযায়ী ৪৭০৫০১০৭.৭১ টাকা |

**বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ:**

সম্পত্তি ১: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল দোকান নং এফ-১০, এফ-১১ এবং এফ-৭, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৯৭ বর্গফুট, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, গ্রাউন্ড ফ্লোর বা গোডাউনে, স্মৃতি অ্যাপার্টমেন্ট, বিদ্যাসাগর পল্লী, ৭ কাঠা ২ ছটাক পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ভবনের, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, যা মৌজা সংমুরা-তে অবস্থিত এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৩১, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৭৮ এর অধীনে, যা এল.আর. খতিয়ান নং ২২৭/১ (বর্তমানে ৮৩৭ এবং ৮৩৮), জে.এল. নং ১০২, আর.এস. নং ৯৫, তৌজি নং ১২ (পুরানো ১৪৬) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৯/১/সি (পুরানো ৯/১), টাকি রোড (উত্তর), বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির ১৮ নং (পুরানো ১৪) ওয়ার্ডের অধীনে, থানা বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং নিম্নরূপে সীমানাযুক্ত: পূর্ব: দাগ নং ২৩২, পশ্চিম: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, উত্তর: প্লট নং ও, পি, কিউ, দক্ষিণ: ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ।

সম্পত্তি ২: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পূর্ণ ১ম তলা এবং ছাদ, যার পরিমাপ ২৪৭৮ বর্গফুট, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে এবং ২০ শতক পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, মৌজা ঘোল্লা-তে অবস্থিত এবং আর.এস. দাগ নং ৩৪৩, এল.আর. দাগ নং ১১৩১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৬৭, ৮৩১ এবং ১১৬ (বর্তমানে ১৪৯৭, ১৪৯৮ এবং ১৪৯৯), জে.এল. নং ৭৭, তৌজি নং ১২ এর অধীনে এবং যার হোল্ডিং নং ৭৫/এ/১৮/৩ (পুরানো ৭৫/এ/১৮), ঘোল্লা রোড, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির ২২ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং নিম্নরূপে সীমানাযুক্ত: পূর্ব: অশোক পাল ডিং-এর সম্পত্তি, পশ্চিম: ক্যান্টিলিভার, উত্তর: অশোক পাল ডিং-এর সম্পত্তি, দক্ষিণ: রঞ্জন বনিকের সম্পত্তি।

সম্পত্তি ৩: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা ৫০০ বর্গফুট কাঠামো সহ, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, মৌজা উত্তরহাট-এ অবস্থিত এবং আর.এস. দাগ নং ১৫০৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৩২, জে.জে. নং ৭৮, আর.এস. নং ২৬৪, তৌজি নং ১৪৬ এর অধীনে এবং যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১/ডি, ঘোল্লা রোড, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির ২২ নং (পুরানো ১৫) ওয়ার্ডের অধীনে, থানা বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং নিম্নরূপে সীমানাযুক্ত: পূর্ব: নারায়ণ ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিম: সাধন সেনের সম্পত্তি, উত্তর: ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা।

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাদের গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুযায়ী এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে উক্ত নোটিশটি ১৩(১৩) ধারার অধীনেও ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের জানাচ্ছে যে উক্ত বন্ধক রাখা সম্পত্তি বিক্রি/ইজারা/হস্তান্তর করা উচিত নয়।

**তারিখ: ২৪.০৬.২০২৬**
**স্থান: জলপাইগুড়ি, পরগনা**

**অনুমোদিত আধিকারিক,**
**অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড**

## কোচিং সেন্টারে অগ্নিকাণ্ড

# নেপথ্য কারণ খুঁজতে নজর বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণে

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন:** লখনউয়ের কোচিং সেন্টারে মর্মান্তি অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, কোচিং সেন্টারটি বসতবাড়ি পাল্টে বাণিজ্যিক ভবন হয়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণও বেড়ে যায়। যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের অনুমতি ছিল, তার থেকে বেশি ব্যবহার হয়। আরও অনুমান, অতিরিক্ত বিদ্যুতের ব্যবহারের কারণেই অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, ওই বিল্ডিংয়ে ২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহারের অনুমোদন ছিল। তবে নথি খতিয়ে দেখা যায়, জুন মাসে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়ে ৩৪.১ কিলোওয়াটে পৌঁছে যায়, যার ফলে ওই বিল্ডিংয়ের বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোও তদন্তের আওতায় চলে এসেছে।

প্রশ্ন উঠছে, বেশ কয়েক মাস ধরে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার লক্ষ্য করা হলেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তদন্তকারীদের আতশকাচের নীচে এ-ও রয়েছে, ওই বিল্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষের তরফে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সীমা বর্ধিত করার জন্য কোনও আবেদন করা হয়েছিল কি না, কোনও নোটিস জারি হয়েছিল কি?

শুধু জুন মাস নয়, বিগত কয়েকটি মাসে ওই বিল্ডিংয়ে কী পরিমাণ বিদ্যুতের ব্যবহার হয়েছে, তা নথি দেখে যাচাই করা হচ্ছে। এপ্রিল মাসে ওই ভবনে ২৪.৩ কিলোওয়াট ব্যবহার হয়েছিল। পরের মাসগুলিতে তা আরও বেড়ে যায়। তদন্তকারীদের একাংশের মতে, অনুমোদিত সীমার বাইরে নিয়মিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ওই ভবনের বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। শুধু তা-ই নয়, অতিরিক্ত গরমও বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর চাপের কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, ওই ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত কাগজে ১৯১১ সালের ১ জানুয়ারি উল্লেখ করা হয়েছে। কেন এমন উল্লেখ তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তদন্তকারীরা এ-ও যাচাই করে দেখছেন, ওই ভবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ছিল কি না। যদি ছাড়পত্র থাকে তবে তা নিয়মিত পুনর্নবীকরণ করা হত কি না! এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ওই ভবনের এক মালিকও রয়েছেন।

## রাফালে নিয়ে পাকিস্তানের

# দাবিকে আবার ভুল প্রমাণ করল বায়ুসেনা

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন:** অপারেশন সিঁদুরের সময় একাধিক রাফালে যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে দাবি করে এসেছে পাকিস্তান! বারবার করা সেই দাবিকে আবারও ভুল প্রমাণ করল বায়ুসেনার এক সরকারি নথি। এই নথিতে বর্তমানে পরিষেবায় থাকা ৩৬টি রাফালের সব ক'টির জন্য 'ব্রিজ সাপোর্ট' বা অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। যা প্রমাণ করে দিচ্ছে, একটি রাফালেও ধ্বংস করতে পারেনি পাকিস্তান।

জুন মাসে বায়ুসেনার সদর দপ্তর থেকে এক প্রস্তাব আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, এতে ভারতের হাতে থাকা ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমানের জন্য পাঁচ মাস মেয়াদি একটি 'ব্রিজ সাপোর্ট প্যাকেজ' বা অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা ব্যবস্থার বিষয়ে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ২০১৬ সালে এই সংখ্যক রাফালেই ফ্রান্স থেকে কেনা হয়েছিল। ফলে ধোপে টিকল না পাকিস্তানের দাবি। তাদের মিথ্যাচার ফাঁস হয়ে গেল আরও একবার।

গত বছরের শেষে পাকিস্তানের জিও টিভির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ফরাসি কমান্ডার জাকিস লাউনে নিশ্চিত করেছেন অপারেশন সিঁদুরের সময় আকাশে পাকিস্তানের দাপট। তিনি নাকি আরও বলেন, পাকিস্তানি বায়ুসেনা অনেক বেশি তৈরি ছিল। যদিও এই খবর যে সম্পূর্ণ ভুয়ো, তা পরিষ্কার করে দেয় ফরাসি সেনা। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন রাফালে যুদ্ধবিমান নিয়ে ভুয়ো প্রচার চালিয়েছিল চিনও! এবার প্রমাণ হল, সব দাবিই মিথ্যে। পাকিস্তান একটিও রাফালে ধ্বংস করে উঠতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের ছায়া সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে যায় পাকিস্তানের অন্তত ১১টি বায়ু সেনাঘাঁটি। ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয় ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা। শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের আর্জিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি। ৮৮ ঘণ্টার অপারেশনে দুরমুশ হয়ে গিয়েছিল সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর।

# গরমে পুড়ছে গোটা ইউরোপ, তাপপ্রবাহের বলি দুই শিশু-সহ ২০

**প্যারিস, ২৩ জুন:** গরমে পুড়ছে গোটা ইউরোপ। কোথাও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে, কোথাও ৪০ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ব্রিটেন, পর্তুগাল-সহ ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ এখন তাপপ্রবাহের কবলে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ফ্রান্সের। দেশের অর্ধেকের বেশি অঞ্চল তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে বিপর্যস্ত। বাধ্য হয়ে স্কুল, কলেজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৮৪৫টি স্কুল ইতিমধ্যেই বন্ধ করা হয়েছে। ১৮০০টি স্কুলে পঠনপাঠন হচ্ছে সকালের দিকে।

সোমবার ফ্রান্সের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আগের সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বদোতে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রিতে পৌঁছোয়। মধ্য ফ্রান্সের পইটিয়ার্সে তাপমাত্রা ৪১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফ্রান্স প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই দুই শিশু-সহ ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগামী দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ব্রিটেনে সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫-৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। তবে কোথাও কোথাও সেই তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছোতে পারে। বেলজিয়াম এবং পর্তুগালেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্য দিকে, ইতালির ১২টি শহরে তাপপ্রবাহের চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে সে দেশের আবহাওয়া দপ্তর। মিলান, ভেনিস, তুরিন, বলোগনা, ফ্লোরেন্স এবং রোমে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। বুধবারের মধ্যে এই সংখ্যা ১৬ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে, তাপপ্রবাহের কারণে পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে রোমে। জার্মানিতেও গরমের ছবিটাও এক। সেখানে বেশ কয়েক দিন ধরে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে।

# নয়াদিল্লির ফুটপাথ থেকে নাবালিকাকে তুলে ধর্ষণ ও খুন, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন:** দিল্লির ফুটপাথ থেকে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ এবং হত্যার অভিযোগ। ১১ বছর বয়সি ওই বালিকাকে দিল্লির মেহরৌলি এলাকা থেকে অপহরণ করে গুরুগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এক জঙ্গলের মধ্যে তাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ইতিমধ্যে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত বালিকার পরিবার বিহারের বাসিন্দা। দিল্লিতে দিনমজুরের কাজ করে ওই পরিবার। প্রথমে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত তারা। পরে ফুটপাথে থাকতে শুরু করে। ফুটপাথেই বেলুন বিক্রি করত ওই নাবালিকা। তাকে খুনের পর দেহ কোথায় ফেলে রেখেছিলেন অভিযুক্ত, সেই তথ্যও জেরা করে জানতে পারে পুলিশ। সেই মতো সোমবারই নাবালিকার দেহ উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিশ্চিত করারও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

রবিবার বেশি রাতের দিকে ওই নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়। সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ পুলিশের কাছে অপহরণের খবর যায়। দক্ষিণ দিল্লির ওই ঘটনার খবর পেয়েই একটি তদন্তকারী দল গঠন করে পুলিশ। নাবালিকা এবং অভিযুক্তের খোঁজ শুরু হয়। মেহরৌলির যে এলাকা থেকে বালিকাকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ, তার আশপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। ওই ফুটেজ বিশ্লেষণ করার সময়েই এক সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরেই শনাক্তকরণের চার ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, ২৫ বছর বয়সি ওই অভিযুক্ত পেশায় ট্যাক্সিচালক। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি পুলিশি জেরায় ইতিমধ্যে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। জেরায় অভিযুক্ত জানিয়েছে, দিল্লির ফুটপাথ থেকে ওই কিশোরীকে অপহরণ করে গুরুগ্রামে নিয়ে যায়। তার পরে সেখানে নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং হত্যা করার কথাও পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে সে।

## ময়দান

### বয়সে বড় প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে নজর কাড়ল খুদে টেনিস খেলোয়াড়

# ৩ মাসের অনুশীলনেই ম্যাচে ৪ বছরের বিহান! র‍্যাকেট হাতে টেনিসের স্বপ্ন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** খেলনা নিয়ে খেলার বয়স। অনেক শিশু যখন স্কুলের নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত, তখন টেনিস কোর্টে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে চার বছরের এক খুদে। নাম বিহান কুমার সরকার। বয়স মাত্র ৪ বছর ১০ মাস। কিন্তু সেই বয়সেই টেনিস র‍্যাকেট হাতে তার আত্মবিশ্বাস ও লড়াই করার মানসিকতা নজর কেড়েছে সকলের। সম্প্রতি আউট্রাম ক্লাবে আয়োজিত গ্রাসরুট বিটিএ র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে অংশ নেয় বিহান। বেঙ্গল স্টেট র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতার অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে খেলতে নেমে নিজের থেকে দুই থেকে তিন বছর বড় প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে সমান তালে লড়াই করেছে সে। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে কম বয়সি প্রতিযোগী হয়েও কোনও ধরনের ভয় বা জড়তা দেখা যায়নি তার খেলায়। লা মার্টিনিয়ার ফর বয়েজ স্কুলের কেজি শ্রেণির ছাত্র বিহান। মাত্র তিন মাস আগে গ্যারি ও ব্রায়েন অ্যাকাডেমি অফ টেনিসে তার টেনিস যাত্রা শুরু। এত অল্প সময়ের প্রশিক্ষণ নিয়েই প্রতিযোগিতার মঞ্চে নামা এবং সেখানে নিজের সামর্থ্যের পরিচয় দেওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু বিহান সেই কঠিন কাজটাই করে দেখিয়েছে। কোচদের মতে, খেলার প্রতি তার আগ্রহ, নিয়মিত অনুশীলনের মানসিকতা এবং শেখার ইচ্ছা বয়সের তুলনায় অনেকটাই পরিণত। কোর্টে প্রতিটি বলের পিছনে ছোটা, হার না মানার মানসিকতা এবং প্রতিটি পয়েন্টের জন্য লড়াই করার প্রবণতা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।

বিহানের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশংসা করেছেন কোচ গ্যারি ও'ব্রায়েন। তাঁর মতে, এত কম বয়সে এমন মনোযোগ, আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা খুব কম শিশুর মধ্যেই দেখা যায়। নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সঠিক পরিচর্যা পেলে ভবিষ্যতে বিহান আরও উন্নতি করবে বলেও আশাবাদী তিনি। অবশ্য এই পথের শুরু মাত্র। সামনে আরও অনেক প্রতিযোগিতা, আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। তবে অল্প বয়সেই বিহান যে নিষ্ঠা ও ভালোবাসা নিয়ে টেনিসকে আঁকড়ে ধরেছে, তা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। চার বছরের এই খুদের হাতে আজ যে র‍্যাকেট, সেটাই হয়তো একদিন তাকে আরও বড় মঞ্চে পৌঁছে দিতে পারে। বিহানের টেনিস যাত্রা এখনই শুরু হয়েছে, আর সেই যাত্রার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন কোচ, পরিবার

# তামিলনাড়ুর অনুরাগীদের ভালোবাসায় আপ্লুত সৌরভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তামিলনাড়ুর অনুরাগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বহু দূর থেকে এসে ভালোবাসা ও সমর্থন জানানো ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকে তিনি 'বিশেষ মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেন। তাঁদের অকুণ্ঠ স্নেহ ও দীর্ঘদিনের সমর্থনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদও জানান সৌরভ। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ২০ জুন ইংল্যান্ডের

বিরুদ্ধে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক ভেন্যু লর্ডসে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। অভিষেক ম্যাচেই অসাধারণ ব্যাটিংয়ে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন ভারতের বাঁ-হাতি ব্যাটার। প্রথম ইনিংসে ৩০১ বলে ১৩১ রানের অনবদ্য শতরান করে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম তোলেন তিনি। সেই ইনিংসই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সৌরভের উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে আজও স্মরণীয়।


**WALK- IN - INTERVIEW**

Civil Engineer (Contractual) needed in Shri Shri Jagannath Cultural Centre, New Digha, Purba Medinipur. For further details visit our Website- www.purbamedinipur.org/shrishrijigannathculturalcentrerecruitment.

**Abridged Corrigendum Notice**

**Name of Work :** Construction of RCC OHR along with Land Development Approach Road Guard Room and Boundary Wall..... in all respect of proposed Water Supply Scheme at Kulti Girls School Zone-21 Kulti under AMRUT 2.0 Phase-III within Asansol Municipal Corporation.

NIT No. :
**09 of SE (WC)/MED/2025-26 (3rd Call)**
**Dated : 26.05.2026**

Tender ID No. : **2026_MAD_ 5014572_1**

Last date of submission : **01.07.2026**

Interested bidders are requested to visit **https://tenders.wb.gov.in**

**Sd/-**
**SE, WEST CIRCLE, M. E. Dte.**

**Abridged Short Notice Seal Bid Tender No. : 04 of 2026-27 of E.E., Barrackpur Division, PWD**

Seal Bid Invited by the Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division, Govt. of W.B. vide Seal Bid Tender no. 04 of 2026-27 of E.E., Barrackpur Division, PWD for the work of **"Urgent repair and painting work at Bankim Bhavan Gabeshana Kendra, Naihati, on the occasion of Birthday of Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay on 26.06.2026 under Barrackpur Division, PWD during the year 2026-27".**

The details can be obtained from the above mentioned office on any working day during the office hours and from website **https://wbpwd.gov.in**

**Sd/-**
**Executive Engineer, P.W.D.**
**Barrackpur Division**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**WEST BENGAL HOUSING BOARD**
**ABRIDGE NOTICE**

Tender in Two enveloped system in prescribed form of West Bengal Housing Board as given in web site of W.B.H.B. and **https://wbtenders.gov.in** are invited by the Deputy Director (EW)-II of WBHB for "AMC for providing Service support to all Desk Top Computer Laptop Printer with scanner Scanners and Laserjets Printers and all accessories along with LAN connection at office of the WBHB ABASAN 105 S N Banerjee Road Kolkata 700014" NIeQ No: WBHB/DD (EW)-II/ NIeQ-04/2026-2027. Last Date of closing bid submission 10.07.2026. At 02.00 PM. All particulars and any information & Corrigendum if any, will be published in E-Tendering Website i.e. **https://wbtender.gov.in** website only.

**ICA- T10917(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA TENDER NOTICE**
**e-NIT No: 05 / EE / ED-I / EM / KMDA / T-2 of 2026-27**

Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible tenderers for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Installation of additional service light with allied electrical works at AIFF National Centre of Excellence, New Town, Kolkata.., Rs. 3,29,876/-, Rs. 6,598/-, 7 Days, **Last date & time of online Bid submission: 30.06.2026, Time 14:00 hrs**. for details contact the above office or visit both websites. **www.kmda.wb.gov.in (KMDA-164), www.wbtenders.gov.in**

**ICA- T10771(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D. invites online e-NIQ No. 05 of 2026-2027. Tender ID : 2026_WBPWD_5015877_1. Bid submission start date 23.06.2026 from 6:30 P.M. Bid submission end date 29.06.2026 upto 12:00 P.M. Details of NIQ and tender documents may be downloaded from :**https://wbtenders.gov.in** & **http://wbpwd.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Baruipur Sub-Division, P.W.D.

**ICA- T10964(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**CORRIGENDUM NOTICE**

Name of work : "Replacement of Split type AC Machine at HDU of Baghajatin S.G. Hospital, South 24 Pgs.'' Vide Tender ref. no.-WBPWD/AE/SKHESD-I/ NIQ-02/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD_ 5014656_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates : Last date of submission will be on 03/07/2026 up to 12:00 P.M. Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division – I, P.W.Dte.

**ICA- T10963(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division – I, P.W.Dte invites online bids for Name of work : " Electrical Installation work at H.D.U (Gr. Floor) i.c.w the Civil repair work of Baghajtin S.G. Hospital, Kolkata". Vide Tender ref. no.-WBPWD/AE/SKHESD-I/NIT-01/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD _5015866_1_1. Last date of document download and bid submission for the tender is 06.07.2026 up to 12:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.gov.in** and **http://pwdwb.in** Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte .

**ICA- T10961(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**1st CORRIGENDUM**

1st Corrigendum of eNIQ No. 05 of 2026-27 of ACE (Mech.), RBRI, P.W (Roads) Dte, dates extension for Sl. No. 5. Bid submission end date, Read as 03.07.2026 at 11.00 Hrs. in place of 23-06-2026 at 11:00 Hrs. & Sl. No.6. Technical Bid opening date, Read as 06.07.2026 at 11.00 Hrs. in place of 25-06-2026 at 11:00 Hrs. vide Tender ID: 2026_WBPWD_5014930_1. Bid submission end date: 03.07.2026 at 11.00 Hrs. Sd/-ACE (Mech.), RBRI P. W(Roads) Dte.

**ICA- T10951(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-NOTICE INVITING TENDER**

WBPWD/AE/S24PGSSD/E-NIT-01/2026-2027. AE, S-24Pgs.Sub-Divn. PWD, invites e-tender for 01 (One) no. work in connection of 'Emergent restoration of Thakurpukur Bibirhat Bakrahat Raipur Road from Ch. 18.00 Kmp to 20.25 Km in different stretches in the district of South 24Parganas under South 24Parganas Division, P.W.D. during the year 2026- 2027 '' Details of the e-NIT will be available in the office Notice Board as well as in the visit the website http://wbtenders.gov.in & http://wbpwd.gov.in. Last Date of Bid Submission (Online) 29.06.2026 Upto 11:00 AM. Tender Id No. 2026_WBPWD_5015654_1. Sd/-Assistant Engineer, PWD, South 24 Parganas Sub-Division.

**ICA- T10950(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

AE/PWD/Barasat Sub-Division Notice invites e-quotation no. 02 of 2026-27 for these work: 1) Annual maintenance of Industrial RO Water Purifier cum cooler at office of the Executive Engineer, Barasat Division and office of the Assistant Engineer, Barasat Sub-Division, P.W.Dte. at Barasat in the district of North 24 Parganas., Tender ID: 2026_WBPWD_5015855_1. 2) Preparation of detailed site plan, contour map, level in 10 meter interval, properly showing details of drain, internal road, footpath, buildings, low land etc. and submit soft copy & 5(five) set hard copies for the compound of Barasat Government Medical College & Hospital and Nursing Training School, Barasat under Barasat Division, P.W.Dte. in the district of North 24 Parganas., Tender ID: 2026_WBPWD_5015855_2. Bid Submission End Date is 30.06.2026 at 18.00 Hours. Any Corrigendum /Addendum related to this NIQ, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Md Murshid Alam Assistant Engineer, PWD Barasat Sub-Division.

**ICA- T10945(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-Tender Notice**
**Irrigation & Waterways Directorate**

Executive Engineer-I, Lower Damodar Construction Division, Fuleswar, Uluberia, Howrah-711316 invites e-tender (online) for 02 (two) nos. Restoration of wooden bridge work [Amount: Rs. 2,16,811.00 (min) to 3,52,866.00 (max) & E.M.D. Rs. 4,336.00 (min) to 7,057.00 (max)] vide e-N.I.T No - WBIW/EE-I/LDCD/e-NIT-02/2026-27, Memo No. – 2083 dt. 22.06.2026. Document Download start date is 24/06/2026 at 10:30 hours, Bid submission start date is 24/06/2026 at 10:30 hours & bid submission end date is 01/07/2026 at 10:00 hours. For details, please visit websites www.wbtenders.gov.in. & www.wbiwd.gov.in.

**Sd/- S. Das, Executive Engineer-I**
**Lower Damodar Construction Division**

**ICA- T10894(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**

The Assistant Engineer, Kalyani Sub- Division Housing Dte., has invited a Date Corrigendum Notice for e-NIT. No. 03 of 2026-27 for Emergent Roof Treatment work by 3mm thick APP at block-E type C1 at RHE Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_HSD_ 027177_1. The Bid Documents Download & Submission end date has been extended upto 03.07.2026 up to 3:00 PM. Details will be seen from the office notice board on any working days within office hours and from website **wbtenders.gov.in.** Sd/- S.Pramanik, Assistant Engineer, Kalyani Sub-Division, Housing Dte,

**ICA- T10918(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

1st Corrigendum of WBPWD/KSHD/EE/ NIQ-03 OF 2026-2027 of EE-I, KSHD, PWD, [Tender ID: 2026_WBPWD_5015072_1] Last date of Bid Submission (online) to be read as 03/07/2026 upto 01:00 P.M. in place of 23/06/2026 upto 01:00 P.M. & Bid opening date to be read as 06/07/2026 at 01:00 P.M. in place of 25/06/2026 at 01:00 P.M. Details of NIT & tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, Kolkata South Health Division

**ICA- T10930(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Corrigendum for Time Extension**

Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "SITC of 01(one) no. new passenger Lift in existing lift well and allied E.I work for (G+4 storied) at Academic Building in the Technology Campus, Salt Lake under Calcutta University-----SITC of Passenger Lift." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-170/2025-26_2ndcall & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5013832_1

| | | |
|---|---|---|
| Bid submission Closing Date (Online) | 22.06.2026 up to 15:00 Hrs. | 06.07.2026 up to 15:00 Hrs. |
| Technical Bid Opening Date | 24.06.2026 at 15:05 Hrs. | 08.07.2026 at 15:05 Hrs. |

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Division

**ICA- T10929(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D.Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. 39 Q of AE/DDESD 2026-27. Memo No: 388 Date: 09/06/2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5015229_1 Name of Work: SITC of Air conditioning machines at Minister's Quarter No. 3A at 3rd floor at 28, Raja Santosh Roy Road, Alipore, Kolkata - 700027. Last Date of bid submission: 06/07/2026 instead of 22/06/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das. Assistant Engineer, PWD Dhana Dhanya Electrical Sub-Division.

**ICA- T10925(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**CORRIGENDUM-1**

Tender is invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P. H. E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/e-19 OF 2026-2027 ID: 2026_PHED_1026267_1 for Sl No. 1 (i) Last date of submission : 30.06.06.2026 Upto 05:00 p.m. (ii) Date of Opening: 02.07.2026 After 05:00 p.m. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: **http://wbtenders.gov.in** Sd/- For Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte.

**ICA- T10914(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**

e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 23/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5015830_1: Name of Work : SITC of new Air conditioning machines at the Chamber of Hon'ble MIC, Tourism Department, Govt. of WB, 3rd floor, Chamber of Hon'ble MOS and Chamber of PS, Housing Department, Govt. of WB, 7th floor of New Secretariat Building, Kolkata-700001. Bid Submission End Date: 03/07/2026 up to 1-00 p.m.; Website: - https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub - Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

**ICA- T10937(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA TENDER NOTICE**
**e-NIT No : 01/KMDA/SD/EE (Plng Divn.) of 2026-27 (2nd Call)**

Online e-Tender is invited by the Executive Engineer, Planning Division, SD Sector, KMDA, B-Block, (1st Floor), Unnayan Bhawan, Salt Lake, Kolkata - 700 091, from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms/individuals contractors, for the work, **Sl. No., Name of Work, Estimated Value of the work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** (1) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month at Danesh Khal from Lock gate to Mallick para more under Srerampore Municipality, Hooghly (2nd Call), Rs. 4,00,768/-, Rs. 8,015/-, 180 days. (2) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month at Rynal canal from kata pole to 4 no rail gate under Srerampore Municipality Hooghly (2nd Call), Rs. 1,79,093/-, Rs. 3,582/-, 180 days. (8) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month of Pravashnagar Chaklapara drain from opposite to Kesto Mukherjee Sishu Uddan to Mahesh Vidyaniketan in ward-27 Under Serampore Municipal area (2nd Call), Rs. 1,06,792/-, Rs. 2,136/-, 180 days. (9) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month from Tribeni Konchati towards South upto Tribeni Level crossing under Bansberia Municipal area (2nd Call), Rs. 1,75,177/-, Rs. 3,504/-, 180 days. (10) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month from Tirish Bigha Level Crossing towards North upto Saraswati River under Bansberia Municipal area (2nd Call), Rs. 3,99,203/-, Rs. 7,984/-, 180 days. (11) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month from KMDA STP to Purashree rail Culvert Main Ditch under Chandernagore Municipal area (2nd Call), Rs. 1,16,104/-, Rs. 2,322/-, 180 days. (12) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month from Surer pukur, Guin Bagan to Surer pukur Kala Bagan under Chandernagore Municipal area (2nd Call), Rs. 1,42,726/-, Rs. 2,855/-, 180 days. (13) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month of Rash Bhara Khal from G.T. Road Bandel More to River Ganga under Hooghly Chinsurah Municipal area (2nd Call), Rs. 3,45,904/-, Rs. 6,918/-, 180 days. (14) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month at Western side of Satyapirtala IYSH project to Taldanga Priyanagar Gaur under Hooghly-Chinchura Municipality Hooghly (2nd Call), Rs. 2,90,072/-, Rs. 5,801/-, 180 days. (15) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month of Khusigoli Khal from Sri Chaitanya Techno school to River Hooghly under Hooghly Chinsurah Municipal area (2nd Call), Rs. 1,74,149/-, Rs. 3,483/-, 180 days. (16) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month from Pankhatuli Park to Chandni Ghat under Hooghly Chinsurah Municipal area (2nd Call), Rs. 1,39,319/-, Rs. 2,786/-, 180 days. (17) Cleaning and removing water hyacinth & floating materials debris & jungle cutting for 6 month from Kailash nagar Sanhati Club to Rash Bhara Khal under Hooghly Chinsurah Municipal area (2nd Call), Rs. 1,33,862/-, Rs. 2,677/-, 180 days. **Last date & time of online Bid submission:** 04/07/2026 up to 14.00 Hrs, for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-173)**
**www.kmda.wb.gov.in**
**www.wbtenders.gov.in**

**ICA- T10910(1)/2026**


Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

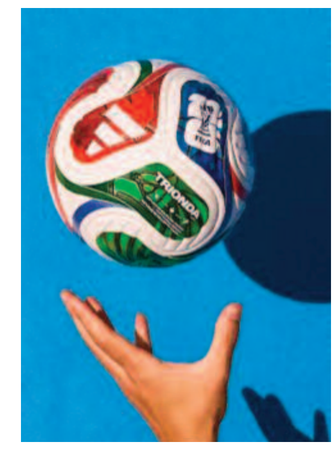

একদিন
ঘুরে ট্যুরে

বুধবার ● ২৪ জুন ২০২৬ ● পেজ ৮

# অস্তরাগের আলোয় কমলাসাগর

ত্রিপুরার নীরমহল, সিপাহিজলা অভয়ারণ্য দেখে চলেছি বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে ধানের গন্ধ, রাস্তার দু'পাশে সারি সারি নারকেল গাছ, সুপুরি বাগান, টিনের চালের মাটির ঘর, নিকানো উঠোন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলার চিরন্তন রূপ মনে করিয়ে দেয়। পথ যেন আপন মনেই গল্প বলতে থাকে,ত্রিপুরার পুরনো দিনের গল্প, রাজা আর তাঁদের রাজকীয় বৈভবের গল্প, সীমান্তঘেঁষা মানুষের নিত্যজীবনের গল্প। তাদের যাপিত জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র দেখতে দেখতে একসময় পৌঁছে গেলাম ত্রিপুরা আর বাংলাদেশের সীমানার কাছে অবস্থিত কমলাসাগর দীঘি। মহারানি কমলাদেবীর নামে মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই দীঘি খনন করেছিলেন। পরবর্তীকালে দূরদর্শী রাজা কল্যাণমাণিক্য বহিঃশত্রু আক্রমণের হাত থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। গড় বা দুর্গ থাকার কারণে জায়গার নাম ছিল 'কৈলাগড়' বা 'কমলাগড়'। তাঁর

এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছিল। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ এদিক দিয়েই ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু পরাক্রমশালী ত্রিপুরার সেনাবাহিনীর কাছে হেরে যাওয়ার ফলে তাঁর ত্রিপুরা দখলের প্রচেষ্টা সিদ্ধ হয়নি। কমলাগড় দুর্গের এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করে আজও ত্রিপুরাবাসীদের মুখ গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক স্থানের বেশ কিছুটা অংশ দেশভাগের সঙ্গে জুড়ে যায় কুমিল্লা জেলার সঙ্গে। এরই একপাশে টিলার ওপর অবস্থিত কসবা কালী মন্দির। মন্দিরের সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর-ঘন্টার সঙ্গে ওপারের মসজিদ থেকে ভেসে আসা মাগরিবের আজান ধ্বনি মিশে গিয়ে নতুন সুরের সৃষ্টি হয়েছে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে মনে পড়ে ভাষা এক থাকা সত্ত্বেও কীভাবে রাজনীতির কারবারীরা তাদের স্বার্থ পূরণের জন্য এক দেহের ভিতরে কুঠারাঘাত করে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল।

সীমান্তের ওপারে তখন সন্ধে নামছে ধীরে ধীরে। শ্লেট রংয়ের আকাশের গায়ে গোধূলির রঙ লেগে আছে; লাল-কমলা-হলুদ বর্ণের অপূর্ব মিশ্রণ। সেই আলো-আঁধারির ভিতর নিথর হয়ে আছে কমলাসাগরের জল। তার স্থির জলে দিনান্তের নিভে আসা আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সামান্য একফালি কাঁটাতারের নয়, সীমান্ত এখানে স্মৃতির, ভাষার আর মানুষেরও। সন্ধে নামার এই সময়ে সব বিভাজন অস্পষ্ট হয়ে আসে। ডিসেম্বরের শেষে হিমেল হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় ফুল আর ধূপকাঠির গন্ধ। দীঘির ধারে সারি সারি পামগাছ অতন্দ্রপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে রাজারানী, তীর্থযাত্রী, হারিয়ে যাওয়া মানুষের অনেক গল্পের নীরব সাক্ষী হয়ে। ওপারের গ্রামগুলোতে একে একে আলো জ্বলে উঠছে। এপারে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হয়, দেশভাগ শুধুমাত্র মানচিত্রে হয়, আকাশ-বাতাসে নয়, মানুষের চিরন্তন অভ্যাসে নয়। একই সন্ধে দুই দেশের উপর নেমে আসছে একই কোমলতায়। সীমান্ত এলাকা বলে বাড়তি সতর্কতায় চারপাশ নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার ভিতর মনে হয়, কমলাসাগর একটি জলাশয় নয়, এ এমন একটি আয়না, যেখানে মানুষ নিজের হারিয়ে যাওয়া সময়কে দেখতে পায়। আপন আপন নীড়ে ফিরে যাওয়া পাখিদের ডাকে সন্ধ্যার আবেশ আরও গভীর হয়ে ওঠে। মনে হয়, এই

নীরবতারও একটি ভাষা আছে যা কেবল অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না।

কিছুটা এগিয়ে গেলে প্রাচীন কসবা কালী মন্দির। মহারাজা ধন্যমাণিক্যের আমলে এই অঞ্চলের ঐতিহ্য অন্য মাত্রা পায়। মন্দিরের নতুন সজ্জিত রূপ সময়ের ক্ষতচিহ্ন ঢেকে দিয়েছে। কসবা নামের পিছনেও রয়েছে একটি আশ্চর্যজনক তথ্য। ফার্সি শব্দ 'কসবা'-র অর্থ জনপদ বা শহর। একসময় এই জায়গা বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। মন্দিরের মূর্তি নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। কথিত আছে, মহারাজ ধন্যমাণিক্য কমলাসাগর দীঘি খননের সময় এই মূর্তিটি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মহারাজা বিজয়মাণিক্য মন্দিরে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যর আমলে মন্দির সংস্কারও করা হয়েছিল। গর্ভগৃহে কালো কষ্টিপাথরের সিংহাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটি কারও মতে দেবী দুর্গা কারও মতে কালী। কল্যাণমাণিক্যর আরাধ্য দেবী দুর্গার পদতলে শিবমূর্তির কারণে এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। মন্দিরের পুরোহিতের কথা অনুযায়ী মহিষাসুর বধের পর দেবী দুর্গা এই রূপ ধারণ করেছিলেন। মূর্তি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে যে বিশ্বাসই প্রচলিত থাকুক না কেন কল্যাণমাণিক্যর প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্দির পরবর্তীতে কসবেশ্বরী কালীমন্দিরে রূপান্তরিত হয়। ত্রিপুরা শাক্তভূমি। বিভিন্ন সময়ে এখানে বিভিন্ন রাজা তাঁদের শাসনকালে গড়ে তুলেছিলেন নানা মন্দির। কসবা কালী মন্দিরও তার

ব্যতিক্রম নয়।

কমলাসাগরের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক তার সীমান্তঘেঁষা অবস্থান। ওপারেই বাংলাদেশ। ব্রিটিশ শাসনকালে যখন বেঙ্গল-আসাম রেলপথ চালু হয় তখন এখানে কমলাসাগর নামে একটি রেলস্টেশন ছিল। পরে তার নাম হয় কসবা। দেশভাগ হলে স্টেশন চলে গেল ওপারে। সন্ধ্যার আলোয় ওপারের ঘরবাড়ির টিমটিমে আলো জ্বলে উঠতে দেখে মনে হয় এত কাছে অথচ কত দূর! মাঝখানে কেবল এক অদৃশ্য রেখা। কিন্তু বাতাস কি কোনোদিন সীমান্ত মানে? পাখিরা কি জানে কোন দেশের সীমারেখা কোথায় শেষ? এই ভাবনাগুলো কমলাসাগরের জলেই ভাসিয়ে দিই। প্রত্যুত্তরে সে জানায়, মানুষই শুধু নিজেদের ভাগ করেছে; প্রকৃতি আজও অবিভক্ত। কমলাসাগরের পাড়ে বসে সূর্যাস্ত দেখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। দিনেরবেলায় সারিবদ্ধভাবে বালিহাঁসের দলের ভেসে বেড়ানো দেখতে বেশ ভালো লাগে। জলের গায়ে রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দিনের শেষ ট্রেন চলে গেছে। সব ব্যস্ততা থেমে গেছে। কেবল আছে দীঘির শান্ত জল, স্থল, অসীম আকাশের উপস্থিতি আর আছে কর্তব্যরত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অন্তহীন নিঃসঙ্গতা। রাস্তার একপাশে কয়েকটা দোকানে পুজোর সামগ্রীর পাশাপাশি প্রসাদ হিসেবে প্যাড়া বিক্রি হচ্ছে। ভাদ্র মাসের মেলায় অনেক ভক্ত সমাগম হয়। আগে নো ম্যানস ল্যান্ডে দু'দেশের সৌভাতৃত্ব, বাণিজ্যিক সম্পর্ক আর অর্থনৈতিক মুনাফার জন্য সাপ্তাহিক হাট বসত। করোনার সময় থেকে বন্ধ রয়েছে। মন্দির দর্শন করে দীঘির পাড়ে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আগরতলায় ফেরার পথ ধরি।

**কীভাবে যাবেন —**

আগরতলা থেকে প্রায় ৩১ কিমি দূরে অবস্থিত এই জায়গায় সরাসরি গাড়ি নিয়ে অথবা সরকারি বাসে আসা যায়।

**কোথায় থাকবেন —**

থাকার জন্য রয়েছে কসবা ভিউ লজ।

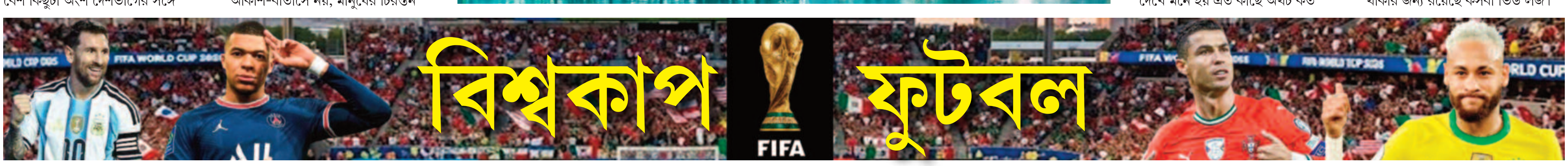


# বিশ্বকাপ ফুটবল

## হালান্ডের জোড়া গোলে সেনেগাল বধ, নকআউটে পৌঁছে গেল নরওয়ে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বকাপের মঞ্চে তারকাদের দাপট চলছেই। লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের পর এবার নিজের ছাপ আরও গাঢ় করলেন আর্লিং হালান্ড। সেনেগালের বিরুদ্ধে দুরন্ত জোড়া গোল করে নরওয়েকে ৩-২ ব্যবধানে জিতিয়ে রাউন্ড অফ ৩২-এ পৌঁছে দিলেন তিনি। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'ই'-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হালান্ডের অসাধারণ পারফরম্যান্সই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় নরওয়েকে। মাঝমাঠে মার্টিন ওডেগার্ডের নেতৃত্বে বলের দখল নিজেদের কাছে রাখার চেষ্টা করে তারা। প্রথমার্ধের শেষদিকে সেই চাপেরই ফল মেলে। ৪৩ মিনিটে সেনেগালের রক্ষণভাগের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে নরওয়েকে এগিয়ে দেন সাইড ব্যাক মার্কাস হোমগ্রিন পেডেরসন। সেনেগাল অধিনায়ক কালিদু কুলেবালির একটি দুর্বল ক্লিয়ারেন্স সরাসরি পৌঁছে যায় পেডেরসনের কাছে, আর তিনি তা জালে জড়িয়ে দেন। প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়ে থাকলেও নরওয়ের আসল ঝড় শুরু হয় বিরতির পর। ৫০ মিনিটে ওডেগার্ডের নিখুঁত পাস থেকে গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন হালান্ড। গোলের সময় তার অবস্থান, গতি এবং ফিনিশিং দক্ষতা আবারও প্রমাণ করে কেন তিনি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। তবে সেনেগাল দ্রুত ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে। ৫৫ মিনিটে ইসমাইলা সার একটি সুন্দর আক্রমণ থেকে গোল করে ব্যবধান কমান। কিন্তু তাদের আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মাত্র তিন মিনিট পর আবারও আঘাত হানেন হালান্ড। ডান পায়ের দুরন্ত ভলিতে তিনি নরওয়ের তৃতীয় গোলটি করেন এবং নিজের জোড়া গোলও পূর্ণ করেন। হালান্ড এদিন হ্যাটট্রিকও করতে পারতেন। সেনেগালের গোলরক্ষক এডুয়ার্ড মেন্ডির একটি ভুলের সুযোগ পেয়ে তিনি শট নেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বল বার পোস্টে লেগে ফিরে আসে। যদিও মেন্ডি পরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে বড় ব্যবধানে হারার হাত থেকে বাঁচান। ম্যাচের শেষদিকে সেনেগাল মরিয়া হয়ে ওঠে। সংযুক্তি সময়ে আবারও গোল করেন ইসমাইলা সার। তাতে ব্যবধান কমলেও শেষ পর্যন্ত ৩-২ ফলাফল বদলানো সম্ভব হয়নি। এই হারের ফলে সেনেগালের নকআউটে ওঠার লড়াই কঠিন হয়ে গেল। শেষ ম্যাচে ইরাকের বিরুদ্ধে জিততেই হবে সাদিও মানেদের। অন্যদিকে নরওয়ের জন্য এই জয় ছিল ঐতিহাসিক। টানা দুই ম্যাচে জোড়া গোল করে হালান্ড এখন বিশ্বকাপে নরওয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। মাত্র দুই ম্যাচে চার গোল করে তিনি নতুন নজির গড়েছেন। জাতীয় দলের জার্সিতে ৫২ ম্যাচে তার গোলসংখ্যা পৌঁছে গেল ৫৯-এ, যা তার অসাধারণ ধারাবাহিকতার প্রমাণ। ম্যাচ শেষের পর উৎসবে মেতে ওঠে নরওয়ে শিবির। বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় 'ভাইকিং বোট' বা নৌকা সেলিব্রেশন দেখা যায় মেটলাইফ স্টেডিয়ামেও। লাল জার্সি পরা সমর্থকেরা গ্যালারিতে বসে নৌকা বাইবার ভঙ্গিতে উদ্‌যাপন করেন। সেই আনন্দে সামিল হন ফুটবলাররাও। হালান্ড, ওডেগার্ডদের নেতৃত্বে মাঠে ড্রাম বাজিয়ে শুরু হয় বিশেষ উদ্‌যাপন, আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গলা মেলান হাজার হাজার সমর্থক। নকআউট নিশ্চিত করার আনন্দে যেন গোটা স্টেডিয়ামই পরিণত হয়েছিল এক বিশাল ভাইকিং উৎসবে।

## ম্যারাথন ম্যাচে ফরাসি দাপট, ইরাককে উড়িয়ে নকআউটে ফ্রান্স

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ফিলাডেলফিয়ার মাঠে ফ্রান্সের সামনে একসঙ্গে দুটি চ্যালেঞ্জ ছিল;ইরাক এবং বৈরী আবহাওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও বাধাই থামাতে পারল না দিদিয়ের দেশঁর দলকে। প্রবল বৃষ্টি ও দীর্ঘ বিরতির মধ্যেও নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখে ৩-০ গোলে ইরাককে হারিয়ে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত করল ফ্রান্স। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় ফরাসিদের। প্রথম মিনিটেই মানু কোনের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। যদিও ইরাকও শুরুতে কিছুটা সাহসী ফুটবল খেলেছিল। বাম দিক দিয়ে মার্চাস ডস্কি এগিয়ে গিয়ে ফরাসি রক্ষণে চাপ তৈরি করেন। তবে সেই আক্রমণ থেকে কোনও লাভ হয়নি। ক্রমশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় ফ্রান্স। মাইকেল ওলিসে ও কিলিয়ান এমবাপের দ্রুতগতির আক্রমণে বারবার চাপে পড়তে থাকে ইরাকের রক্ষণভাগ। ১৪ মিনিটে সেই চাপেরই ফল মেলে। ডান দিক থেকে ওলিসের সঙ্গে দুর্দান্ত ওয়ান-টু পাস খেলে বল পান এমবাপে। এরপর বক্সের বাইরে থেকে শক্তিশালী শটে বল জালে জড়িয়ে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। এর মধ্যেই আবহাওয়ার অবনতি শুরু হয়। প্রথমার্ধ চলাকালীন ভারী বৃষ্টি নামলেও খেলা বন্ধ করা হয়নি। কিন্তু বিরতির পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। স্টেডিয়ামের আশপাশে বজ্রপাতের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ফিফার নিরাপত্তা নিয়ম অনুসারে ম্যাচ স্থগিত রাখতে হয়। দর্শকদেরও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর আবার খেলা শুরু হয় এবং গ্যালারিতে ফিরে আসেন সমর্থকেরা। দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে নেমে ফ্রান্স যেন আরও বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। ৫৪ মিনিটে ইরাকের রক্ষণভাগের বড় ভুলের সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন এমবাপে। ডিফেন্ডার তাহসিন গোলকিপারের উদ্দেশে ঝুঁকিপূর্ণ পাস বাড়ান। গোলকিপার বল নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে তা দখল করেন দেম্বেলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বল বাড়িয়ে দেন এমবাপেকে এবং ফরাসি অধিনায়ক সহজেই জালে বল পাঠিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয় গোলের পর ইরাকের লড়াই কার্যত ভেঙে পড়ে। ৬৬ মিনিটে মাইকেল ওলিসের নিখুঁত থ্রু পাস থেকে তৃতীয় গোলটি করেন উসমান দেম্বেলে। এরপরও ফ্রান্স একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও আর গোল বাড়াতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৩-০ ব্যবধানেই ম্যাচ শেষ হয়। এই ম্যাচটি এমবাপের জন্য বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকল। দেশের জার্সিতে শততম ম্যাচ খেলতে নেমে তিনি করলেন জোড়া গোল। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১৬-তে।

## অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত মেসির জোড়া গোলে নকআউটে পৌঁছল আর্জেন্টিনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্বকাপের মঞ্চে আবারও নায়ক লিয়োনেল মেসি। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে আর্জেন্টিনাকে ২-০ ব্যবধানে জিতিয়ে শুধু নকআউটে খেলা নিশ্চিত করলেন না, গড়লেন নতুন বিশ্বরেকর্ডও। ২২ জুন, যে দিনে ১৯৮৬ সালে দিয়েগো মারাদোনা তাঁর বিখ্যাত 'হ্যান্ড অব গড' গোলের মাধ্যমে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছিলেন, সেই দিনেই মেসি নিজের নাম আরও একবার ফুটবলের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখলেন। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে নামে আর্জেন্টিনা। কোচ লিওনেল স্কালোনির লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় ম্যাচেই নকআউট নিশ্চিত করা। প্রথম থেকেই বলের দখল এবং আক্রমণের ধার ছিল আলবিসেলেস্তেদের দখলে। তবে ম্যাচের শুরুতে কয়েকটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন মেসি। নবম মিনিটে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। লাউতারো মার্তিনেজকে বক্সের মধ্যে ফাউল করার অভিযোগে ভারের সাহায্যে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করার সুযোগ পেয়েছিলেন মেসি। কিন্তু তাঁর নেওয়া দুর্বল শট সহজেই রুখে দেন অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক আলেকজান্ডার শ্লেগার। এরপর ১৯ মিনিটেও গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ফলে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন সমর্থকেরা। তবে মেসির মতো তারকারা বড় মঞ্চে বারবার ফিরে আসেন। ৩৮ মিনিটে সেই প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী থাকল ডালাসের স্টেডিয়াম। আক্রমণে উঠে থিয়াগো আলমাদা বল বাড়ান ফ্যাকুন্ডো মেদিনাকে। তাঁর নিখুঁত ক্রস থেকে দুর্দান্ত ফিনিশে গোল করেন মেসি। এই গোলের মাধ্যমে বিশ্বকাপে নিজের ১৭তম গোল করেন তিনি এবং জার্মান কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোজেকে পিছনে ফেলে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে ওঠেন। বিরতির পরও আক্রমণ চালিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। স্কালোনি একাধিক পরিবর্তন এনে দলের গতি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। নিকোলাস গঞ্জালেজ এবং ইউলিয়ান আলভারেজ মাঠে নামার পর আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ে। তবে অস্ট্রিয়ার রক্ষণও ছিল যথেষ্ট সংগঠিত। বারবার আক্রমণ গড়ে তুলেও শেষ মুহূর্তে গোলের মুখ খুলতে পারছিল না আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে অস্ট্রিয়াও লড়াই চালিয়ে যায়। তারা কয়েকবার পাল্টা আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করলেও আর্জেন্টিনার রক্ষণকে বড় কোনও সমস্যায় ফেলতে পারেনি। ম্যাচ যত শেষের দিকে এগোতে থাকে, ততই একটি গোলের ব্যবধান নিয়ে সতর্ক ফুটবল খেলতে শুরু করে স্কালোনির দল। সংযুক্ত সময়ের একেবারে শেষদিকে আসে ম্যাচের শেষ মোড়। বক্সের মধ্যে ইউলিয়ান আলভারেজের শট প্রথমে বাঁচিয়ে দেন শ্লেগার। কিন্তু ফিরতি বল মেসির সামনে চলে আসে। সুযোগ নষ্ট না করে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। নিজের দ্বিতীয় এবং দলের দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। এই জোড়া গোলের ফলে বিশ্বকাপে মেসির মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১৮। চলতি আসরে দু'ম্যাচেই তিনি করেছেন পাঁচ গোল। শেষ মুহূর্তে ফ্রিকিক থেকে হ্যাটট্রিকের সুযোগও পেয়েছিলেন, তবে তাঁর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তবু দিনের শেষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন একটাই নাম; লিয়োনেল মেসি। তাঁর জোড়া গোলে নকআউট নিশ্চিত করার পাশাপাশি নতুন বিশ্বরেকর্ডও নিজেদের করে নিল আর্জেন্টিনা।